উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৩,৩৩৯.২৬ (-৯৮৯.৩৩)

নিফটি : ২৫,৬০৭.২০ (-২৭৭.৩০)





হেঁটেই দেশে ফিরবেন হাসিনা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	১৪°	৩০°	১৩°	৩০°	১৪°	৩০°	১৪°



ব্রাত্য-ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে তদন্তে কমিশন ৩

বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ‘লোন উলফ’ হামলার ছক ৭

১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 28 November 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 189



ঋতব্রতর পদ খারিজ

বেনজির পরিস্থিতি বিধানসভায়, দিল্লিতে নাম ও প্রতীক নিয়ে শুনানি

অরূপ দত্ত ও রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : নজিরবিহীন পরিস্থিতি। রাজ্য বিধানসভা বিরোধী দলনেতাহীন। ওই পদে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ খারিজ করে দিল হাইকোর্ট। ফলে ৪ ডিসেম্বর বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে বিরোধী দলনেতাকে ছাড়াই। অন্যদিকে, অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত আদালতে খারিজ হয়ে যাওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঋতব্রতকে নিয়োগে অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল। হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত বিরোধী দলনেতার পদে ১০ দিন কেউ থাকবেন না।

বিচারপতি কৃষ্ণ রাও শুক্রবার ১০ দিনের মধ্যে বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষকে। একইদিনে নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের দুই শিবিরকে ডেকে শুনানি করেছে দলের নাম ও প্রতীকের ভাগ্য নির্ধারণে। শুনানি হলেও এদিন কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি কমিশন। ঋতব্রত গোষ্ঠী আরও নথি জমা দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছে। এব্যাপারে কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট নয়। ঋতব্রত নিশ্চিত, ‘সময়ের আগে আমরা দলের নাম ও প্রতীক পেয়ে যাব।’

কিন্তু হাইকোর্টের রায় ঋতব্রত শিবিরের জন্য বড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না মমতাপন্থীরা। কালীঘাট শিবিরের আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, ‘দ্যাখ কেমন লাগে। আগেই বলেছিলাম, অবৈধ সিদ্ধান্ত। এই প্রথম অধ্যক্ষের কোনও সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল হাইকোর্ট। এতদিন জালি বিরোধী দলনেতা ছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল এই রায়ে। এটা খুশির খবর নয়। কারণ অধ্যক্ষ অসাংবিধানিক কাজ করেছেন।’

শুধু বিরোধী দলনেতার পদ নয়, ঋতব্রত-তৃণমূলের পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জমানের নিয়োগও বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট। যদিও বরখাস্ত বিরোধী দলনেতা আদালতের এই সিদ্ধান্তে অস্বাভাবিক কিছু আছে বলে মনে করেন না। তাঁর কথায়, ‘অধ্যক্ষ ডাকলেই আমরা যাব। আমরা আমাদের সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ককে তাঁর সামনে হাজির করব।’ হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আপাতত উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন ঋতব্রত। তিনি বলেন, ‘বিচারপতির জ্ঞান নিয়ে আমাদের প্রশ্ন করার এক্তিয়ার নেই।’



- হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত বিরোধী দলনেতার পদে ১০ দিন কেউ থাকবেন না
- পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জমানের নিয়োগও বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট
- হাইকোর্টের রায় ঋতব্রত শিবিরের জন্য বড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে

অধ্যক্ষের বিরোধী দলনেতা নিয়োগের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলাটি করেছিলেন মমতা-তৃণমূলের প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মমতা শিবির তাঁকে বিরোধী দলনেতা করার জন্য অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু অধ্যক্ষ সেই চিঠিকে আমল দেননি। বরং ওই চিঠিতে সই কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলেছিল শাসকদল। পরে ঋতব্রত গোষ্ঠীর বিরোধী দলনেতা করার প্রস্তাবে তিনি সায় দিয়েছিলেন।

হাইকোর্টের রায়ের পর শোভনদেব শুক্রবার বলেন, ‘যা হয়েছে, তা উচিত হয়নি। মমতার বাড়িতেই বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেখানে ওঁরাও (ঋতব্রতরা) ছিলেন। রাজ্যের শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে যে এসব হয়েছে, তা স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যে স্পষ্ট।’ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলেন, ‘আমি যতটুকু জানি, গণতান্ত্রিক তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা বেশি। যাদের বিধায়ক বেশি, তাদের কাউকে বিরোধী দলনেতার পদে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত অধ্যক্ষের। এখন তো তৃণমূল কংগ্রেস বলে বিরোধী দলই নেই।’

৪ ডিসেম্বর থেকে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আইন সংশোধন এবং নতুন নীতি কার্যকরের লক্ষ্যে ৮টি বিল আসতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতাশূন্য থাকা যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ রাজ্য সরকারের কাছে। এরপর বিধানসভায় বিরোধী দলের শক্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অধ্যক্ষ। বিরোধী নেতা বাছার শক্তি পরীক্ষা হলে সেটাও হবে নজিরবিহীন।

আদালতে ধাক্কা খেলেও বিধানসভার ফ্লোর টেস্টে সসম্মানে উতরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঋত শিবিরের। *এরপর দশের পাতায়*

বন্দির চিকিৎসায় কড়া হাইকোর্ট

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : সংশোধনাগারে সপ্তাহে একদিন আসেন মেডিকেল অফিসার। তাও নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। চিকিৎসক অনুপস্থিত থাকলে বন্দির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করেন ফামাসিস্ট। শিলিগুড়ি স্পেশাল কারেকশনাল হোমের এই বেহাল চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা আদালতে জানার পরই রাজ্যের সমস্ত সংশোধনাগারের বন্দিদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় আমূল সংস্কারের কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমার সংশোধনাগারে সপ্তাহে অন্তত দু’দিন চিকিৎসকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট রোস্টার তৈরি, প্রত্যেক বন্দির পৃথক ‘হেলথ রেকর্ড’ এবং বন্দিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত নথি বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণ, নির্দিষ্ট চিকিৎসক অনুপস্থিত থাকলে বিকল্প চিকিৎসকের ব্যবস্থা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ কার্যকর করে ৬০ দিনের মধ্যে রোস্টার ও চিকিৎসকদের তালিকা সহ ‘অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট’ সার্কিট বেঞ্চের রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দিতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিবকে নির্দেশ কার্যকরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মামলার সূত্রপাত ২০২৫ সালের ৩০ জুন শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার একটি মাদক মামলা থেকে। ৩৬ বোতলে মোট ৩৬০০ মিলিলিটার কাফ সিরাপ উদ্ধারের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এনডিপিএস আইনে অভিযুক্ত ওই বন্দি বর্তমানে শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে রয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৪৮৩ ধারায় হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান তিনি। আবেদনকারীর আইনজীবী আদালতে জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তি এইচআইভি আক্রান্ত এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এআরটি সেন্টারে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

এই মামলার শুনানিতে আদালত বন্দির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করলে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। নির্দেশ মেনে শুক্রবার আদালতে হাজির হন শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারের সুপার। তিনি জানান, সংশোধনাগারে





ছবি : এআই

সপ্তাহে মাত্র একদিন যে মেডিকেল অফিসার আসেন, তিনি অনুপস্থিত থাকায় এক ফামাসিস্ট ওই বন্দির স্বাস্থ্য রিপোর্ট তৈরি করে পাঠিয়েছেন। শুধু তাই নয়, চিকিৎসক আসার কোনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বা সময়সূচিও নেই। এই বক্তব্য শুনে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। পর্যবেক্ষণে আদালত জানায়, সংশোধনাগারে বন্দি থাকা মানুষদের স্বাস্থ্য, এমন অনিয়মিত পরীক্ষা কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্রে ‘অযোগ্য’ কর্মীদের তৈরি রিপোর্টের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। *এরপর দশের পাতায়*

সব রাজ্যে ৫০ শতাংশ আসন বৃদ্ধি, সায় কেন্দ্রের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : অঙ্ক সত্যিই বড় কঠিন। যদি তা কৌশলের সমীকরণের হয়, তাহলে তো কথাই নেই। গত কয়েক মাস টালবাহানার পর বিরোধীদের একটা বড় অংশের সমর্থনের আভাস পেয়ে ডিলিমিটেশন বিল পাশ করাতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। লোকসভায় রাজ্যগুলির আসন সংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা।

এই সিদ্ধান্তের পর বিল পাশে আত্মবিশ্বাসী নরেন্দ্র মোদির সরকার। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে নয়াদিল্লির সেবাতীর্থে মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২০৫১

ডিলিমিটেশন বিল চর্চায়

পর্যন্ত লোকসভায় রাজ্যগুলির আসন বণ্টনের বর্তমান আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বজায় থাকবে। ৩০ নভেম্বর থেকে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বিলটি পেশ করতে পারে কেন্দ্র।

বর্তমানে লোকসভার নিবাচিত আসন সংখ্যা ৫৪৩। নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে ওই সংখ্যা বেড়ে ৮৫০ হতে পারে। মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হলে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের পথও প্রশস্ত হবে। ২০২৩ সালে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হলেও জনগণনা ও আসন পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে তার বাস্তবায়ন জুড়ে থাকায় ২০২৯ সালের আগে সেই সংরক্ষণ কার্যকর হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু দক্ষিণের রাজ্যগুলির লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব কমে যাওয়ার উদ্বেগ সামাল দিতে রাজ্যগুলির বর্তমান আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ২০৫১ সাল পর্যন্ত বজায় রাখার প্রস্তাব রাখা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিটি রাজ্যের আসন সংখ্যা ৫০ শতাংশ বাড়লেও সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের অনুপাত অপরিবর্তিত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন আগেই জানিয়েছিলেন, *এরপর দশের পাতায়*

ফিরে-জহরতে মোড়া



বোল্লা মন্দিরে পুজোর প্রথম দিন মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

৫০ কেজি গয়নায় সাজ বোল্লাকালীর

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

বোল্লা, ২৭ নভেম্বর : হিরে, মুক্তো, সোনা ও রুপোর অলংকারে রাজকীয় সাজে সেজে উঠলেন বোল্লার রক্ষাকালী। ঐতিহ্যবাহী বোল্লাকালীর পুজোয় এ বছর দেবীর সাজে যেন সোনার ঝলক। মন্দির ট্রাস্ট সূত্রে খবর, প্রায় ৫০ কেজি গয়নায় সাজানো হয়েছে দেবীকে, যার মধ্যে প্রায় ২০ কেজি সোনা এবং ৩০ কেজি রুপোর অলংকার রয়েছে। শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে শুরু হয় দেবীর গয়না পরানোর কাজ। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে চলে সেই পর্ব।

মন্দির ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক অর্ঘ্য সরকার জানান, সোনার গলার হার, চুড়ি, ঝুমকো, মাথার টিকলি, কানের দুল, কানের টিপ, কপালের টিপ, মুক্তার সীতাহার সহ নানা অলংকারে সাজানো হয়েছে দেবীকে। হিরের গয়নার মধ্যে ছিল আংটি, চুড়ি, টিকলি ও কপালের টিপ। পাশাপাশি রুপোর ছয় ফুট লম্বা মুক্তামালা ও কোমরবিছা বিশেষ নজর কেড়েছে।

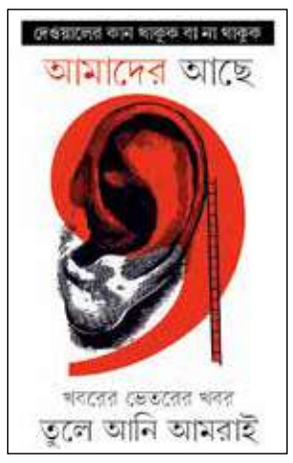
ভোরের আলো ফোটার আগেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের সমাগম শুরু হয়েছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ভিড়ও। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রথম দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিড় কিছুটা কম বলেই মনে করছেন অনেকে। এমনকি দুপুরে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির বিশেষ আকর্ষণ থাকলেও প্রত্যাশামতো জনসমাগম হয়নি বলে মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ।

বোল্লাকালীর পুজোয় এবার অন্যতম আকর্ষণ ছিল হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি। অপেক্ষা ছিল



এবারের আকর্ষণ পুষ্পবৃষ্টি।

দীর্ঘক্ষণ। হাতে মোবাইল, চোখ আকাশের দিকে। কারও বাড়ির ছাদে ঠাঁই নেই, কেউ আবার উঁচু বহুতলের ছাদে দাঁড়িয়ে। মেলা প্রাঙ্গণে থাকা ভক্তরাও আকাশের দিকে তাকিয়ে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। উদ্দেশ্য, হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির ঐতিহাসিক মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করা। *এরপর দশের পাতায়*



স্কুলে শিবির, বাড়িতে সিভিক

ভোটারের নথি যাচাইয়ে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : সাতসকালে হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ছে পুলিশ। সঙ্গে সিভিক ভলান্টিয়ার। হাতে নির্দিষ্ট ফর্ম। চাওয়া হচ্ছে জন্মের শংসাপত্র, স্কুলের কাগজ, জমির দলিল আর ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম ছিল কি না, তার হিসাব! কোথাও আবার পাড়ার স্কুলে শিবির বসিয়ে পুলিশ তলব করছে নাম বাদ পড়া ভোটারদের।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) ঘিরে বাংলায় এমনিতেই চাপানউতোরের অন্ত নেই। তার মধ্যে গত মঙ্গলবার থেকে জলপাইগুড়ি, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের অন্তত এক ডজন জেলায় পুলিশের এই আচমকা ‘নথি-অভিযান’ নতুন করে আতঙ্ক ও রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড় তুলেছে। সবচেয়ে বড় ধোঁয়াশা, এই অভিযানের আসল নির্দেশটা দিল কে?

অবাক করা কাণ্ড হল, গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ মহলে চরম পরস্পরবিরোধী সুর। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের তরফে পুলিশকে নথি যাচাইয়ের কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এমনকি এমন পুলিশের অভিযানের কথা তাঁদের জানা নেই। রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তর জবাব আরও রহস্যময়।

তাঁর কথায়, পুলিশ বহু নির্দেশই জারি করে, যা প্রকাশ্যে বলা যায় না। তবে কোনও ফর্ম পূরণের বিষয় তাঁর জানা নেই। অথচ জলপাইগুড়ি



ছবি : এআই

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস এমপি স্বীকার করেছেন, নথি যাচাই শুরু হয়েছে। মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং একধাপ এগিয়ে দাবি করছেন, ডিজি-র নির্দেশে স্রেফ জন্ম তারিখ সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর সঙ্গে এসআইআর-এর যোগ নেই।

কিন্তু রাজ্যের ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) অজয় রানাডের একটি নির্দেশিকা সামনে এসেছে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি)। ২৩ নভেম্বর সব জেলার পুলিশ সুপারদের পাঠানো ওই নির্দেশে পুলিশকে একটি স্বাধীন গবেষক গোষ্ঠী গঠন করে ট্রাইবিউনালে আবেদনকারীদের তথ্য খতিয়ে দেখে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। পুলিশ কীভাবে ওই কাজ করবে, তা বোঝাতে ওই নির্দেশিকায় একটি ভিডিও কনফারেন্সের উল্লেখ করা আছে। *এরপর দশের পাতায়*

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে মালদা রেলের করণিক উমাশংকর পান্ডেকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। ওই কর্মীর কোয়ার্টার সিল করে দেওয়া হয়েছে। এমএসিপি পাইয়ে দেওয়ার নামে রেলে ঘুষচক্র সক্রিয় থাকার অভিযোগ উঠেছে।

ঘুষ নিতে গিয়ে সিবিআইয়ের জালে রেলকর্মী

অরিন্দম বাগ ও হরষিত সিংহ

মালদা, ২৭ নভেম্বর : ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন মালদা রেলওয়ে ডিভিশনের করণিক অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট উমাশংকর পান্ডে। বৃহস্পতিবার প্রায় ৬ ঘণ্টা জেরার পর রাত ১১টা নাগাদ ওই করণিককে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। সিল করে দেওয়া হয় ওই করণিকের কোয়ার্টারও। শুক্রবার করণিককে ১৪ দিনের হেপাজতে নিতে চেয়ে শিলিগুড়ি সিবিআই আদালতে পেশ করা হয়েছে। সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত। তবে ঘটনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করছেন না রেলের পদস্থ কর্তারা। তবে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চাইছেন রেলকর্মীদের একাংশ।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা নাগাদ ডিআরএম ভবনে পৌঁছায় সিবিআইয়ের একটি দল। শুরু হয় জেরা। সিবিআইয়ের একটি দল ওই করণিকের কোয়ার্টারে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ওই করণিককে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় সিবিআই। একাধিক





করণিক অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্টকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে সিবিআই (বাঁদিকে)। সিল করা হয়েছে কোয়ার্টার।

নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করার পর রাত ১১টা নাগাদ সিল করে দেওয়া হয় ওই করণিকের কোয়ার্টার। সেখানে সিবিআইয়ের অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চের তরফে একটি নোটিশও লাগিয়ে দেওয়া হয়। ওই নোটিশে জানানো হয়েছে, তদন্ত, সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উমাশংকর পান্ডের কোয়ার্টার সিল করা হয়েছে। সিবিআইয়ের অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চের ইনস্পেকটরের সঙ্গে যোগাযোগ না করে কোনওভাবেই এই কোয়ার্টার খোলা যাবে না। প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত ডিআরএম ভবন থেকে একাধিক নথিপত্র সংগ্রহ করেন সিবিআই আধিকারিকরা। *এরপর দশের পাতায়*

LUXURY LIVING

লাক্সারি লিভিং

পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ ফার্নিচারের রিটেল চেইন

এখন রায়গঞ্জে

বেডরুম সেট শুরু হচ্ছে
মাত্র ₹৪৯,৯৯০ থেকে।

প্রতিটি কেনাকাটায় এখন নিশ্চিত উপহার

মাইক্রোভেন, টিভি, স্মার্ট ওয়াচ,
মিক্সার গ্রাইন্ডার ইত্যাদি

পুরো পশ্চিমবঙ্গে ডেলিভারি ফ্রি

২৪ মাসের সহজ EMI

0 ডাউনপেমেন্টের সুবিধা









৫ বছরের নিশ্চিন্ত গ্যারান্টি

সর্বোচ্চ ₹৫,০০০ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক।

সমগ্র ভারতে ফাইন্যান্সের সুবিধা

91477 14413 / 80175 99955

রায়গঞ্জ | বারুইপুর | পাটুলি | বেহালা | চিনারপার্ক | দুর্গাপুর | শ্রীরামপুর | কাঁচরাপাড়া | নিমতৌড়ি | শিবপুর | পুরুলিয়া



লোগো বিতর্ক

উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের ফলপ্রকাশের সাংবাদিক বৈঠকে ব্যানারে ভুল লোগো ব্যবহার করে বিতর্কে শিক্ষা সংসদ। লেখাতে হিন্দির প্রভাব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বাংলা নামের উল্লেখ ছিল না।



সংঘর্ষে জখম

শুক্রবার বর্ধমানের ভাতারে বাম-বিজেপির সংঘর্ষ। সিপিএমের পথসভাকে কেন্দ্র করে পুলিশের উপস্থিতিতেই দুপক্ষের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনায় দুই দলের মোট ২০ জন আহত হয়েছেন।



অভিযান

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আচমকা অভিযান ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক প্রণব মালিয়ের। ওয়ার্ড এবং রোগীদের জন্য তৈরি ভাত ও অন্যান্য খাবার নিজেই খেয়ে পরখ করেন তিনি।



ধর্ষণ

চাকদায় মধ্যরাতে বাড়িতে ঢুকে মত্যুয়া সমাজের এক নেতাকে মারধর করে তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণ এবং দুই নাবালিকা মেয়েকে নিগ্রহের অভিযোগ। সোনার গয়না ও নগদ টাকা লুটপাট করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।



ভক্তের কোলে রসরাজ। শুক্রবার নদিয়ায়।।

পুলিশের গুলিতে জখম আসানসোলের দুষ্কৃতী

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসানসোল, ২৭ নভেম্বর : ফের এনকাউন্টার হল রাজ্যে। এই নিয়ে ষষ্ঠবার। তবে এবার পুলিশের গুলিতে দুষ্কৃতী নিহত হয়নি। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। আগের পাঁচবারের মতো এবারের এনকাউন্টার নিয়েও পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে। দু'দিন ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর পর শুক্রবার সকালে আসানসোলের ইসমাইলের পাঁজা গলিতে পুলিশের জালে ধরা পড়ল কুখ্যাত দুষ্কৃতী প্রতাপ দাস ওরফে প্যাঁও। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের (এসওজি) সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে ডান পায়ে গুলি লেগেছে প্রতাপের। এক ঘণ্টার বেশি চলা এই অভিযানে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। বর্তমানে আসানসোল জেলা হাসপাতালের পুলিশ সেলে চিকিৎসাধীন প্রতাপ। অস্ত্রোপচারের পর তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুনের চেষ্টা, তোলাবাজি, ডাকাতি ও সাইবার প্রতারণা সহ ২০টি মামলার আসামি প্রতাপ সম্প্রতি জামিনে ছাড়া পেয়েছিল। একটি সাইবার প্রতারণা মামলায় বুধবার বিকেলে ইসমাইলে তার বাড়িতে হানা দিলে পুলিশকে লক্ষ্য করে দু-তিন রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালায় সে। এরপর বারবার ডেরা, সিম কার্ড ও বাইক বদলে নজর এড়ানোর চেষ্টা করছিল। শুক্রবার সকালে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ঘোরাঘুরির খবর পেয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে এসওজি। নির্মীয়মাণ বাড়ির জলাধারের পিছনে লুকিয়ে থাকা প্রতাপকে আত্মসমর্পণ করতে বললে সে ফের পুলিশের দিকে বন্দুক তাক করে। বিপদ বুঝে পালটা গুলি চালায় পুলিশ।

পালটা 'ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ

তবে গ্রেপ্তারির পরই নতুন বিতর্ক দানা বেঁধেছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রতাপ দাবি করে, 'মুসাব্বির আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমায় সুপারি দিয়েছিল লোককে মারতে। মারিনি, তাই...'। বার্নপুরের প্রাক্তন লোহা ব্যবসায়ী মুসাব্বিরের সঙ্গে তার পুরোনো গোলমাল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে প্রতাপের স্ত্রী নীতু দেবীর অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতেই পুলিশকে ফোন করে আদালতে আত্মসমর্পণের কথা জানিয়েছিল প্রতাপ। কিন্তু পুলিশ তা না মেনে সরকারের কাছে ভালো হতে 'এনকাউন্টার' করেছে।

> আগে পুলিশ টেবিলের নীচে লুকোত। এখন পুলিশ জবাব দিচ্ছে।
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

এদিন দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পুলিশকে গুলি করেছে, পুলিশ তার ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিশকে খোলা হাত দেওয়া আছে। এসব চলবে না।' পূর্বতন তৃণমূল জমানাকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, 'আগে পুলিশ টেবিলের নীচে লুকোত। এখন পুলিশ জবাব দিচ্ছে।' পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও পুলিশের এই অভিযানের প্রশংসা করেছেন। সুস্থ হলে প্রতাপকে আদালতে পেশ করা হবে।



ঘায়েল দুষ্কৃতীকে নিয়ে হাসপাতালের পথে পুলিশ। শুক্রবার আসানসোলে।

ব্রাত্য-ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তে কমিশন

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ওঠা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে এবার সরাসরি ময়দানে নামল রাজ্য সরকার গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশন। বাংলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান থাকাকালীন তহবিল তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল ব্রাত্যর বিরুদ্ধে। তার তদন্তে শুক্রবার বেলা ১২টায় নন্দন চত্বরে অ্যাকাডেমিতে পৌঁছোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সহ কমিশনের সদস্যরা।



অ্যাকাডেমিতে ১০ মিনিট ছিলেন তাঁরা। সেখানে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। সেখানকার কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন কমিশনের সদস্যরা। তারপর এক আধিকারিককে নিয়ে নন্দনের আরও একটি অফিসে যান তাঁরা। এরপর চারুকলা পর্ষদের অফিসেও যান তদন্তকারীরা। সেখানে যাবতীয় নথিপত্র খতিয়ে দেখেন কমিশনের সদস্যরা।

২০২২ সালে বাংলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান হন ব্রাত্য। ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ব্রাত্যর বিরুদ্ধে অ্যাকাডেমির তহবিল তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। বাংলা অ্যাকাডেমি ও চারুকলা ভবনে থাকা দুষ্প্রাপ্য ছবি বিগত সরকারের আমলে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন কমিশনের সদস্যরা। সেই সময় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন ইন্দ্রনীল। তাঁর বিরুদ্ধেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

বাড়ছে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন-সুবিধা

১২৫ দিনের কাজে লক্ষ্যপূরণে মরিয়া রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : ভিবি জি রাম জি প্রকল্পের আওতায় ১২৫ দিনের কাজে গতি আনতে এবার চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাসিক বেতন ও পারিশ্রমিক বাড়াল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে কাজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা নিয়ে কিছুটা অস্বস্তিতে রয়েছে সরকার। সেই অস্বস্তি কাটাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেছেন। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে কাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেন। এবার এই প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের আরও উৎসাহিত করতে তাঁদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি তাঁদের চাকরির নিরাপত্তা ও মর্যাদার স্বার্থে সরকার বেশ কিছু সুবিধার কথাও ঘোষণা করেছে। সরকার জানিয়েছে, চলতি মাস থেকেই বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। শুক্রবার নবান্ন সূত্রে খবর, এই প্রকল্পে কেন্দ্র ১৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই সব টাকা কাজে লাগাতে হবে রাজ্য সরকারকে। স্বভাবতই ১২৫ দিনের কাজে গতি আনতে না পারলে লক্ষ্যপূরণ করা সম্ভব হবে না বলে মনে করছে প্রশাসন।

এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক ও কাজের মেয়াদ অনুযায়ী বেতন ৬ থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমানে যেসব কর্মীর মাসিক পারিশ্রমিক ২৫ হাজার টাকা, তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা ১০ বছরের কম হলে মাসে অতিরিক্ত ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হবে। আর যাঁদের ১০ বছর বা তার বেশি কাজের অভিজ্ঞতা, তাঁদের পারিশ্রমিক বাড়বে মাসে অতিরিক্ত ৭ হাজার টাকা। সেইসঙ্গে যাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক ২৫ হাজার টাকা থেকে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে চাকরির মেয়াদ ১০ বছরের কম হলে অতিরিক্ত মাসে ৭ হাজার টাকা বাড়বে। একইসঙ্গে যাঁদের ১০ বছর তার বেশি চাকরির মেয়াদ, তাঁরা অতিরিক্ত মাসে ৮ হাজার টাকা বাড়তি পাবেন।

শুধু বেতন বৃদ্ধিই নয়, কর্মীদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে সরকার। ২০২৭ সালের ১ জুলাই থেকে প্রতি বছর তাঁদের পারিশ্রমিক ৩ শতাংশ হারে বাড়বে। সেইসঙ্গে যেসব কর্মী অন্তত ১০ বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁরা ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পাবেন। এজন্য প্রতি বছর চুক্তি নবীকরণের সময় সরকারের নির্ধারিত সব শর্ত তাঁদের পূরণ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কর্মীরা বছরে ৩০ দিন ছুটি এবং ১০ দিন চিকিৎসা সংক্রান্ত ছুটি পাবেন। মহিলা কর্মীরা ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৪২ দিন ছুটির সংস্থান রাখা হয়েছে। যদিও ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা এই সুবিধা পেলেও চুক্তিভিত্তিক সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা এইসব সুবিধার আওতার বাইরে থাকবেন।

পাশের হারে পিছিয়ে কলা বিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : পাশের হারে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের পড়ুয়াদের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে কলা বিভাগের পড়ুয়ারা। পাশাপাশি তালিকায় নীচের দিকে নেমে গিয়েছে উত্তরের জেলাগুলি। শুক্রবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বিদ্যাসাগর ভবনে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের ফল ঘোষণা হওয়ার পরেই উঠে এল এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। গত বছরের তুলনায় ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষে পাশের হারও কমেছে ১.১ শতাংশ। এবছর পাশের হার ৯২.৬২ শতাংশ। তবে কলা বিভাগের ক্ষেত্রে এই হার আরও কম। ৯১ শতাংশ। যা গড় হারের চেয়ে কম। বিজ্ঞান বিভাগে পাশ করেছে ৯৮ শতাংশ পড়ুয়া। বাণিজ্য বিভাগের ক্ষেত্রে তা ৯৮.১১ শতাংশ। সেখানে কলা বিভাগের ফলাফলে উদ্বিগ্ন সংসদ কর্তারাও। জেলাস্তরে পাশের হারে পিছিয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি। এখানকার জেলাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ পাশের হার দক্ষিণ দিনাজপুরে (৯৩.০১ শতাংশ)। রাজ্য তালিকায় এই জেলা দশম স্থানে রয়েছে।

২১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা হয়েছিল। সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষার পর চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। চলতি শিক্ষাবর্ষে ৭ লক্ষ ৫ হাজার ৩২১ জন পড়ুয়ার মধ্যে মোট ৬ লক্ষ ৫১ হাজার ১২৯ জন পড়ুয়া তৃতীয় সিমেস্টারে উত্তীর্ণ হয়েছে। জেলাস্তরে পাশের হারের বিচারে সবচেয়ে এগিয়ে নদিয়া (৯৫.৫৮ শতাংশ)। তারপরেই পূর্ব মেদিনীপুর (৯৫.০৯ শতাংশ)। অষ্টম স্থানে কলকাতা (৯৩.৪৫ শতাংশ)। উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি (৯০ শতাংশ), মালদা (৮৮.৭২ শতাংশ), আলিপুরদুয়ার (৮৮.৬৮ শতাংশ) ও উত্তর দিনাজপুর (৮৫.৮৫ শতাংশ) তালিকার একদম শেষে অবস্থান করছে। সংসদের এক শীর্ষকর্তার মতে, উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকা পাশের হারে প্রভাব ফেলেছে।

উচ্চমাধ্যমিকে পিছিয়ে উত্তরের জেলাগুলি

রাজ্যে যেসব স্কুলের ফল আশানুরূপ হয়নি তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অসিতকুমার মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, 'খারাপ ফলাফলের পিছনে কী কারণ আছে আমরা সেটা নিয়ে স্কুলগুলির সঙ্গে আলোচনা করব। আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব কেন এই ফলাফল হল।' কলা বিভাগের পাশের হার কম থাকার প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি, 'কলা বিভাগের ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের সংখ্যা অন্য দুটি বিভাগের তুলনায় অনেকটাই বেশি। সেকারণেই এটা হয়েছে বলে আমরা মনে করছি।'

ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব খারিজ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : প্রাইভেট স্কুলগুলির বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব খারিজ করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে বেসরকারি স্কুল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি ও শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কিছু প্রাইভেট স্কুল ৯ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ফি বৃদ্ধি করেছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। তবে দেশের অন্যান্য রাজ্যে প্রাইভিট স্কুলগুলির বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট আইন রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারও যাতে সেইরকম আইন আনতে বাধ্য না হয়, সে বিষয় স্কুলগুলির মালিকদের সতর্ক করা হয় এদিন। এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'প্রাইভেট স্কুলগুলি পরিবহন, খাবার, শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ও পরিষেবার নাম করে অতিরিক্ত বেতন নিচ্ছে। তবে আমরা বলব, যে স্কুলগুলি অতিরিক্ত বেতন নিয়েছে, তারা যেন পরবর্তী ভর্তি প্রক্রিয়ার সময় সেটা অ্যাডজাস্ট করে দেন।'

এদিন কলকাতার দুটি নামি বেসরকারি স্কুলের তরফে ৯ শতাংশ হারে ফি বৃদ্ধির আবেদন জানানো হলেও মুখ্যমন্ত্রী তাতে রাজি হননি। তবে তিনি মনে করছেন, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমলেও প্রাইভেট স্কুলগুলির ইচ্ছামতো ফি বৃদ্ধি এবং ভর্তির সময় অতিরিক্ত ডোনেশন নেওয়ার অভিযোগ নিয়ে অভিভাবকদের বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সে সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্কুলগুলিকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন,

প্রাইভেট স্কুল



তারা ইচ্ছামতো ফি বা ডোনেশন নিতে পারবে না। যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

এদিন স্কুল ও অভিভাবকদের সুবিধার জন্য শিক্ষা দপ্তরের তরফে দুটি পোর্টাল চালু করার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। দুটি আলাদা আলাদা পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যার কথা রাজ্য সরকারের সামনে তুলে ধরতে পারবেন তারা। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবকদের পরিচয় পোর্টালে গোপন রাখা হবে বলে জানান শুভেন্দু।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে পুরোনো একটি মামলা প্রত্যাহার করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে হাওড়ার সাঁকরাইল থানায় একটি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২৫ সালে বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন ওই এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। ওই সময় বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের থেকে অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচও পেয়েছিলেন। তবে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। শুক্রবার বিচারপতি চৈতালী দাসের এজলাসে এই মামলার শুনানির সময় রাজ্য সরকার জানায়, ওই মামলা প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

ফের জেলে মিলন

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে হলদিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন নন্দীগ্রামের পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। নন্দীগ্রাম ও খেজুরির মোট ৬টি মামলায় নতুন করে তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ায়নি হাইকোর্ট। উপরন্তু নিম্ন আদালতে তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার সেই নির্দেশ মেনে দুপুর ২টো নাগাদ আদালত কক্ষে আত্মসমর্পণ করেন মিলন। তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ করেন মিলন। তিনি বলেন, 'আইনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রেখে এখানে এসেছি। আদালতের ওপর আস্থা রাখছি সঠিক বিচার করবে।'

পশ্চিমাঞ্চলের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : দুর্গাপুরে জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করতে গিয়ে স্বাস্থ্য ও পানীয় জল নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই ব্যাপারে বিগত সরকারকে দুষে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'জলজীবন মিশনের টাকা লুট হয়েছে। মমতা সরকারের আমলে কলকাতার পিজি, এনআরএসের মতো হাসপাতালের ওপর চাপ কমাতে জেলায় জেলায় সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ,

দুর্গাপুরে ক্যানসার হাসপাতালের শিলান্যাস

হাসপাতালের নামে বাড়ি তৈর হলেও চিকিৎসা পরিকাঠামো কিছুই ছিল না। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে জেলার সেই অব্যবস্থার ছবি উঠে এসেছে। বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আসানসোল ও দুর্গাপুরের মধ্যবর্তী কোনও জায়গায় ক্যানসার হাসপাতাল সহ রাজ্যে আরও চারটি মেডিকেল কলেজ করবে সরকার। শুক্রবার অভালে সেই ক্যানসার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,'রাজ্যে সাড়ে ৮ কোটি মানুষকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে সাড়ে ৬ কোটি আয়ুষ্মান ভারতের আওতায়। বাকিদের জন্য রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হেলথ স্কিম। দুর্গাপুর-আসানসোলের মধ্যে জমি চিহ্নিত করার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার।' দুর্গাপুর-আসানসোলের কয়লাখনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসিএলকে তাদের হাসপাতালটি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবও দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কালনায় ইসিএলের যে ইএসআই হাসপাতাল রয়েছে তা রাজ্যকে দিয়ে দিলে মার্চের মধ্যে পরিকাঠামো গড়ে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল তৈরি করে দেবে রাজ্য।'

হাসপাতালের পাশাপাশি রাজ্যে ৪৬৭টি প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্র গড়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পানীয় জলের ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে প্রকল্পের ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করবে রাজ্য সরকার। আগামী ৩ জানুয়ারি ফের দুর্গাপুরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। স্থানীয় তরুণদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জেলার ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রের সেল, ইসকো সহ রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।



শুক্রবার দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

১ ডিসেম্বর শুরু ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : অনির্দিষ্টকালের স্থগিতাদেশ কাটিয়ে অবশেষে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা স্পেশাল সামারি রিভিশন (এসএসআর)-এর নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হবে এবং তা চলবে আগামী বছরের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী গত ২৩ নভেম্বর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা থাকলেও আচমকাই তা স্থগিত করে দিয়েছিল কমিশন।

কমিশনের প্রকাশিত পরিবর্তিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলা, নাম বাদ দেওয়া এবং তথ্য সংশোধনের প্রক্রিয়া ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে একটানা চলবে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। এর পাশাপাশি, আগামী ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত ভোটকেন্দ্রের পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাবতীয় প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষে আগামী ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা এবং সমস্ত দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। এছাড়া সাধারণ ভোটারদের সচেতন করতে ও আবেদন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করতে ১৯, ২০, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসের ২, ৩, ৯ ও ১০ তারিখে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) নিয়ে বিশেষ প্রচার অভিযান চালাবে কমিশন।

গত ২৩ নভেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ ও সংশোধনের কাজ শুরুর ঠিক আগেই সিইও দপ্তরের তরফে আচমকা বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুরো প্রক্রিয়াটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া সংক্রান্ত মামলায় সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ট্রাইবিউনালের সংখ্যা বাড়িয়ে বিচারাধীন আবেদনগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন।

এইডস নিয়ন্ত্রণে দেশের প্রথম চারে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : এইচআইভি সংক্রমণ রুখতে সচেতনতা, দ্রুত পরীক্ষা ও নিয়মিত চিকিৎসার পাশাপাশি আক্রান্তদের পরিষেবার আওতায় আনাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। সেই কাজে বড় সাফল্য পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এইডস নিয়ন্ত্রণে সফল চারটি রাজ্যের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে বাংলা। এরাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে এগিয়ে দার্জিলিং। শুক্রবার বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যভবনে আয়োজিত 'এইডস স্টার্ট উইথ অ্যাকসেস' শীর্ষক সেমিনারে এই তথ্য জানান স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব শরদকুমার দ্বিবেদী, স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোরেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এইডস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সোসাইটির ডিরেক্টর ইয়ানেস ইসমাইল প্রমুখ।

ইয়ানেস বলেন, 'উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাই এইডস নিয়ন্ত্রণে ৯৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। সামান্য পিছিয়ে আলিপুরদুয়ার। দ্রুত সেই ঘাটতি মিটবে।' তবে কলকাতা ও আলিপুরদুয়ার এখনও 'সুরক্ষিত জেলা'র স্বীকৃতি পায়নি। কেন পিছিয়ে এই দুই জেলা? স্বপন সোরেনের ব্যাখ্যা, 'কলকাতা অত্যন্ত জনবহুল। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসায় তাঁদের খুঁজে চিকিৎসার আওতায় আনা কঠিন। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার প্রত্যন্ত ও সীমান্তবর্তী জেলা।' তাঁর দাবি, 'পশ্চিমবঙ্গের মডেল সারা দেশে গ্রহণ করা হয়েছে।'

উত্তরের জেলাগুলির সাফল্যের পিছনে স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। দার্জিলিংয়ের উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, 'শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং জিটিএ-র সমন্বয়ে কাজ করায় দার্জিলিংয়ে ভালো ফল মিলেছে।' তবে পাহাড়ের দুর্গম এলাকা, নেপাল সীমান্তে যাতায়াত, ধস এবং রোগীদের একসঙ্গে বেশি ওষুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে অপব্যবহারের আশঙ্কা বড় চ্যালেঞ্জ।

জলপাইগুড়ির উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নারায়ণ চন্দ্র দাসের কথায়, 'পাহাড়, সমতল, ডুয়ার্স ও সীমান্তবর্তী এলাকার ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি শিলিগুড়ির বিস্তীর্ণ অংশ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত। ফলে অনেক রোগী শিলিগুড়িতে চলে যান। তাঁদের খুঁজে বের করে এআরটি চিকিৎসার আওতায় আনা কঠিন।'

স্বাস্থ্যসচিব শরদকুমার দ্বিবেদী বলেন, 'গত কয়েক বছরে টেলিমেডিসিন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ পরিষেবার আওতায় আসতে পারছেন।' পাশাপাশি সিফিলিস, এইচআইভি ও হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণ রুখতে 'ট্রিপল এলিমিনেশন' কর্মসূচিতেও জোর দেওয়া হচ্ছে। গর্ভবতী মায়েদের পরীক্ষা করে সংক্রমণ ধরা পড়লে দ্রুত চিকিৎসা শুরু হচ্ছে। এদিন 'সুরক্ষিত জেলা' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া রাজ্যের ২১টি জেলাকে সম্মানিত করা হয়।

মুছবে মার্কস-লেনিন

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : লেনিন সরণি

জাতীয় স্তরে প্রথম দিতিপ্রিয়া

রায়গঞ্জ, ২৭ নভেম্বর : ২৪তম অখিল ভারতীয় বিজ্ঞানমেলার জাতীয় স্তরে চ্যাম্পিয়ন হল রায়গঞ্জের দিতিপ্রিয়া লেট। ২৭ থেকে ২৯ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে আয়োজিত জাতীয় স্তরে প্রথম দিনই সাফল্য আসে রায়গঞ্জের সারদা



বিদ্যামন্দিরের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর। পদার্থবিদ্যার 'প্লবতা' সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর উপস্থাপনা করে এই সাফল্য দিতিপ্রিয়ার। তার বাবা বিশ্বপ্রিয় লেট বলেন, 'প্রথম স্থান অধিকার করাটা বড় বিষয় নয়। এতদূর পর্যন্ত আসার সুযোগ পেয়েছে, সেটাই বড় বিষয় বলে মনে করি।'

এদিন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ রাজবলী পাল বলেন, 'জাতীয় স্তরে সুযোগ পেয়ে এই স্থান সত্যিই গর্বের।'

বাঘিনীর জন্য কুনকি ব্যূহ

অভিজিৎ ঘোষ ও নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

আলিপুরদুয়ার ও কুমারগ্রাম, ২৭ নভেম্বর : পুরোনো রুটেই কি তবে ফের অসম পাড়ি? বক্সার বাঘিনীর (বিটিআরটিএফ-১) মর্জি ঘিরে এখন সেই আশঙ্কাই তাড়া করে বেড়াচ্ছে বনকর্তাদের। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত হাতিপোঁতা থেকে পূর্ব দিকে ময়নাবাড়ির জঙ্গলে থাকলেও, সন্ধ্যা নামতেই পূর্ব দিকে হাঁটা দেয় সে। রাতের অন্ধকারে রায়ডাক নদী পেরিয়ে নতুন ডেরা বাঁধে কুমারগ্রাম রেঞ্জের নিউল্যান্ডস বিটের জঙ্গলে। ঘটনায় বনকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ে। খবর মিলতেই রাতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কুনকি হাতি নিয়ে সেখানে ব্যারিকেড গড়ে বন দপ্তর। কিন্তু শুক্রবার সকালে বাঘিনী আরও পূর্ব দিকে এগোতেই কৌশল বদলাতে বাধ্য হন কর্তারা। অসম-বাংলা সীমানার সংকোশ নদীর পাড়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কুনকি হাতি ও টহলদারি।

দ্বিতীয়বার বাঘিনীর অসম যাত্রা ঠেকাতে মরিয়া বন দপ্তর। কুমারগ্রাম, ভক্কা, নর্থ ও সাউথ রায়ডাক এবং হাতিপোঁতা রেঞ্জের কর্মীরা পালা করে ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ও স্যাটেলাইট লোকেশনের মাধ্যমে



দিনরাত নজর রাখছেন। বাঘিনীর গতিবিধি বুঝে কৌশলে বারবার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হচ্ছে। তবে বন্যপ্রাণীকে জোর করে সীমানা বা প্রাচীরে আটকে রাখা যে মুশকিল, তাও মানছেন বনকর্তারা। এদিন বক্সার এক আধিকারিক বলেন, 'বাঘিনী এখনও বক্সার জঙ্গলেই রয়েছে। তার উপর নজরদারি চলছে। লোকেশনও দেখা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, বাঘিনী নিউল্যান্ডস বিটে ঢুকে পড়ায় শুক্রবার সকালেই তড়িঘড়ি সংলগ্ন বনবস্তি, শ্রমিক মহল্লা এবং নিউল্যান্ডস, কুমারগ্রাম ও সংকোশ চা বাগান কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছে বন দপ্তর। সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি থেকে সাবধানে বেরোনো এবং শৌচকর্মের জন্য জঙ্গলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বাসিন্দাদের। নিউল্যান্ডস চা বাগানের বড়বাবু রাজেশ শা'র বক্তব্য, 'বাঘিনী এপারে আসায় উদ্বেগ বেড়েছে। এই জঙ্গল ঘেঁষে বাগানের মোট ৯টি সেকশনজুড়ে প্রায় ১৩৫ হেক্টর জমিতে শ্রমিকরা কাজ করছেন। ৩-৪ কিমি দূরে বাঘিনীর অবস্থানের কথা মাথায় রেখেই সচেতনভাবে কাজ চলছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বনকর্তারা আশ্বাস দিয়েছেন।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

A.E. P.W.D. Malda Sub-Division-I invites Tender, vide e-NIQ No.- 08 of 2026-2027 (2nd Call) for Consultancy Services for Carrying Out Detailed Engineering Surveys, Investigations, Testing and Preparation of Detailed Project Report (DPR) for Improvement of Old NH-34 from Ch. 321.400Km to Ch. 323.600 Km and from Ch. 329.730 Km to Ch. 330.460 Km under Malda Division, PWD. Tender ID : 2026_WBPWD_5090121_1. Bid Submission Starting Date & Time– 01/12/2026 upto11:00 A.M. Last date and time for Submission ofTender is – 09/12/2026 upto 11:00 A.M. Other details may be seen Website: https://tenders.wb.gov.in & from this office Notice Board. Sd/- Bibhor Majumder Assistant Engineer, P.W.D. Malda Sub-Division-I, Malda.

ICA-T20342(1)/2026

NOTICE INVITING E-TENDER
NIeT No.1085/K, 1086/K Dt.23/11/2026

Sealed tender(s) are hereby invited from the bonafide contractors for i) Supply of Dietary & Miscellaneous Articles, ii) Supply of Security Guard & Sweeping Personnel services at Korok Children Home for Boys, Jalpaiguri. Last date of bid submission is 10/12/2026 at 15.00 hrs. For more details contact with the office of the undersigned or see the website:https://tenders.wb.gov.in

Sd/-
Superintendent
Korok Children Home for Boys

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Malda Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate, invites online for the work of - Kagmari-Bangitola-Panchanandapur Road from 2.00 km to 4.00 km (In stretches) Patch Surfacing work, under Malda Highway Division, in the District of Malda during the year 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5089925_1, e-NIT No. 07 of 2026-27 of EE, MHD. Bid submission start date (online): 26.11.2026 upto 6.55 P.M. Bid submission closing date (online): 04.12.2026 up to 2.00 P.M. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.wb.gov.in / www.pwdwb.in Sd/- AE, MHSD, PWRD.

ICA-T20347(1)/2026

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference NIT No- **DHUPGURI/EO/NIT-002/2026-27, SI No 01 TO SI 16** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours. Also available in **https://tenderwb.gov.in**

Block Development Officer
&
Executive Officer
Dhupguri Panchayat Samati

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. WBMSCL/NIT-930/2026, Dated - 25/11/2026

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Internal horticulture & allied work with annual maintenance at Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital, District- Coochbehar, under the Jurisdiction of WBMSCL in the financial year 2026-2027." Last date of submission of bid (online)-14.12.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.tenders.wb.gov.in on or after 30.11.2026 at 10.00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal

ICA-T20311(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

E.E./T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of:- 1. Providing 18 nos. (Unskilled Un-armed) security guards at different establishment of PWD under TBCD PWD Mkg during 2024 2025 a) Premises of TBCD PWD 6 Nos, b) TBCSD-I PWD at Mkg - 4 Nos, c) TBCSD-II PWD at Hdb 4 NOS and d) PWD Stack Yard Mkg Cooch Behar under TBCSD-I4 Nos. 2nd call Tender Id- 2026_WBPWD_5090433_1. e-NIQ No.- 13 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD Bid Submission start date (online) 28.11.2026 from 10:30 hrs. Bid Submission closing date (online) 11.12.2026 upto 16:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E, P.W.D, TBCD. Mekhliganj,Coochbehar.

ICA-T20348(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

S.E, NBCC-II, P.W.Dte , Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of - Tender ID : 2026_WBPWD_5083591_1. Tender Ref No : WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-06/2026-27. **Sl. No. 1 Particular/ description :** SECTION - B FORM – IV (contd.) MINIMUM PLANT AND EQUIPMENT TO BE DEPLOYED BY THE CONTRACTOR. **As Notified IN PLACE OF :** 3) Concrete Mixers with Integral Weigh Batching Facility (Min NUMBER REQUIRED -5). 26) Mastic Cooker (Min NUMBER REQUIRED -5). TO BE READ AS 1st Corrigendum : 3) Concrete Mixers with Integral Weigh Batching Facility (Min NUMBER REQUIRED - 2). 26) Mastic Cooker (Min NUMBER REQUIRED -1). Bid submission closing date (online) : 08/11/2026 up to 01:00 P.M. Technical Bid opening date (online) : 10/11/2026 at 01:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.wb.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri.

ICA-T20343(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE DIRECTOR, Dte. of DDP&S
FOOD & SUPPLIES DEPTT., GOVT. OF WEST BENGAL
11A, MIRZA GHALIB STREET, KOLKATA-87.
RFP No. 1 OF 2026 of DDPS/F & S DEPTT
Tender ID No : 2026_DFS_5090852_1 to 25
E-TENDER NOTICE

E-Tender is hereby invited for supply of rice (raw and/parboiled) of fair average quality (FAQ) variety for public distribution system in 25 tender units [South 24 parganas & North 24 parganas split into 2 (two) parts each] and for raw rice two (2) units (Darjeeling & Kalimpong) & (Alipurduar & Jalpaiguri) of West Bengal From January 2027 to June, 2027. For details, please visit the website www.wbtenders.gov.in Tender details will be visible from 28.11.2026 at 6:55 P.M. Bid Closing date :- 18.12.2026 at 3:00 P.M. Date of Pre Bid meeting :- 04.12.2026 at 03:00 P.M. Sd/- The Director, Directorate Of DDP&S Food & Supplies Department Govt. of West Bengal. 11 A Mirza Ghalib Street, Kolkata -87.

ICA-T20352(4)/2026

নকশা, উন্নয়ন, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদনের কাজের কন্ট্রাক্ট প্রদান

টেন্ডার নোটিশ নং: টিআরএস-এমএলডিটি-১৫-২৬-২৭, তারিখ: ২১-১১-২০২৬ অবস্থান সহ কাজের নাম: "ডিএলএস/মালদা টাউনে অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্ট (এটিই) -এর জন্য সর্বোচ্চ ১২৮টি টেস্ট পয়েন্টযুক্ত প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (পিসিবি) -এর টেস্ট প্রোগ্রাম সেট (টিপিএস) এবং টেস্ট ফিক্সচারের নকশা, উন্নয়ন, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদন"-এর কন্ট্রাক্ট প্রদানের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এলওএ প্রাপ্তির (১২) মাসের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

কাজের আনুমানিক খরচ: ₹ ৩৬,১০,৮০০/-; বায়না মূল্য: ₹ ৭২,২০০/-; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় : ১৪-১২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিইই/টিআরএস/এমএলডিটি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE INVITING e-Bid

The Executive Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT :

1. eNIT No:- 06/KDI/2026-27, Memo No : 897/PS, Dated : 26.11.2026
2. eNIT No:- 07/KDI/2026-27, Memo No : 898/PS, Dated : 26.11.2026
3. eNIT No:- 08/KDI/2026-27, Memo No : 899/PS, Dated : 26.11.2026
4. eNIT No:- 09/KDI/2026-27, Memo No : 900/PS, Dated : 26.11.2026
5. eNIT No:- 10/KDI/2026-27, Memo No : 901/PS, Dated : 26.11.2026
6. eNIT No:- 11/KDI/2026-27, Memo No : 902/PS, Dated : 26.11.2026
7. eNIT No:- 12/KDI/2026-27, Memo No : 903/PS, Dated : 26.11.2026
8. eNIT No:- 13/KDI/2026-27, Memo No : 904/PS, Dated : 26.11.2026
9. eNIT No:- 14/KDI/2026-27, Memo No : 905/PS, Dated : 26.11.2026
10. eNIT No:- 15/KDI/2026-27, Memo No : 906/PS, Dated : 26.11.2026
11. eNIT No:- 16/KDI/2026-27, Memo No : 907/PS, Dated : 26.11.2026
12. eNIT No:- 17/KDI/2026-27, Memo No : 908/PS, Dated : 26.11.2026
13. eNIT No:- 18/KDI/2026-27, Memo No : 909/PS, Dated : 26.11.2026
14. eNIT No:- 19/KDI/2026-27, Memo No : 910/PS, Dated : 26.11.2026
15. eNIT No:- 20/KDI/2026-27, Memo No : 911/PS, Dated : 26.11.2026
16. eNIT No:- 21/KDI/2026-27, Memo No : 912/PS, Dated : 26.11.2026
17. eNIT No:- 22/KDI/2026-27, Memo No : 913/PS, Dated : 26.11.2026

Bid Proposal submission Start Date : 27/11/2026 at 05.00 PM
Bid Proposal for Submission Closing Date : 05/12/2026 at 05.00 PM
Bid Opening for Technical evaluation Date : 07/12/2026.

Sd/- Executive Officer
Karandighi, Uttar Dinajpur

ABRIDGED NOTICE
INVITING e-TENDER No-

i) 03/SECY/MZRMC/26-27 (SL NO-1 to 16), Dated-26/11/2026 Memo no-1489/MZRMC/2026, Dated-26/11/2026 and
ii) e-N.I.Q no.02/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 Memo no-1486/MZRMC/2026, Dated-26/11/2026
iii) e-N.I.Q no.03/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 Memo no-1487/MZRMC/2026, Dated-26/11/2026
iv) e-N.I.Q no.04/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 Memo no-1488/MZRMC/2026, Dated-26/11/2026
v) e-N.I.Q no.05/SECY/MZRMC/26-27(SL NO-1 to 5), Dated-26/11/2026 Memo no-1490/MZRMC/2026, Dated-26/11/2026

On behalf of Secretary MZRMC invites e-tender (on line). Tender ID for
I. e-N.I.T no- 02/SECY/MZRMC/26-27 (SL NO-1 to 16), Dated-26/11/2026 is 2026_WBSMB_5090283_1 to 16
II. e-N.I.Q no.02/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 is 2026_WBSMB_5090536_1
III. e-N.I.Q no.03/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 is 2026_WBSMB_5090555_1
IV. e-N.I.Q no.04/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 is 2026_WBSMB_5090565_1
V. e-N.I.Q no.05/SECY/MZRMC/26-27(SL NO-1 to 5), Dated-26/11/2026 is 2026_WBSMB_5090594_1 to 5

Details information download/upload will be available from website- **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Secretary, Malda Zilla RMC, Malda
Memo No: 923/DICO/MLD, dt. 27.11.2026

আরইউবির পথের পৃষ্ঠভাগের মেরামত

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৬০ অফ ২০২৬ তারিখ ২৫-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে "ই" টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি টাউনের মধ্যে ২/৩-২/৪ কিলোমিটারে স্থিত আরইউবি নং. ৮/এ র পথের পৃষ্ঠভাগের মেরামত। টেন্ডার রাশি: ৭০,৩২,০৬৯.২১/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৪০,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৪-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘন্টায়। ওপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ২৪-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/এনএফআর/সিপিআরও/মালদা/২০২৬, তারিখঃ ২৬.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা অফিসার), মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলবলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলস্টেশনে বিজ্ঞাপন বোর্ড (আরডিএন-নন-ডিজিটাল), এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, সেলুন এবং মেডিকেল স্টোরের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **(১) অকশন ক্যাটালগ নং. এমআইএসসি-এমএলডিটি-১১; অকশন শুরু ঃ** ১১.১২.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টায়। **মালদা ডিভিশনে এমআইএসসি-স্ট্যাটিক পরিষেবা; এসইকিউ নং.; লট নং. ও স্টেশন যথাক্রমে ঃ** এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসএলপিওডি-১৮-২৬-৩; স্লিপিং পডস; জামালপুর। **এবি/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-টিপিএইচ-এমইএসটিএন-১৩৩-২৬-১; মেডিকেল স্টোর; তিনপাহাড়। **এসি/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-টিপিএইচ-এসএস-১৩২-২৬-১; স্যালন পরিষেবা; তিনপাহাড়। **এসি/২;** এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসএস-৩৫-২৫-১; স্যালন পরিষেবা; জামালপুর। **(২) অকশন ক্যাটালগ নং. এডিভিটি-এমএলডিটি-১১; অকশন শুরু ঃ** ১১.১২.২০২৬ তারিখ ঃ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। **মালদা ডিভিশনে বিজ্ঞাপন বোর্ড (আরডিএন-নন-ডিজিটাল); এসইকিউ নং.ঃ** এএ/১; **লট নং. ঃ** এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-২৩১-২৬-১; **স্টেশনঃ** জামালপুর। **(৩) অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ** এসিডব্লিউএল-জেএমপি-১১; **অকশন শুরু ঃ** ১১.১২.২০২৬ তারিখ ঃ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে; **মালদা ডিভিশনে এসিডব্লিউএল; এসইকিউ নং.** এএ/১; **লট নং. ঃ** পিএনইউ-এমএলডিটি-জেএমপি-ডব্লিউআরএল-৪৪-২৬-১; **স্টেশনঃ** জামালপুর। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-261/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এম-ইউটিএস সহায়কদের নিয়োগ

নং.ঃ C/K-150/M-UTS SAHAYAK/KIR/26/1 তারিখঃ 25-11-2026

এম-ইউটিএস ডিভাইস ব্যবহার করে অসংরক্ষিত টিকিট প্রদানের জন্য এম-ইউটিএস সহায়ক হিসেবে নিয়োগ-এর জন্য আবেদন

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে, কাটিহার ডিভিশনের. সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণের** পক্ষ থেকে এম-ইউ টিএস ডিভাইস ব্যবহার করে অসংরক্ষিত টিকিট ইস্যু করার জন্য এম-ইউ টিএস সহায়কদের নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করছেন। স্টেশন এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে এম-ইউটিএস সহায়কদের সংখ্যা নিচে দেওয়া হলোঃ

স্টেশন	নিযুক্ত হতে যাওয়া এম-ইউটিএস সহায়কদের সংখ্যা
কাটিহার (কেআইআর)	০৫
নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি)	০৩
শিলিগুড়ি জং. (এসজিইউজে)	০২
কিষাণগঞ্জ (কেএনই)	০৩

বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞপ্তি ও আবেদনপত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে। **অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণ,** যারা এম-ইউটিএস ডিভাইস ব্যবহার করে অসংরক্ষিত টিকিট প্রদানের জন্য এম-ইউটিএস সহায়ক হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী, তাদের আবেদনের সমস্ত কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে এবং প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

(ক) সমস্ত প্রাসংগিক শর্ত ও নিয়মাবলী সহ আবেদনপত্রগুলি (বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে শুরু করে) **১৯.০১.২০২৭ তারিখের ১৩:০০** ঘন্টা পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে। আবেদনপত্র **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের** কার্যালয় থেকে যেকোনোও কর্মদিনে **(সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত) ১০:০০ ঘন্টা থেকে ১৭:০০ ঘন্টা পর্যন্ত** সংগ্রহ করা যেতে পারে। **আবেদনপত্রের মূল্য ১০০/-** টাকা (অফেরৎযোগ্য)। এই মূল্য কাটিহার এবং নিউ জলপাইগুড়িস্থিত বুকিং কার্যালয়ে জমা করতে হবে ও আবেদনপত্রের সাথে মূল টাকা জমার রসিদ সংলগ্ন করতে হবে।

(খ) আবেদন জমা/দাখিল করার জন্য আবেদন বাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চেম্বারে রাখা হবে।

(গ) আবেদনপত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in** থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। **আবেদনপত্রের মূল্য ১০০/-** টাকা (অফেরৎযোগ্য)। আবেদনকারী দ্বারা আবেদনপত্রের মূল্য **FA&CAO, N. F. Railway, Maligaon**-এর পক্ষে কাটিহার-এ প্রদেয় যেকোনো তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক দ্বারা জারিকৃত **ব্যাংক ড্রাফট/ডিমাণ্ড ড্রাফট** সংলগ্ন করতে হবে।

পূরণকৃত আবেদনপত্র এবং এর সাথে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলো একটি সিল করা খামে করে, খামের ওপর লিখতে হবে "..... **স্টেশনে এম-ইউটিএস সহায়ক হিসেবে নিযুক্তির জন্য আবেদন**"। এই সিল করা খামটি **১৯.০১.২০২৭** তারিখের **১৩.০০** ঘণ্টা বা তার আগে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহার অথবা এরিয়া ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ির** দপ্তরে রাখা বক্সে জমা দিতে হবে।

১	পূরণ করা আবেদনপত্র সমূহ এই কার্যালয়ে গ্রহণ করা হবে	০৪-১২-২০২৬ তারিখের ১০:৩০ ঘন্টা থেকে
২	আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৯-০১-২০২৭ তারিখের ১৩:০০ ঘন্টা পর্যন্ত
৩	আবেদনপত্র দাখিল করা স্থান	সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ডিআরএম বিল্ডিং, এন.এফ. রেলওয়ে, কাটিহার, বিহার-৮৫৪১০৫ এবং এরিয়া ম্যানেজারের কার্যালয়, এন. এফ. রেলওয়ে, নিউ জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৭।
৪	আবেদনপত্র খোলার তারিখ	২০-০১-২০২৭ তারিখের ১০:৩০ ঘন্টায়

টোকাঃ ০৪-১২-২০২৬ তারিখ থেকে উপরের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিক্রয়

2 BHK Flat, বিক্রি। ভোলা চৌহান রোড, হায়দারপাড়া, শিলিগুড়ি। ফোন : 9547814732. (C/124745)

জ্যোতিষ

বশীকরণ সম্পত্তি গুপ্তশত্রু বিচ্ছেদ মাঙ্গলিক মারণদোষ সন্তানসমস্যা কাটাতে জ্যোতিষী বাবুদাকে ফোন করুন। আজ শিলিগুড়িতে : 8585015970. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jyotsna Khatun, W/O Nur Alam, সাং-আটপুকুরী, পো :- আটপুকুরী-নয়ারহাট, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার। আমার ছেলের (Shahin Hossain) জন্ম প্রমাণপত্রে রুইডাঙ্গা G.P. এর birth রেজিস্টারে vide no-217(2) dt. 02/01/2013, আমার নাম ভুলবশত Mampi Bibi উল্লেখ রয়েছে, 25/11/2026 তারিখে মাথাভাঙ্গা 1st Class A.C.J.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jyotsna Khatun ও Mampi Bibi একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/124530)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Online Tender - DHFWS/CW-24(3rd Call) of 2025-26, DHFWS/CW-03(2nd Call) and DHFWS/CW-06 of 2026-27 are hereby invited for Repairing of Walk In Cooler, Procurement of Dental Equipment & Materials and Repairing of AAM" under the Dept. of H&FW, Jalpaiguri. For details visit at the office of the undersigned and www.tenders.wb.gov.in Sd/- CMOH, Jalpaiguri

ICA-T20312(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-QUOTATION NOTICE

Publication of e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 30e/Q of 2026-27. Tender Id No.: 2026_WBPWD_5090143_1. Name of work : Renovation of District Library (2nd Floor), Jalpaiguri ------SITC of Air Conditioning system with allied Electrical Installation works. The last date for submission of tender on 16-Dec-2026 12:00 P.M. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb. EE/JED/JALPAIGURI.

ICA-T20345(3)/2026

ওএইচই এবং পিএসআই মডিফিকেশন কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৪-২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ২৫-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ সর্বশেষ বিশেষ পরিবর্তন নির্দেশাবলী সহ আরএপি এবং নন-আরএপি আইটেমের কাজ সংক্রান্ত ওএইচই এবং পিএসআই পরিবর্তন। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ৩,১০,৯৫,০৯৯.৯২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৬,২১,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ ও সময় ১৭-১২-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রডিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং : ইএল-টিআরডি-২×২৫-ওএইচই-০১; তারিখ: ২৪-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম: বিদ্যমান ১×২৫ কেভি এসি ট্রাকশন সিস্টেম -এর আধুনিকীকরণ এবং মিশন ৩০০০ এমটি লোডিং টার্গেট সংক্রান্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে -এর কাটিহার ডিভিশনের মালদা টাউন (ব্যতীত) - কুমেদপুর - মুকুরিয়া (সহ) (মালদা টাউন-কুমেদপুর-মুকুরিয়া) সেকশনে (৮৪ আরকেএম/১৬৮ টিকেএম) ওএইচই মডিফিকেশন এবং ফিডার, এরিয়াল আর্থ কন্ডাক্টর (এইসি) ও বারিড আর্থ কন্ডাক্টর (বিইসি)-এর সংস্থান, নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদন। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৮৩,৮১,০৯,৮৫১.২৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৬৭,৬২,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৮-১২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পওয়া যাবে।

পিসিহই, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৬০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৬১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB631990 0874614 আমার নাম Lal Babu Paswan নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 26-11-26, C.J. (JR. Divn.) Addl. Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে উল্লেখিত Lal

সাইবার প্রতারণায় গ্রেপ্তার ঠিকাদার

বুনিয়াদপুর, ২৭ নভেম্বর : হরিয়ানায় এক কোটি ২৩ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন বুনিয়াদপুরের এক তরুণ। ধৃত অজয় চৌধুরীর বাড়ি বুনিয়াদপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হরিয়ানা পুলিশের ছয় সদস্যের একটি দল বংশীহারী থানার সহযোগিতায় পেশায় ঠিকাদার অজয়কে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের মাধ্যমে ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে হরিয়ানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে হরিয়ানার কৈথল জেলায় ৮০ বছরের অবসরপ্রাপ্ত কলেজ অধ্যক্ষ ভেইদ কুমারী সাইবার প্রতারণার শিকার হন। অভিযোগ, পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক পরিচয় দিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁকে পাঁচদিন 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' করে রাখা হয়। সেই সময় তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এক কোটি ২৩ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। পাঁচদিন ধরে চলে প্রতারণার প্রক্রিয়া। প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারার পরই প্রবীণ ভেইদ পুলিশের দ্বারস্থ হন।



শীতের রোদে।। কোচবিহার শহরের বিবেকানন্দ স্ট্রিটে ছবিটি তুলেছেন জয়দীপ দাস।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

কন্যা জন্মে বধূকে 'অত্যাচার'

বৈষ্ণবনগর, ২৭ নভেম্বর : দুই কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর থেকেই অত্যাচারের মাত্রা বাড়ছিল। শেষপর্যন্ত স্বামী বাড়িতে না থাকার সুযোগে এক বধূ দিন পনেরো আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেন শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। তারপর শ্বশুরবাড়ি ফিরেও যান। কিন্তু স্বামী ফিরে আসার পর সেই মামলা তুলে নিতে জোর করে ফের বধূকে মানসিক অত্যাচার করার অভিযোগ উঠল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। মামলা প্রত্যাহার না করলে ফের মারধর করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি তাঁর। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার ফের বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

অভিযোগকারী বধূর নাম বিউটি সিংহ। তিনি বৈষ্ণবনগর থানার সাহাবানচক এলাকার কুপ কান্দির বাসিন্দা। বিউটির অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে নানা কারণে তাঁকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। বিশেষ করে পরপর দুই কন্যাসন্তানের জন্মের পর থেকেই তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। সম্প্রতি তাঁর স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। ঘটনার পর বিউটি বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর আরও অভিযোগ, অভিযোগ দায়ের করার বিষয়টি জানতে পেরে তাঁর স্বামী প্রসেনজিৎ সাহা তাঁকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে শুরু করেন।

বাড়িতে চুরি

মালদা ও মোথাবাড়ি ২৭ নভেম্বর : বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে দরজার তালা ভেঙে চুরির অভিযোগ উঠল। বাড়ি থেকে উধাও কয়েক লক্ষ টাকার গয়না ও নগদ ৮০ হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার রাতে ইংরেজবাজারের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর কামাত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাড়ির মালিক কৃষ্ণ চৌধুরীর পরিবারের দাবি, বৃহস্পতিবার রাতে তাঁরা একটি বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন রাত আটটা নাগাদ। রাত দশটা নাগাদ তাঁরা বাড়ি ফিরে দেখেন ঘর লন্ডভন্ড। নগদ ৮০ হাজার টাকা ছাড়া বাড়ি থেকে ৯ ভরি সোনার গয়না, ৪০ ভরি রুপোর গয়না চুরি গিয়েছে।

অন্যদিকে, মোথাবাড়ি থানার পঞ্চানন্দপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের তুলসীরামটোলা এলাকার একটি বাড়ি ফাঁকা পেয়ে ছাদের সিঁড়ির দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে নগদ ৬২ হাজার টাকা ও ৩ ভরি রুপোর গয়না চুরি করল দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িতে ফিরে তাঁরা বিষয়টি বুঝতে পারেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ।

বিক্ষোভ

ডালখোলা, ২৭ নভেম্বর : মন্দির ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় মদের বার খোলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা। শুক্রবার সন্ধ্যায় ডালখোলার সূর্যাপুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ওই বার বন্ধের দাবিতে সরব হন স্থানীয়রা। সূর্যাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলপুর গ্রামের বাসিন্দা কার্তিকা পাইক ঘরভাড়া নিয়ে বারটি খুলেছেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পূর্বতন রাজ্য সরকারের আমলে এক কিলোমিটারের মধ্যে দুটি বারের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। মন্দির ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কাছে বার না খোলার আবেদন আগেই তৎকালীন জেলা শাসককে জানানো হয়েছিল। তবুও অবৈধভাবে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। স্বপ্না ঢালী, কাকলি পোদ্দার, বিন্দা বিশ্বাস ও পিয়ালি ভক্তদের অভিযোগ, মদ্যপদের অশালীন মন্তব্য ও কুপ্রস্তাবে মহিলা ও ছাত্রীদের চলাচল কঠিন হয়ে উঠেছে।

গৌড় এক্সপ্রেসের প্ল্যাটফর্ম বদলে সিপিএমের বিক্ষোভ

ডিআরএম-কে নিশানা পদ্মের

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৭ নভেম্বর : গৌড় এক্সপ্রেসের প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন থেকে রেলের নিয়োগ দুর্নীতি, অমৃত ভারত প্রকল্পে কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, একের পর এক ঘটনায় মালদা রেল ডিভিশনকে ঘিরে বাড়ছে অসন্তোষ। এবার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মণীশ গুপ্তার বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি। অন্যদিকে, গৌড় এক্সপ্রেসের পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার দাবিতে বৃহস্পতিবার রাতে মালদা টাউন স্টেশনে বিক্ষোভ দেখাল সিপিএম। দুই রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদে রেলকে ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মালদার রাজনীতি।

মালদা টাউন থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত দৈনিক চলাচলকারী গৌড় এক্সপ্রেস জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ট্রেন। দীর্ঘদিন ধরে এই ট্রেনটি এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যাতায়াত করায় বিশেষত বয়স্ক ও প্রবীণ যাত্রীরা সুবিধা পেতেন। কিন্তু সম্প্রতি ট্রেনটিকে এক নম্বরের পরিবর্তে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে চালানোয় যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ মিত্রের অভিযোগ, গৌড় এক্সপ্রেসকে মালদা থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা আগেও হয়েছিল। এমনকি শিয়ালদার পরিবর্তে কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। জেলার মানুষের প্রতিবাদের মুখে সেই উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয় রেল। তাঁর দাবি, এবার প্রস্তুতি হিসেবেই ট্রেনটিকে এক নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে সরানো হয়েছে। এর পিছনে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পরিকল্পনা রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এর প্রতিবাদেই 'গৌড় এক্সপ্রেস বাঁচাও' স্লোগান তুলে আন্দোলনে নেমেছে সিপিএম।

অন্যদিকে, শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ডিআরএমের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তাঁর কথায়, 'মালদা রেল ডিভিশন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ডিআরএমের অপসারণ চেয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছি।'



মালদা টাউন স্টেশনের সামনে সিপিএমের বিক্ষোভ।

অজয়ের অভিযোগ, কোনও আগাম নোটিশ বা আলোচনা ছাড়াই গৌড় এক্সপ্রেসের প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি টোটো পার্কিংয়ের ভাড়া ১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ টাকা করা হয়েছে। দলের বিধায়ক ও সাংসদদের কথাও ডিআরএম গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ তাঁর। দু'মাস আগেই রেলমন্ত্রীকে ই-মেল করে এই ডিআরএমের ভূমিকা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বলে জানান তিনি। সাম্প্রতিক সিবিআই অভিযান তাঁদের সেই আশঙ্কাকেই সত্যি প্রমাণ করছে বলে দাবি বিজেপি সভাপতির। তাঁর আরও অভিযোগ, 'অমৃত ভারত প্রকল্পে যখন অন্যান্য স্টেশনগুলির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে তখন মালদা টাউন স্টেশনের কাজ চলছে ধীর গতিতে।' অবিলম্বে ডিআরএমের বদলির দাবিও জানান তিনি।

> **মালদা রেল ডিভিশন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ডিআরএমের অপসারণ চেয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছি।**
>
> **অজয় গঙ্গোপাধ্যায়**
> *জেলা সভাপতি, দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা*

যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ কিংবা সিবিআই অভিযান নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ডিআরএম মণীশ গুপ্তা।

সব মিলিয়ে গৌড় এক্সপ্রেসের প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন, যাত্রী পরিষেবা এবং সিবিআই অভিযানকে কেন্দ্র করে এখন রাজনৈতিক চাপানউতোরের কেন্দ্রে মালদা রেল ডিভিশন। সাধারণ যাত্রীদের সমস্যার সমাধান এবং রেলের পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিই এখন জোরালো হচ্ছে।

ধান জালিয়াতিতে গ্রেপ্তার মিল মালিক

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ নভেম্বর : বিগত সরকারের আমলে করা কোটি কোটি টাকার ধান কেনাবেচায় আর্থিক অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রাইস মিল মালিক বিজয় মোদি ওরফে বাবলু মোদি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে গুজরাট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, গ্রেপ্তারের আগে টানা পাঁচদিন ধরে অভিযুক্তের গতিবিধির ওপর নজরদারি চালানো হয়। এই গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায়। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও।

ঘটনার সূত্রপাত হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা অঞ্চলের কুস্তরিয়া গ্রামের বাঁকেবিহারী অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড রাইস মিলকে ঘিরে। অভিযোগ, চাঁচল-১ ব্লকের হাজতপুর এবং হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের কুশিদা সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৩ হাজার কুইন্টাল ধান সংগ্রহ করেছিল ওই মিল, যার বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। নিয়ম অনুযায়ী, সংগৃহীত ধানের পরিবর্তে সরকারকে চাল সরবরাহ করার কথা থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে সেই চাল দেওয়া হচ্ছিল না। এরপর খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকরা রাইস মিলটি সিল করে দেন।

এই রাইস মিলের মালিকানায় যৌথভাবে ছিলেন শীতল মোদি, সংগীতা আগরওয়াল এবং কিরণদেবী আগরওয়াল। অভিযোগ, পরে সংগীতা আগরওয়াল ও কিরণদেবী আগরওয়াল তাঁদের মালিকানার অংশ শীতল মোদির কাছে হস্তান্তর করেন। তবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় তাঁরা পুরোপুরি দায়মুক্ত হননি। অন্যদিকে, শীতল মোদির পরিবারের সদস্য বিজয় মোদির বিরুদ্ধে স্বাক্ষর ও নথিপত্র জাল করে দীর্ঘদিন ধরে মিলের কাজকর্ম চালানোর অভিযোগ ওঠে।



- রাজ্য সরকারের সাড়ে চার কোটি টাকার ধান কেনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ
- গ্রেপ্তারের আগে টানা পাঁচদিন ধরে অভিযুক্তের গতিবিধির ওপর নজরদারি

এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়। এবার হাইকোর্টের নির্দেশে গুজরাট থেকে বিজয় মোদির গ্রেপ্তারি তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ করল। বিজেপির দাবি, তৃণমূল আমলে শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের মদত ছাড়া এত বড় দুর্নীতি সম্ভব ছিল না। সেই কারণেই দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তরা পার পেয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে তৃণমূলের বক্তব্য, তাদের আমলেই অনিয়মের অভিযোগে রাইস মিলটি সিল করা হয়েছিল।

জেলা বিজেপি নেতা রূপেশ আগরওয়াল বলেন, 'এই দুর্নীতি বিগত সরকারের আমলে ধরা পড়েছিল। সেটার জন্য আমরাই অভিযোগ তুলেছিলাম। কিন্তু তৃণমূল এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি। উলটে মদত দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের ছয় মাসের মধ্যেই এই অভিযুক্ত মিল মালিক ধরা পড়লেন। সেটাও আবার গুজরাট থেকে। বিজেপি সরকার না থাকলে এটা সম্ভব হত না।'

তৃণমূল নেতা তথা হরিশ্চন্দ্রপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা স্বপন আলির কথায়, 'দুর্নীতি হয়েছিল, এটা আমরাও জানি। তখন কেন ধরা হয়নি, তার পেছনে কার মদত ছিল, এটাও সরকার খুঁজে বের করুক।'

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই মিল মালিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। ওঁর সঙ্গে আর কেউ এই কাজে জড়িত ছিলেন কি না, সেটাও দেখা হবে। শুক্রবার বেলা দুটায় তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে হরিশ্চন্দ্রপুরে নিয়ে আসা হয়েছে। শনিবার তাকে মহাকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

সীমান্ত সুরক্ষায় বৈঠক

রায়গঞ্জ, ২৭ নভেম্বর : সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে শুক্রবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে করল প্রশাসন, পুলিশ ও বিএসএফ। মালদা ডিভিশনের কোয়াড্রিল্যাটারাল সিকিউরিটি গ্রিডের উদ্যোগে কর্ণজোড়া অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই বৈঠকে মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়। প্রায় দু'ঘণ্টার বৈঠকে অনুপ্রবেশ, জাল নোটের কারবার, মাদক ও গোরু পাচার, চোরাচালান এবং জঙ্গি কার্যকলাপের মতো একাধিক নিরাপত্তাজনিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মালদা বিভাগের কমিশনার অশ্বিনীকুমার যাদব, উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক শেভালে অভিজিৎ তুকারাম, আইজি সুকেশ জৈন, রায়গঞ্জের ডিআইজি ডেভিড ইভান লেপচা সহ চার জেলার জেলা শাসক, পুলিশ সুপার এবং বিএসএফের আধিকারিকরা। সীমান্তের উন্মুক্ত অংশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কাঁটাতার বসানো, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নজরদারি এবং গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদানের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নতুন দায়িত্ব

রায়গঞ্জ, ২৭ নভেম্বর : এনসিপিআইয়ের যুব সংগঠনে বড় দায়িত্ব পেলেন বিজয় সরকার। রাজনীতির ময়দানে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উত্তর দিনাজপুরের প্রাক্তন সহ সভাপতি বিজয়কে। এনসিপিআইয়ের তরফে তাঁকে যুব সংগঠনের উত্তরবঙ্গের কো-ইনচার্জ করার পাশাপাশি তাঁকে রাজ্য সহ সভাপতির দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।

অশোকের স্ত্রীর প্রশ্নে সাংসদ ও বিধায়ক

তপন, ২৭ নভেম্বর : তপন বিদ্যুৎ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার অশোককুমার টুডুর ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপানউতোর বাড়ছে। শুক্রবার ঘটনার প্রতিবাদে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার তরফে তপনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন স্কুল মোড় থেকে মিছিল করে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে দিয়ে তপন চৌরঙ্গি মোড় ও তপন থানার সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, থানায় অভিযোগ গ্রহণ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়।

এদিকে অশোকের স্ত্রী জিয়া হেমরমের বক্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, অভিযুক্তদের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্যালয়ে রাখা হয়েছিল। সাংসদ সুকান্ত মজুমদার এবং জেলা পুলিশ প্রশাসন অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডুও তাঁদের কোনও রকম সহযোগিতা করেননি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন জিয়া।



বিক্ষোভে অশোকের স্ত্রী।

তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু জানান, অশোক টুডুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে এবং তিনি সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। আরএসপি-র তপন লোকাল কমিটির সম্পাদক মমিন মিয়াঁ পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'একজন আধিকারিককে অন-ডিউটি অবস্থায় মারধর করা হলেও পুলিশ প্রশাসন নীরব। তৃণমূলের আমলেও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সেই সময় পুলিশ প্রশাসন দলীয় আনুগত্যে কাজ করত বলে অভিযোগ ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতেও তার ব্যতিক্রম কিছু দেখা যাচ্ছে না। মূল অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি আমরা জানিয়েছি।'

যুব কংগ্রেসের তপন ব্লক কমিটির সভাপতি নরেশ হালদার বলেন, 'তৃণমূল ও বিজেপি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পুলিশ এখন দলদাসে পরিণত হয়েছে। একজন সরকারি আধিকারিক আক্রান্ত হওয়ার পরেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।'

হস্টেলে কন্ডোম নিয়ে তদন্ত

কমিটি গঠন জেলা প্রশাসনের

বালুরঘাট, ২৭ নভেম্বর : ফুচকার সঙ্গে কন্ডোম খাওয়ানোর অভিযোগ ঘিরে বালুরঘাটের ললিত মোহন আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে তৈরি হয়েছে নজরদারি ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। এক আবাসিক পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বিষয়টিকে আর নিছক সহপাঠীদের মজা হিসেবে দেখছে না জেলা প্রশাসন। কীভাবে হস্টেলের ভিতরে এমন নিষিদ্ধ বস্তু পৌঁছাল, দায়িত্বে থাকা শিক্ষকদের নজরদারিতে কোনও ফাঁক ছিল কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। আগামী সাতদিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছেও ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আবাসিকদের দেখভালের দায়িত্বে থাকা তিন শিক্ষককে শোকজ করে তাঁদের কাছ থেকে পৃথক রিপোর্ট তলব করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

তদন্তে উঠে এসেছে, হস্টেলে কন্ডোম পাওয়ার অভিযোগ একেবারে নতুন নয়। মাসদুয়েক আগেও এক আবাসিকের হাতে কন্ডোম দেখা গিয়েছিল বলে স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই ঘটনার পর ওই পড়ুয়াকে হস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরেও একই ধরনের ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্কুল সূত্রের দাবি, বিভিন্ন সময়ে শারীরিক পরীক্ষার জন্য আবাসিকদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের বহির্বিভাগ সংলগ্ন এলাকায় সরকারিভাবে বিনামূল্যে কন্ডোম বিতরণ করা হয়। সেখান থেকেই কয়েকজন পড়ুয়া সেগুলি সংগ্রহ করে গোপনে হস্টেলে নিয়ে এসেছিল বলে সন্দেহ। তবে সেই অনুমান কতটা সঠিক, তা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে।

আরও উদ্বেগের বিষয়, বৃহস্পতিবারের ঘটনার আগেও গত কয়েক দিনে দুই পড়ুয়াকে একইভাবে কন্ডোম খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ, আগের অভিযোগের পরেও হস্টেলে এমন প্রবণতা বন্ধ হয়নি বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, অসুস্থ ছাত্রটি এখনও বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শিক্ষকদের দাবি, তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

অভিযুক্ত পড়ুয়াদের অভিভাবকদের স্কুলে ডেকে সতর্ক করা হয়েছে। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে নবম শ্রেণির পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তাই আপাতত পরীক্ষার শেষ দিন পর্যন্ত তাদের হস্টেলে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হলেই তাদের হস্টেল ছাড়তে হবে। পরবর্তী পড়াশোনা ও পরীক্ষা বাড়ি থেকে চালানোর ব্যবস্থা করা হবে।

প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম দত্ত বলেন, 'হস্টেলের দায়িত্বে থাকা তিন শিক্ষককে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসনও আমার কাছে রিপোর্ট চেয়েছে। অভিভাবকদের ডেকে সতর্ক করা হয়েছে। হস্টেলে ছাত্রদের ঢোকা-বেরোনোর সময় তল্লাশি আরও কড়া করা হবে।'

অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) সুব্রত মহন্ত বলেন, 'তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।'

বিষক্রিয়ায় মৃত্যু

মালদা, ২৭ নভেম্বর : এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম ধীরেন নুনিয়া (৬৪)। বাড়ি চাঁচলের কাপসিয়া এলাকায়। পরিবারের দাবি, সাংসারিক কারণে বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ধীরেন। গত বুধবার সন্ধ্যায় পরিবারের লোকের অজান্তে বাড়িতেই বিষপান করেন তিনি। পরে পরিবারের লোকজন তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পেয়ে প্রথমে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর।

সরস্বতীর ছবি ছেঁড়ার অভিযোগে ধৃত শিক্ষক

মুরতুজ আলম

সামসী, ২৭ নভেম্বর : বার্ষিক অঙ্কন পরীক্ষা চলাকালীন এক ছাত্রের আঁকা দেবী সরস্বতীর ছবি ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় চাঁচলের একটি স্কুলে। অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তি ও স্কুল থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করার দাবিতে স্কুলে বিক্ষোভ দেখায় বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন। পরিস্থিতি সামলাতে প্রশাসনকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। স্কুলে আসে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই পড়ুয়ার বাবা। শুক্রবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি ২৯৮ ধারায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

তবে ঠিক কী হয়েছিল? জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ওই স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল। সেদিন অঙ্কন ও কর্মশিক্ষার পরীক্ষা ছিল। অভিযোগ, সেই সময় ওই

চাঁচল

পড়ুয়া দেবী সরস্বতীর একটি ছবি এঁকে জমা দিতে গেলে পরীক্ষায় নজরদারির দায়িত্বে থাকা এক শিক্ষক আপত্তি জানান। তিনি ছবিটি ছিঁড়ে দেন বলে অভিযোগ। বাড়ি ফিরে পড়ুয়া কান্নাকাটি করে বিষয়টি জানালে ক্ষোভ ছড়ায় অভিভাবকদের মধ্যে। পরে ঘটনাটি সমাজমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও এবিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের কোনও বক্তব্য জানা যায়নি। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

পাশাপাশি অভিযুক্তের শাস্তি ও সাসপেনশনের দাবিতে স্কুলে বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আফজাল আলি সহ চাঁচল থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। পরে পুলিশ শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে আদালতে তুললে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রংদার রেখা



সিঁড়ি

এ কি শুধুই এক তলা থেকে অন্য তলায় পৌঁছানোর মাধ্যম? তা নয়। এর আড়ালে রয়েছে আরও অনেক কিছুই। কখনও শৈশবের স্মৃতি, কখনও ঘুরে দাঁড়ানোর জেদ, কখনও আবার সময়ের গায়ে খোদাই হয়ে থাকা ইতিহাস। একই ধাপ কারও কাছে আশ্রয়, কারও কাছে লড়াইয়ের শুরু, কারও কাছে স্থাপত্যের বিস্ময়। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি পথ, পুরোনো বাড়ি কিংবা মানুষের জীবনের বন্ধুর ওঠানামা, সবখানেই ছড়িয়ে আছে একে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাওয়ার নানা পাঠ। জীবনকে দেখার নতুন জানলাও খুলে দেয় এই পথ চলা।

প্রচ্ছদ কাহিনী মৈনাক ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ শেখর চক্রবর্তী ও বরুণ মজুমদার
রম্যরচনা চণ্ডীচরণ দাস
ছোটগল্প প্রবীর ঘোষ রায়
অণুগল্প সুদীপ্তা সরকার ও সুপ্রিয় দেবরায়
কবিতা সমর রায়চৌধুরী, নন্দিতা কর্মকার, সুকান্ত মণ্ডল, অনুভব সরকার, ঋতব্রত গুহ ও অরুণাভ দত্ত

ভক্তিরসের জোয়ার বোল্লায়

বাতাসা কিনতে পকেটে টান



অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২৭ নভেম্বর : রক্ষাকালী পুজোয় মায়ের ভোগের বাতাসা কিনতে গিয়ে পকেটে টান পড়ছে ভক্তদের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা গ্রামে শুক্রবার ঐতিহ্যবাহী রক্ষাকালী পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহ। বোল্লার আদলে বুনিয়াদপুর ও বংশীহারির বেশ কয়েকটি জায়গায় শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে পুজো ও মেলা। জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহর, এমনকি ভিনজেলা ও ভিনরাজ্য থেকেও প্রচুর ভক্তের সমাগমে দক্ষিণ দিনাজপুর এখন উৎসবমুখর।

রক্ষাকালী পুজোয় মায়ের ভোগের প্রধান উপকরণ বাতাসা। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, কালী মাকে শান্ত করতে বাতাসা নিবেদন করা হয়। তাই পুজো উপলক্ষ্যে শুক্রবার দুপুর থেকেই বিভিন্ন মন্দির সংলগ্ন দোকানে ভক্তদের ভিড় দেখা যায়। তবে বাতাসার চড়া দামে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছেন ভক্তরা। পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি বাতাসার দাম ৭৫ টাকা হলেও মেলায় খুচরো বিক্রেতারা তা বিক্রি করছেন ১২০ থেকে ১৩০ টাকা কেজি দরে।

বাতাসা বিক্রেতা নিখিল প্রামাণিক জানান, চাহিদা প্রচুর থাকলেও জোগান তুলনামূলকভাবে কম। ফলে এই সময় দামবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি কর্মচারীদের খরচ ও মেলায় দোকানের জায়গার ভাড়া দিতে হয়। সব মিলিয়ে লাভের পরিমাণ খুব একটা থাকে না।

পুজো দিতে আসা ক্রেতা দীপ সাহার কথায়, 'মায়ের পুজো বলে কথা, দাম বাড়লেও কিনতেই হবে। দাম বেশি হওয়ায় এবার অল্প পরিমাণ বাতাসা কিনেই মায়ের ভোগ দিয়েছি।'

বিক্রেতা রাজু সাহা বলেন, 'বোল্লার আদলে জেলার বিভিন্ন স্থানে রক্ষাকালীপুজো হওয়ায় বাতাসার চাহিদা বেড়েছে। এই সময় বাতাসার জোগানও কম থাকে। কর্মচারী ও মেলার জায়গার ভাড়া সামলাতে দাম বাড়াতে হয়।'

> **বোল্লার আদলে জেলার বিভিন্ন স্থানে রক্ষাকালীপুজো হওয়ায় বাতাসার চাহিদা বেড়েছে। এই সময় বাতাসার জোগানও কম থাকে। কর্মচারী ও মেলার জায়গার ভাড়া সামলাতে দাম বাড়াতে হয়।**
> রাজু সাহা বিক্রেতা

বুনিয়াদপুর, বংশীহারি থেকে মূল বোল্লা পুজোমণ্ডপের আশপাশে-সর্বত্রই একই ছবি। ভক্তির টানে বাতাসা কিনছেন মানুষ। তবে চড়া দামে ভোগের বাতাসা কিনতে গিয়ে অনেকেরই পকেটে টান পড়ছে।



বাতাসা কিনছেন পুণ্যার্থীরা। শুক্রবার বুনিয়াদপুরে।



বাবার কাঁধে চেপে দেবী দর্শনে খুদে। শুক্রবার বোল্লায়। ছবি : মাজিদুর সরদার

৫০ কেজির রুপোর বাসনে ভোগ প্রদান

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

বোল্লা, ২৭ নভেম্বর : রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যস্ততা আর ভিড় বাড়ছে বোল্লায়। কোথাও চলছে ভোগ রান্নার তোড়জোড়, কোথাও আবার চলছে পুজোর উপকরণ সাজানোর কাজ। পুরোহিতদেরও দম ফেলার ফুরসত নেই। বোল্লার ঐতিহ্যবাহী রক্ষাকালীপুজো ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকেই সাজোসাজো রব এলাকায়। মন্দির চত্বরে বাড়ছে ভক্ত, দর্শনার্থীদের ভিড়। রাত ১১টায় পুজো শুরু হওয়ার কথা। তার আগে সমস্ত আয়োজন, খুঁটিনাটি মিলিয়ে নিতে ব্যস্ত মন্দিরের পুরোহিত থেকে শুরু করে জোগাড়িরা।

সকালে চণ্ডীপাঠ হয়েছে। বেলা সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হয় ঘটপুজো। অন্যদিকে, প্রায় ৫০ কিলোগ্রাম ওজনের রুপোর বাসনে দেবীর ভোগ, পুজোর সামগ্রী সাজানোর কাজ চলছে সকাল থেকে। সঙ্গে চলছে ভোগ রান্না। জোগাড়ের কাজে ব্যস্ত মানা মণ্ডল সরকার ও অঞ্জনা মণ্ডলের দম ফেলার সুযোগ নেই। তাঁদের নিজেদের কথা, গত ১৫-২০ দিন ধরে তাঁরা পুজোর কাজ করে চলেছেন। ধূপ গুঁড়ো করা, চন্দন ঘষা, দশকর্মার জোগাড় থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজের দায়িত্ব তাঁদেরই কাঁধে। এদিন তাঁদের পাশাপাশি অন্যরাও ভোগের আয়োজন এবং পুজোর আনুষাঙ্গিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন দিনভর।

তিনটি মন্দিরে পুজোর কাজের দায়িত্বে রয়েছেন ৪০-৪৫ জন পুরোহিত। মূল মন্দিরে প্রধান পুরোহিত হিসেবে পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন অরূপ চক্রবর্তী, সত্যম চক্রবর্তী ও গৌতম চক্রবর্তী। নির্দিষ্ট সময়ে পুজো শুরু করতে সমস্ত প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন তাঁরা। রাত ১টায় বলি শুরু হওয়ার কথা। তবে শুক্রবার ভোর থেকেই বলির ঘরের সামনে মানতের পাঁঠা নিয়ে লাইন পড়ে যায় ভক্তদের। পুজোর পাশাপাশি বলিকে ঘিরেও ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ চোখে পড়েছে। পুজো এবং মেলার প্রথম দিনেই দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা ভিড় জমিয়েছেন। ফলে কার্যত গমগম করছে গোটা বোল্লা। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিড় অন্য বছরের তুলনায় কিছুটা কম বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। যদিও মন্দির কমিটির আশা, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম উপচে পড়বে মন্দির ও মেলার মাঠে। শেষপর্যন্ত ভক্তসমাগম অতীতের রেকর্ডকেও ছাপিয়ে যেতে পারে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।



রুপোর থালায় সাজানো রক্ষাকালী মায়ের ভোগ। ছবি : মাজিদুর সরদার

এদিকে, পুজো ও মেলা উপলক্ষ্যে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে জেলা পুলিশের তরফে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন রয়েছেন পুলিশকর্মীরা। মেলার মাঠের ওপর উড়ছে ২টি ড্রোন। ৪৫টি সিসি ক্যামেরার সাহায্যে নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে। পুজো দিতে আসা মানুষের সুবিধার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৮টি পার্কিং জোনের। এছাড়া মন্দির ও মেলা প্রাঙ্গণে ঢোকা ও বেরোনোর মুখে রয়েছে নাকা চেকিং।

ভোর থেকে বেশিরভাগ ভক্ত মানতকালী পুজো কিংবা বাতাসা ভোগ নিবেদন করতে শুরু করেছেন। তার জন্যও লম্বা লাইন পড়েছে। রাতের মূল পুজোকে ঘিরে তাই অপেক্ষা এখন শুধু ঘড়ির কাঁটার এগিয়ে যাওয়ার।

মন্দিরে উড়ে আসে মিষ্টি



সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ নভেম্বর : দেবী বোল্লাকালীর সামনে পৌঁছোনোর উপায় নেই? মন্দিরের দিকে কদমা ছুড়ে দিন। তারপর মেলার রাস্তায় পান্ডার হাতে তিলক, সিঁদুর আর পুজোর প্রসাদি চাল নিয়ে নিন। ব্যাস, পুজোও হল, ভিড়ও এড়ানো গেল! কয়েক লক্ষ মানুষের বোল্লাকালী মেলায় ভিড় সামলাতে তৈরি হয়েছে এমনই অভিনব 'শর্টকাট' পুজোর ব্যবস্থা। মন্দিরের ভেতরে পুজোর জন্য রয়েছেন পুরোহিত। তা সত্ত্বেও মন্দিরের বাইরে, রাস্তায় বসে পুজোর প্রথা তৈরি করছেন বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকে আসা হাজারখানেক পান্ডা।

বোল্লা কালীপুজোর সময় মন্দিরে ঢুকে দেবীপ্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে পুজো দেওয়ার ইচ্ছে থাকে পুণ্যার্থীদের। কিন্তু কয়েক লক্ষ মানুষের ভিড়ে সেই সুযোগ মেলে ক'জনের? লম্বা লাইন, ঠেলাঠেলি এড়াতে অনেকে মন্দিরের সামনে থেকেই কদমা বা বাতাসা ছুড়ে দেন দেবীর উদ্দেশে। তারপর মেলার ভিড়ের মধ্যে পান্ডার কাছে গিয়ে কপালে চন্দনের তিলক, সিঁদুরের টিকা নিয়ে প্রসাদি চাল নেন। হাতে বাঁধেন সুতো। মন্দিরে ঢুকে পুজো না দিয়েও 'আশীর্বাদ' নিয়ে বাড়ি ফেরার অনুভূতি মেলে সুলভে।

অথচ মন্দিরে লোকের অভাব নেই। বোল্লাকালী মন্দির সহ সংলগ্ন আরও দুটি মন্দির মিলিয়ে তিন পুরোহিতের দল রয়েছে। তাঁদের পাশাপাশি পুজোর দায়িত্ব সামলাতে থাকেন আরও প্রায় ৪০-৫০ জন। তাঁরাই মন্দিরের ভেতরে পুজো পরিচালনার কাজ করেন। এছাড়া মেলার পথে পান্ডাদের এই 'শর্টকাট পুজো' ঘিরে তৈরি হয়েছে আলাদা ব্যবস্থা। হাজারখানেক এমন পান্ডা থাকেন মেলাজুড়ে। বিহারের বেগুসরাই, কাটিহার, কিশনগঞ্জের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ, পাকুড়, রাজমহল থেকেও এসেছেন অনেকে। এমনকি উত্তরপ্রদেশ থেকেও এসেছেন অনেক পান্ডা। পরিচয়পত্র সঙ্গে রেখে হাতে চন্দন, সিঁদুর, পুজোর প্রসাদি চাল, সুতো নিয়ে বসেছেন তাঁরা। পুণ্যার্থী এলেই তিলক পরিয়ে সুতো বেঁধে দিচ্ছেন।

কাটিহার থেকে আসা পান্ডা কুন্দন গোস্বামী বলেন, 'প্রতি বছর এই মেলায় আসি। মেলা শেষে দেড় থেকে দু'হাজার টাকা আয় করে বাড়ি ফিরি।' জলপাইগুড়ি থেকে আসা বিদ্যুৎ বর্মনও এমন পান্ডার কাজ করছেন। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তিলক পরাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'এখানে এসেছি। প্রতিবার দেড় থেকে দু'হাজার টাকা আয় হয় মায়ের কৃপায়।'



- ঠেলাঠেলি এড়াতে অনেকে মন্দিরের সামনে থেকেই কদমা বা বাতাসা ছুড়ে দেন দেবীর উদ্দেশে
- তারপর মেলার ভিড়ে পান্ডার কাছে গিয়ে কপালে চন্দনের তিলক, সিঁদুরের টিকা নিয়ে, প্রসাদি চাল নেন
- মেলার পথে পান্ডাদের এই 'শর্টকাট পুজো' ঘিরে তৈরি হয়েছে আলাদা ব্যবস্থা

তবে শর্টকাট পুজোর সবচেয়ে বড় 'চ্যালেঞ্জ' কদমা-বাতাসা। মন্দিরের দিকে ছুড়ে দেওয়া মিষ্টির পরিমাণ এতটাই যে কমিটিকে নেট টাঙাতে হয়। এমনকি হেলমেট পরেও থাকতে হয় কমিটির সদস্যদের। কমিটির দাবি, শুধু ছুড়ে দেওয়া কদমা-বাতাসার পরিমাণই প্রায় ৮০ কুইন্টাল।

বড়ুয়ার পুজোয় সব ধর্মের মেলবন্ধন

রায়গঞ্জ ও বুনিয়াদপুর, ২৭ নভেম্বর : বালুরঘাটের ঐতিহ্যবাহী বোল্লা কালীপুজোর আদলে আট বছর ধরে পুজো হয়ে আসছে রায়গঞ্জের বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মালঞ্চা ছাতিয়ান গ্রামে। এবারও পুজোর আয়োজনে কোনও খামতি রাখেননি উদ্যোক্তারা। শুক্রবার সকাল থেকেই পুজোকে ঘিরে উৎসবে মেতেছেন গ্রামবাসীরা। পাশেই রয়েছে মালঞ্চা হাইস্কুল ও মালঞ্চা প্রাথমিক স্কুল। তাই পড়ুয়া থেকে শিক্ষক, সকলেই একবার মণ্ডপে গিয়ে প্রণাম করে আসছেন।

গ্রামবাসী রঞ্জিত বর্মন জানান, এবার পুজোকে ঘিরে অন্যরকম উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। শুধু রায়গঞ্জ নয়, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার ও হেমতাবাদ থেকেও বহু মানুষ বোল্লা মায়ের দর্শনে আসছেন। রাসপূর্ণিমার পর প্রথম শুক্রবার পুজো অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও এতে শামিল হন। ফলে গ্রামে সম্প্রীতির আবহ তৈরি হয়। বালুরঘাটে যেতে না পারা অনেকেই এখানে মায়ের দর্শন করেন। পুজো উপলক্ষ্যে তিনদিন ধরে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বংশীহারীর বাগদুয়ারে বুনিয়াদপুর রেলস্টেশন মাঠে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে বোল্লা রক্ষাকালীপুজো। পুজো শুরু হল বংশীহারীর জোড়দিঘি বোল্লা বারোয়ারি আদিবাসী কমিটির উদ্যোগেও। চারদিন ধরে সব জায়গাতেই নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

সচেতনতা প্রচার

মালদা ব্যুরো

২৭ নভেম্বর : বাল্যবিবাহ রুখতে প্রশাসনিক তৎপরতার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর উপর জোর দিল মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। শুক্রবার আন্তর্জাতিক বাল্যবিবাহ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বলপূর্বক বিবাহ দূরীকরণ দিবস উপলক্ষ্যে তিন জেলাতেই নানা কর্মসূচি পালিত হয়। মালদায় জেলা প্রশাসনিক ভবন থেকে প্রচারমূলক ট্যাবলোর সূচনা করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সপ্তর্ষি নাগ। মালদা টাউন হলে পড়ুয়া, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্যসচেতক তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান অম্লান ভাদুড়ি ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি।

উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জ থেকে প্রচারমূলক ট্যাবলোর সূচনা করেন জেলা শাসক অভিজিৎ তুকারাম, পুলিশ সুপার সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ প্রমুখ। দক্ষিণ দিনাজপুরেও এদিন বালুছায়া অডিটোরিয়ামের পুলিশ, অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মী, শিক্ষক এবং প্যারা লিগ্যাল স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে প্রতিরোধ কর্মসূচির কথা জানানো হয়। গঙ্গারামপুর পুরসভার দেবীকোট ভবন ও ব্লক সেমিনার হলে নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা হয়।

কৃষিঋণ প্রদান

রায়গঞ্জ, ২৭ নভেম্বর : এক ছাতার তলায় মিলবে একাধিক ঋণের সুবিধা। কৃষক ও কৃষিনির্ভর উদ্যোগগুলিকে আর্থিক সহায়তা দিতে মেগা ক্রেডিট অ্যাগ্রিকালচার আউটরিচ ক্যাম্পের আয়োজন করল সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার রায়গঞ্জ শাখা। শুক্রবার ২৭ নভেম্বর রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি হোটেলে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে কৃষিকাজ, পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, মৎস্য চাষ, কৃষি যন্ত্রপাতি কেনা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, ব্যবসা এবং অন্যান্য কৃষি সহায়ক ক্ষেত্রে ঋণের সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ, মহিলা ক্ষমতায়ন, গ্রিন এনার্জি, সোনার ঋণ এবং কৃষিভিত্তিক উদ্যোগের জন্যও বিভিন্ন ঋণ প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

দুর্ঘটনা এড়াতে মাটির স্পিডব্রেকার

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ নভেম্বর : বোল্লাকালী মন্দিরে যাওয়ার ব্যস্ততা। গ্রামের সরু রাস্তা দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটছে একের পর এক মোটর সাইকেল। কেউ স্ত্রী-সন্তান নিয়ে, আবার কেউ দলবেঁধে যাচ্ছেন পুজো দিতে। এদিকে, গাড়ির গতি দেখে উদ্বিগ্ন গ্রামবাসী। সারাবছর এমন ভিড় না থাকলেও পুজোর সময় গ্রামের রাস্তায় গাড়ির চাপ বাড়ে। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে এবার নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন জায়গায় মাটি দিয়ে অস্থায়ী স্পিডব্রেকার তৈরি করেছেন বাসিন্দারা। বোল্লার পথে সৈয়দপুর সহ একাধিক এলাকায় এমনই দৃশ্য চোখে পড়ছে।

বোল্লা গ্রামে পৌঁছাতে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক এড়িয়ে অনেকে পাগলীগঞ্জ সেতু পার হয়ে গ্রামের সরু রাস্তা ধরছেন। এই পথে মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছানো যায় বলে বাইক ও ছোট গাড়ির ভিড় বাড়ছে। দ্রুতগতির যান চলাচলে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় শিশুদের নিয়ে চিন্তিত বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, সারাবছর যানবাহনের চাপ কম থাকায় শিশুরা বাড়ির সামনের রাস্তায় খেলাধুলো করে। কিন্তু বোল্লাকালীর পুজোর সময় পরিস্থিতি বদলে যায়। সেই কারণে বিভিন্ন জায়গায় মাটির স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে।

এদিকে অগ্রহায়ণ মাস পড়তেই শুরু হয়েছে বিয়ের মরশুম। বোল্লার পথে সৈয়দপুরে রাস্তার পাশে দেখা গেল বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল। বোল্লাগামী গাড়ির সঙ্গে বিয়েবাড়ির যাতায়াতে যাতে সমস্যা না হয়, তাই প্যান্ডেলের সামনেও রাস্তার দু'দিকে মাটির স্পিডব্রেকার তৈরি করা হয়েছে। গ্রামবাসীর দাবি, এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমবে। তবে হঠাৎ এভাবে স্পিডব্রেকার তৈরি করা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন কয়েকজন চালক। তাঁদের বক্তব্য, গ্রামের রাস্তায় এমন তেমন যানবাহন থাকে না। কিন্তু পুজোর সময় প্রচুর মোটর সাইকেল, গাড়ি, টোটোর ভিড় লেগে থাকে। তাই স্পিডব্রেকার দেওয়া হয়েছে।'



বোল্লাকালী মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় স্পিডব্রেকার।

স্পিডব্রেকার সচরাচর থাকে না। অন্ধকারে এগুলি সমস্যা তৈরি করতে পারে।

সৈয়দপুরের মিন্টু সরকার বলেন, 'গ্রামের বাচ্চারা বাড়ি থেকে রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করে। এটাই তাদের খেলা। সারাবছর এই রাস্তায়

মোটর সাইকেল পার্কিংয়ে রেখে বালুরঘাটের পীযূষ মালাকার বলেন, 'স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মোটর সাইকেলে মন্দিরে আসি। জাতীয় সড়ক দিয়ে যেতে ভয় হয়। সেখানে বড় গাড়ি চলে। তা ছাড়া, অনেক দূরে বাইক রাখতে হয়। তাই প্রতি বছর গ্রামের পথেই আসি। এ বছর বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার মাঝে স্পিডব্রেকার দেখছি। অন্ধকারে এগুলি অনেকের সমস্যা তৈরি করতে পারে।' বালুরঘাট থেকে বোল্লা প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে। জাতীয় সড়ক থেকে মন্দিরে যেতে আরও দু'কিলোমিটার হাঁটতে হয়। পথ এড়াতে দর্শনার্থীরা গ্রামের রাস্তা ব্যবহার করছেন।

গর্ভগৃহ অক্ষত রেখে নতুন রূপ পাবে বন্দর কালীবাড়ি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৭ নভেম্বর : সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়েছে শহর। বদলেছে রাস্তা, বদলেছে জনজীবন। কিন্তু কুলিক নদীর পাড়ে বন্দর এলাকার আদি কালীবাড়ির ছবিটা ক্রমশ বিবর্ণ হয়েছে। কোথাও ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ছে, কোথাও দেওয়ালে গভীর ফাটল। এমনকি দীর্ঘদিনের অযত্নে মন্দিরের অস্তিত্ব নিয়েও তৈরি হয়েছে আশঙ্কা। এবার সেই ছবিটাই বদলাতে চান স্থানীয় বাসিন্দারা। সরকারি উদ্যোগের অপেক্ষায় না থেকে নিজেরাই মন্দিরের হাল ফেরাতে কোমর বেঁধেছেন তাঁরা।

গত ২২ নভেম্বরের বৈঠকে মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য ২৫ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, গোটা প্রকল্পে খরচ হতে পারে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। আগামী জানুয়ারি থেকে কাজ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এই উদ্যোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, মন্দিরের মূল গর্ভগৃহে হাত দেওয়া হবে না। সেটিকে অক্ষত রেখেই বাকি অংশ নতুন করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। চূড়ান্ত নকশা তৈরির আগে আরও বেশি মানুষের মতামত ও সহযোগিতা চাইছে কমিটি।

আসলে এই কালীবাড়ি শুধু পুজোর জায়গা নয়, রায়গঞ্জের অতীতের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে তার গভীর সম্পর্ক। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, প্রায় পাঁচশো বছর আগে পঞ্জাব থেকে আসা এক সাধক কুলিক নদীর বন্দরঘাটের কাছে বট গাছের নীচে সাধনা শুরু করেছিলেন। সেখান থেকেই কালী আরাধনার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে ১২১৬ বঙ্গাব্দে দিনাজপুর স্টেটের রাজা তারকনাথ রায় চৌধুরীর উদ্যোগে মন্দিরটি নির্মিত হয় বলে প্রচলিত রয়েছে। এই মন্দিরের সঙ্গে বামাখ্যাপার বংশধরদের যোগের কথাও জানা গিয়েছে। সেই বংশেরই জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায় পরে বারাণসী থেকে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি এনে প্রতিষ্ঠা করেন।



কুলিক নদীর পাড়ে বন্দর এলাকার আদি কালীবাড়ি।

মন্দির কমিটির সম্পাদক রূপেশ সাহার কথায়, 'বড় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সকলেই মন্দিরটি নতুন করে তৈরির পক্ষে মত দিয়েছেন। আমরা আরও মানুষের মতামত ও সাহায্য নেব। কারণ, সকলের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়।'

হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক সোমনাথ সিংয়ের বক্তব্য, 'পুরোনো মন্দিরটি নতুন করে সংস্কার না করলে আগামীদিনে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। তাই পুনর্নির্মাণ জরুরি।' একই মত স্থানীয় বাসিন্দা তথা শিক্ষক সন্তোষ সাহার। তাঁর মতে, নতুন নির্মাণের পাশাপাশি মন্দিরের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

তাই শুধু ৩৫ লক্ষ টাকা জোগাড় করাই চ্যালেঞ্জ নয়। আধুনিক নির্মাণের ভিড়ে পাঁচশো বছরের স্মৃতি কতটা অক্ষত রাখা যাবে, সেটাই আসল চ্যালেঞ্জ।



বোল্লার টুকিটাকি

খোয়া গেল হার

মেলা মানেই পকেটমারদের ভিড়, এবারের বোল্লামেলাতেও তার প্রমাণ মিলল। এদিন দুপুরে কবিতা মজুমদার নামে এক মহিলার সোনার হার চুরি হয়ে যায়, যার আনুমানিক মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। পুজো দিয়ে বেরোনোর সময় ভিড়ের ধাক্কায় তিনি ছিটকে পড়েন। এর কিছুক্ষণ পরই তিনি টের পান, গলা থেকে সোনার হারটি উধাও। ইতিমধ্যেই তিনি পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন। এছাড়া সন্ধ্যা পর্যন্ত আরও ছয়জন তাঁদের মানিব্যাগ হারানোর বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে অন্তত ২২ জনকে পুলিশ আটক করেছে।

রমরমা ট্যাটুর

প্রায় দু'কিলোমিটারজুড়ে বসা দু'হাজার দোকানের বোল্লামেলায় এবার নজর কাড়ছে ৫০-৬০টি ট্যাটুর দোকান। নতুন ট্যাটু আঁকানোর পাশাপাশি পুরোনো প্রেমের স্মৃতি মুছতেও সেখানে ভিড় করছেন তরুণ-তরুণীরা। কারও হাতে প্রাক্তনের নাম ঢেকে তৈরি হচ্ছে নতুন নকশা, কেউ আবার নাম বদলে লিখিয়ে নিচ্ছেন পছন্দের শব্দ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ট্যাটু ব্যবসায়ী আজিজ সর্দার বলেন, 'নতুন ট্যাটুর পাশাপাশি অনেকে পুরোনো ট্যাটু বদলাতে আসছেন। এমন গ্রাহক বেশ ভালোই পাচ্ছি।'

বহুরূপী দল

বোল্লামেলায় কালীর সাজে নজর কাড়ছে বহুরূপীদের একটি দল। এক-দুজন নয়, অসমের বরপেটা থেকে এসেছেন সাতজন। তাঁদের মধ্যে রাম মণ্ডল কালীর সাজে হাতে খড়্গ নিয়ে অবস্থান করছেন মন্দির কমিটির মূল অফিসের রাস্তায়। দলের বাকিরাও মেলার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে রয়েছেন।

নজরদারি

মেলায় দর্শনার্থীদের সুরক্ষায় এবার মোতায়েন রয়েছে 'লুসি' ও 'জুনো'। বিদেশি প্রজাতির এই দুই প্রশিক্ষিত কুকুরকে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে গোটা মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা। সঙ্গে ছিলেন অন্য পুলিশ আধিকারিকরা।

জখম

শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বোল্লার অস্থায়ী হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েছেন ৬০ জন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা তুলনামূলক খারাপ হওয়ায় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জখমদের অধিকাংশই ভক্তদের ছোড়া বড় কদমার আঘাতে আহত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

সকাল থেকেই মেলা প্রাঙ্গণে তৎপরতা চোখে পড়েছে প্রাণীসম্পদ দপ্তরের কর্মীদের। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে দপ্তরের সক্রিয়তায় এদিন প্রতিটি পাঁঠার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়।



তুষারবৃষ্টি... *শুক্রবার কেদারনাথধামে।*

অশান্তির আবহে মোবাইলে আর্থিক লেনদেন বন্ধ গোপালগঞ্জে

হেঁটে দেশে ফেরার জল্পনা হাসিনার

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : তারেক রহমানের সরকার শেষমেশ বিমান না পাঠালে কি পায়ে হেঁটেই সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকবেন শেখ হাসিনা? আওয়ামী লিগ নেতাদের পশ্চিমবঙ্গের বেনাপোল-পেট্রাপোল এবং ত্রিপুরার একাধিক সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনের পর যে জল্পনা শুরু হয়েছিল হাসিনার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবু ওবাইদা আরিনের একটি মন্তব্যে তার পারদ চরমে উঠেছে। তিনি বলেছেন, 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার আর কোনও উপায় যদি না থাকে, এমনকি দিল্লি থেকে বাণিজ্যিক বিমানে ফেরানোর অনুরোধও না মানা হয় তাহলে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী পায়ে হেঁটে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরোতেও রাজি।'

আরিনের চ্যালেঞ্জ, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ঢাকা পর্যন্ত পাঁচ লক্ষ মানুষ মানবশৃঙ্খল তৈরি করে শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাবে।' বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে ঢাকার দূরত্ব প্রায় ২৩০ কিলোমিটার। তিনি জানিয়েছেন, হাসিনার সমর্থকরা ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ৪০৯৬ কিলোমিটার সীমান্তের মোট ৯টি সম্ভাব্য স্থান ইতিমধ্যে পরিদর্শন করে ফেলেছেন। অত্যন্ত চিন্তাভাবনা করে, নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক আয়োজন করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা যদি শেষমেশ পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তাহলে তা নজির হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এমনটা হলে আওয়ামী লিগ কর্মী-সমর্থকরা যেমন উজ্জীবিত হবেন, তেমনই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের চোখেও হাসিনার গ্রহণযোগ্যতা এবং ভাবমূর্তি প্রশ্নাতীত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বিএনপি সরকার অবশ্য এখনও হাসিনার দেশে ফেরার ইচ্ছাকে 'ফাঁকা আওয়াজ' হিসেবেই দেখছে। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর বলেছেন, 'ডিসেম্বরে শুধু শীত আসবে। আর কেউ আসবে না।' শেখ হাসিনাকে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাঝে কাঁটা বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। একইসঙ্গে তারেক-মন্ত্রীর সাফ কথা, 'সন্ত্রাসবাদীর জায়গা নির্ধারণ হয়ে গিয়েছে। তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে অথবা কঠোর নজরদারিতে আনা হবে।' তিনি সাফ জানিয়েছেন, 'আমাদের সম্পর্ক ভারত সরকারের সঙ্গে। সেটা হল, শেখ হাসিনা যদি বাংলাদেশে কোনও মিশনে যান, তাহলে সেখানে গ্রেপ্তার হবেন।'

তবে মুখে যাই বলুক, হাসিনাকে নিয়ে তারেক সরকারের অস্বস্তি যে ক্রমশ বাড়ছে তা পদ্মাপারে একের পর এক ঘটনাপ্রবাহেই পরিষ্কার। যেহেতু গোপালগঞ্জ থেকেই সবাধিক অশান্তির খবর মিলছে, তাই গোটা জেলাকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা চলছে সরকারের তরফে। গোপালগঞ্জ, টুঙ্গিপাড়ায় মোবাইল ফোনে আর্থিক লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু অ্যাকাউন্টও বন্ধ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে দাবি, অন্যান্য জেলার তুলনায় গোপালগঞ্জে 'অস্বাভাবিক মাত্রায়' আর্থিক লেনদেন হচ্ছিল। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি গোটা গোপালগঞ্জ জেলার সঙ্গে সংযোগকারী ট্রেন চলাচলও বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সরকারি বরাদ্দ আপাতত স্থগিত রাখার কৌশল নিয়েছে সরকার। শুধু তাই নয়, অশান্তি রুখতে দেশজুড়ে বিশেষ অভিযানে নেমেছে পুলিশ। শেখ হাসিনার প্রাক্তন উপ-প্রেসসচিব কেএম শাখাওয়াত মুন, মাদারিপুরের প্রাক্তন জেলা শাসক ইলিয়াস হোসেন এবং নিউটাউনে খুন হওয়া সাংসদ আনোয়ারুল আজিমের মেয়ে মুমতারিন ফিরদৌস ডরিন সহ গত ২৪ ঘণ্টায় আওয়ামী লিগের অন্তত ৩৩৮ জন নেতা-কর্মী-সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে পেন্টাগনের প্রাক্তন কর্তা মাইকেল রুবিন বাংলাদেশ শীর্ষক একটি সেমিনার থেকে কড়া বার্তা দিয়ে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং অন্যদের আগেভাগে জানিয়ে রাখা দরকার, শেখ হাসিনার মাথার একটি চুলেরও যদি ক্ষতি হয় তাহলে তাঁরাই একমাত্র দায়ী থাকবেন।' বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত যেন কোনওভাবেই আপস না করে, সেই আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।



■ ঢাকা কোনও বিমান না পাঠালে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে হাসিনা বাংলাদেশে ঢুকবেন বলে চর্চা চলছে

■ হাসিনার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবু ওবাইদা আরিন এমনটাই দাবি করেছেন

■ অশান্তির আবহে গোপালগঞ্জে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে কোপ

রুশ প্রতিরক্ষায় রেকর্ড অর্থ

মস্কো, ২৭ নভেম্বর : রাশিয়া ২০২৭-২৯ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ৫০ ট্রিলিয়ন রুবল-এরও বেশি (প্রায় ৬০৯ মিলিয়ন ডলার) অর্থ বরাদ্দ করল, যা ভারতীয় অঙ্কে দাঁড়িয়েছে ৫৬ লক্ষ কোটিরও বেশি। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এটাই সবাধিক অর্থ বরাদ্দ রাশিয়ার। ২০২৬ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষায় ১২.৯৩ ট্রিলিয়ন রুবল বরাদ্দ করা হয়। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে প্রতিরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে পুতিন সরকার।

পাচারে জার্মান নৌকা

বার্লিন, ২৭ নভেম্বর : ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে অবৈধ অভিবাসী পাচারে এবার সরাসরি নাম জড়াল জার্মানির এক নৌকা বিক্রেতা সংস্থার। ইউরোপীয় তদন্তকারীদের সন্দেহ, মানবপাচার চক্রকে নৌকা ও ইঞ্জিন জোগাচ্ছে 'ম্যারেবুটে'। তদন্তে উঠে আসা তথ্য রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো— চলতি বছরের প্রথম চার মাসে ছোট নৌকায় যত অবৈধ পারাপার হয়েছে, তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশেই ব্যবহৃত হয়েছে এই সংস্থার নৌকা বা ইঞ্জিন।

পিছু নেওয়ার শাস্তি

লন্ডন, ২৭ নভেম্বর : কারও পিছু নেওয়ার দিন শেষ হতে চলেছে ব্রিটেনে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে স্টকিং বা অবাঞ্ছিত নজরদারিকে এবার স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে চলেছে ব্রিটিশ সরকার। সাম্প্রতিক এক পর্যালোচনায় ধরা পড়েছে, প্রচলিত আইনগুলো যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর এবং প্রয়োগ করা কঠিন। সেই ফাঁকফোকর বুজিয়ে ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা ও দোষীদের কড়া শাস্তি নিশ্চিত করতেই নয়া আইনের পথে হাঁটছে লন্ডন।



ঘিরে ধরে কুয়াশা যখন... *শুক্রবার গুরুগ্রামে।*

বাংলাদেশের স্পিকারের নিশানায় ভারত

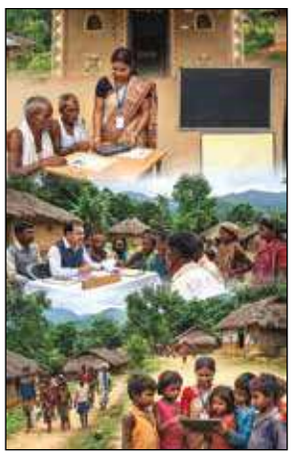
ইসলামাবাদ, ২৭ নভেম্বর : তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল ভারত। ঢাকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মসৃণ করতে দীনেশ ত্রিবেদীকে হাইকমিশনার হিসেবে পাঠিয়েছে নয়াদিল্লি। অথচ তারপরও পদ্মাপারে ভারত-বিদ্বেষে খামতি নেই। এনসিপি-জামায়াতের নেতাদের গরমাগরম বিবৃতি তো ছিলই। এবার পাকিস্তানে বসে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা নিয়েই গুরুতর প্রশ্ন তুললেন বাংলাদেশের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। বুধবার পাকিস্তানের পার্লামেন্ট হাউস পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, '১৯৭১ সালে ভারত বাঙালিদের কোনও সাহায্য করেনি। শুধু পাকিস্তানকে দুর্বল করেছিল।' শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনে বাংলাদেশ কার্যত ভারতের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি জানান, রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব মেনেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। শেখ হাসিনা আগামী ১০ বছরেও বাংলাদেশে ফিরবেন না বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'নয়াদিল্লি যদি হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে ন দেয় তাহলে ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হবে বাংলাদেশ।'

গ্রামে গিয়ে সুরাহা

আদিবাসী কল্যাণে কেন্দ্রের নয়া কৌশল

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : সরকারি শংসাপত্র, বৃত্তি কিংবা র‍্যাশন কার্ডে সামান্য সংশোধন— এতকাল এর জন্য জঙ্গল বা পাহাড়তলির প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম থেকে ব্লক ও জেলা দপ্তরের বারান্দায় চক্কর কাটতে হত সাধারণ মানুষকে। এবার সেই উলটো চাকা ঘোরানোর উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক। আমলাতান্ত্রিক দূরত্ব ঘুচিয়ে প্রশাসনকেই সরাসরি গ্রামের দুয়ারে পৌঁছে দিতে দেশের ২৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৫০টি জেলার প্রায় ৭৬ হাজার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে গড়ে তোলা হচ্ছে তৃণমূল স্তরের এক বিশাল নেটওয়ার্ক। 'আদি কর্মযোগী অভিযান' নামের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে যেন একটিও যোগ্য আদিবাসী পরিবার বাদ না পড়ে।

কী থাকছে এই নতুন ব্যবস্থায়? চিহ্নিত প্রতিটি গ্রামে একটি করে ঘর বরাদ্দ করে তৈরি হচ্ছে 'আদি সেবা কেন্দ্র', যা কাজ করবে এক-জানলা পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে। এখানেই প্রকল্পের খোঁজখবর, আবেদনপত্র জমা এবং অভাব-অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারবেন গ্রামবাসীরা। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রগুলির দেওয়ালে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নাম, ফোন নম্বর এবং গ্রামে আসার সাপ্তাহিক সূচি লিখে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে সরকারি কর্তারা সরাসরি এই কেন্দ্রে এসে সমস্যার নিষ্পত্তি করবেন। তামিলনাড়ুতে প্রাক্তন আদিবাসী



বিষয়ক সচিব বিভু নায়ারের চালু করা সফল মডেলের আদলেই দেশজুড়ে এই ব্যবস্থা গড়া হচ্ছে।

গোটা প্রক্রিয়ার নজরদারির জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, আবাসন, জীবিকা ও সামাজিক সুরক্ষার ৩২টি মাপকাঠি ঠিক করেছে কেন্দ্র। প্রাক ও উত্তর-মাধ্যমিক বৃত্তি, আয়ুষ্মান ভারত, সিকল সেল পরীক্ষা, পানীয় জল, রান্নার গ্যাস, এক দেশ এক র‍্যাশন কার্ড, জব কার্ড, পিএম-কিষান, জন ধন অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে বনাধিকার আইনে জমির পাট্টা, জাতিগত শংসাপত্র ও জন্ম নিবন্ধন—সবটাই খতিয়ে দেখা হবে। প্রশাসন ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সেতুবন্ধন করবেন স্থানীয় প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বা 'আদি কর্মযোগী'রা, যাঁদের প্রশিক্ষণ চলছে ডিজিটাল মঞ্চ ও রাজ্য প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। পিএম-জনমন ও ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের মতো প্রকল্পের সঙ্গেও একে যুক্ত করা হয়েছে।

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ৭৬,৯৬৩টি চিহ্নিত গ্রামের মধ্যে ৬৪,৭৫৫টিতে 'আদি সেবা কেন্দ্র' নথিভুক্ত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৪ শতাংশের বেশি। প্রতি গ্রামে দু'জন করে স্বেচ্ছাসেবকের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৩ হাজারের বেশি কর্মী যুক্ত হয়েছেন এবং ৪৯,৩৫০টি গ্রামে অন্তত একজন প্রতিনিধি পৌঁছেছেন। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স-তরাই থেকে জঙ্গলমহলের আদিবাসী বলয়ে এই প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়িত হলে প্রান্তিক মানুষের দীর্ঘদিনের হয়রানি অনেকটাই কমবে। তবে কাগজে-কলমে কেন্দ্র তৈরিই শেষ কথা নয়—সাপ্তাহিক সূচি মেনে কর্তারা নিয়মিত গ্রামে হাজির হন কি না, তাতেই লুকিয়ে এর আসল সাফল্য।

ভদোদরায় একে-৪৭ সহ ধৃত জইশ জঙ্গি

বায়ুসেনা ঘাঁটিতে 'লোন উলফ' হামলার ছক

আহমেদাবাদ, ২৭ নভেম্বর : বড়সড়ো নাশকতার ছক ভেস্তে দিল গুজরাট পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস)। ভদোদরার বায়ুসেনা ঘাঁটিতে 'লোন উলফ' (একক) হামলার পরিকল্পনার অভিযোগে পাকিস্তান-মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের এক সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম মহম্মদ সাহারুল ইসলাম (২২)। অসমের করিমগঞ্জের বাসিন্দা ওই তরুণের কাছ থেকে একটি একে-৪৭,২৩ রাউন্ড তাজা গুলি, দুটি খালি কার্তুজ, জইশের পতাকা, মোবাইল ফোন এবং সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে গুজরাট এটিএস-এর ডিআইজি সুনীল যোশি জানান, ভদোদরার বায়ুসেনা ঘাঁটিকে নিশানা করার ছক কষেছিল সাহারুল। এর আগেও গুজরাটে এসে সে সামরিক ঘাঁটি সহ একাধিক স্পর্শকাতর এলাকা রেকি করে এবং মোবাইলে ছবি তোলে। সাহারুলের ফোনে ভদোদরা বায়ুসেনা ঘাঁটির প্রবেশপথের একাধিক ছবি ও ভিডিও পাওয়া গিয়েছে। যোশি আরও জানান, পাকিস্তানে থাকা



এক হ্যান্ডলারের নির্দেশেই সে কাজ করছিল এবং হামলার পর পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার। ডিআইজি বলেন, 'ধৃতের হ্যান্ডলার মুফতি রফিক ওরফে ইবন আবদুল্লা জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত। নতুন মোবাইল ফোন কেনা, যাতায়াত, হোটেলে থাকা এবং পরবর্তী সময়ে এলাকা ছেড়ে পালানো, এই গোটা অভিযানের জন্য হ্যান্ডলার সাহারুলকে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিল।'

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, গত এক বছর ধরে জইশ হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সাহারুলের। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও গুজরাট এটিএস গত ছয় মাস ধরে তার ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল। ২৩ নভেম্বর তার গুজরাট যাত্রার খবর মেলে। নজরদারি এড়াতে অসম থেকে সরাসরি না এসে একাধিক বাস ও ট্রেন বদলে ঘুরপথে ভদোদরায় পৌঁছায় সে। তার মোবাইলে জইশের উগ্রপন্থী সাহিত্যও মিলেছে। পাকিস্তান থেকে পাচার হওয়া অস্ত্রের উৎস এবং স্থানীয় কোনও সহযোগী রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর আগে গত জুলাইয়ে আট জইশ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল গুজরাট এটিএস।

মহাকাশে ডেটা সেন্টার

ওয়াশিংটন, ২৭ নভেম্বর : পৃথিবীর মাটি ছেড়ে এবার মহাকাশেই ডেটা সেন্টার গড়তে চলেছে ইলন মাস্কের স্পেসএক্স! কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে মহাকাশে কম্পিউটিং ব্যবস্থা-সহ দশ লক্ষ পর্যন্ত উপগ্রহ পাঠানোর ছাড়পত্র দিয়েছে আমেরিকার ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন। 'স্টারমাইন্ড' নামের এই অভিনব নেটওয়ার্কটি সরাসরি মহাকাশ থেকেই এআই কম্পিউটিংয়ের বিপুল চাপ সামলাবে। প্রযুক্তির দুনিয়ায় মাস্কের এই নয়া পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে বড় চমক।

রসগোল্লা লুট, গাড়ির চালককে লাথি

বিলেতেও শিরোনামে 'ছোটে সরকার'

পাটনা, ২৭ নভেম্বর : ভারতের অন্যতম দরিদ্র রাজ্য বিহার, যেখানে প্রতি তিনজনে একজন বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার—অথচ সেখানেই মোকামার বিধায়ক 'ছোটে সরকার' ওরফে অনন্ত সিংয়ের মেয়ের বিয়ের এলাহি আয়োজন এখন গোটা বিশ্বের চর্চার বিষয়। পাটনার নাদওয়ান গ্রামে পাঁচ দিন ধরে চলা এই জাঁকজমক ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থবলের প্রদর্শন দেখে চোখ কপালে উঠেছে বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান ও ডেইলি মেইলের মতো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের।

গত ২৫ নভেম্বর আটলান্টা থেকে এমবিএ করা হৃষীকেশ কুমার ওরফে অঙ্কিতের সঙ্গে মেয়ে শিবাঙ্গীর বিয়ে উপলক্ষ্যে দশ বিঘারও বেশি জমিতে তাজমহলের আদলে মণ্ডপ, ছ'টি হেলিপ্যাড, ঘোড়দৌড় আর বিলাসবহুল গাড়ির বহর—কী ছিল না! চার লক্ষ অতিথির জন্য পাঁচশো রাঁধুনি, তিনশোর বেশি হেঁশেল, দেড়শোর



বেশি পদ, পঁচিশ লক্ষ রসগোল্লা ও পঞ্চাশ লক্ষ গোলাপজামুনের আয়োজন হয়েছিল। বিহার ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশ, এমনকি পাকিস্তানেও গিয়েছিল নিমন্ত্রণ। অনন্তের সাফ কথা, 'এটা তো আর সিনেমা-হল নয় যে টিকিট লাগবে!'

কিন্তু সেই রাজকীয় ভোজ শেষমেশ রূপ নেয় চরম বিশৃঙ্খলায়। আট-দশ কিলোমিটার যানজটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে পড়ে খোদ বিহার বিধানসভার অধ্যক্ষ প্রেম কুমারের কনভয়ও। ভিড় সামলাতে লাঠি উঁচিয়েছে রক্ষীরা, শূন্যে ছোড়া থালা লুফে নিতে ধাক্কাধাক্কি— এক অতিথির আক্ষেপ, খাবার জোগাড় করা যেন যুদ্ধ জেতা, পাত পাড়ার আগেই রসগোল্লা গায়েব! তার মধ্যেই বিতর্কে ঘি ঢেলেছে একটি ভাইরাল ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে, চলন্ত এসইউভি-র সানরুফে দাঁড়িয়ে গেরুয়া গামছা উড়িয়ে অতিথিদের অভিবাদন জানাতে জানাতেই আচমকা মেজাজ হারিয়ে নিজের গাড়ির চালককে একের পর এক লাথি কষাচ্ছেন বিধায়ক!

জেডিইউ থেকে বহিষ্কৃত অনন্তকে দুলারচন্দ যাদব হত্যা মামলায় আগামী ১ ডিসেম্বরের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এরই মধ্যে এই বিপুল খরচের উৎস জানতে ইডি ও আয়কর তদন্ত দাবি করেছেন আরজেডি সাংসদ মিসা ভারতী। যদিও অনন্তের দাবি, বন্ধুরাই সব খরচ জুগিয়েছেন। দারিদ্র্যের পটভূমিতে ক্ষমতার এই বেপরোয়া প্রদর্শনী ফের ভারতের রাজনীতির চরম বৈপরীত্যকেই বিশ্বমঞ্চে বেআব্রু করল।



স্বস্তি পেল না টাটা ট্রাস্টস

মুম্বই, ২৭ নভেম্বর : মামলা করেও স্বস্তি পেল না স্যর দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট এবং আরডি টাটা ট্রাস্ট। এন চন্দ্রশেখরনকে তৃতীয়বার পাঁচ বছরের জন্য টাটা সন্সের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসেবে পুনর্নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আইনি লড়াইয়ে নেমেছিল ওই দুটি টাটা ট্রাস্ট। কিন্তু শুক্রবার বম্বে হাইকোর্ট দুটি টাটা ট্রাস্টকে স্বস্তি দিতে অস্বীকার করে এবং ৩০ নভেম্বর টাটা সন্সের বোর্ডের যে সভা রয়েছে তা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী করার অনুমতি দিয়েছে। তবে বিচারপতি অভয় আহুজার বেঞ্চ জানিয়েছে, 'আমরা আজ কোনও স্বস্তি দিচ্ছি না। ৩০ নভেম্বরের সভা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলুক। সভার যে ফলাফলই হোক, তা আমাদের চূড়ান্ত আদেশের অধীন থাকবে।' টাটা ট্রাস্ট দুটি ওই সভা স্থগিত বা পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ২১ জানুয়ারি। টাটা সন্সের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী হরিশ সালভে। ট্রাস্টের পক্ষে ছিলেন অভিষেক মনু সিংভি।

রাজস্থানের ভোটে 'বহুরূপী' প্রার্থীর বাজিমাত

জয়পুর, ২৭ নভেম্বর : ভোটের ময়দানে দলবদলের গল্প হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু একইদিনে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তিনবার পোশাক বদলে কংগ্রেস, বিজেপি এবং নির্দল—তিন প্রতীকেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার নজির বোধহয় এই প্রথম! এমনই কাণ্ড ঘটিয়ে রাজস্থানে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন বতি কুমারী। তিনটি মনোনয়নপত্রই গৃহীত হয়েছে এবং শেষমেশ নির্দল প্রার্থী হিসেবে জিতেও গিয়েছেন তিনি!

ঘটনাটি রাজস্থানের ডিগ জেলার ব্রজনগর পঞ্চায়েত সমিতির। ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্দল হিসেবে জেতার পর পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান পদের নির্বাচনে এই কৌশল নেন বতি। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া তিনটি ভিডিওতে (যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা গিয়েছে, প্রথমবার লাল শাড়িতে মুখ ঢেকে প্রাক্তন বিধায়ক ওয়াজিব আলিকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দেন তিনি। মিনিট কয়েক পরই সবুজ সালোয়ার-কামিজ ও ওড়নায় মুখ ঢেকে হাজির হন রাজ্যের মন্ত্রী জওহর সিং বেধমের সঙ্গে, এবার তিনি বিজেপি প্রার্থী! এর কিছুক্ষণ বাদে ফের হলুদ শাড়ি পরে। এবার অবশ্য মুখ না ঢেকেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে তৃতীয় মনোনয়নপত্রটি জমা দেন বতি।

পোশাক বদলে তিন দলে মনোনয়ন!



কিন্তু কেন এমন আজব কাণ্ড? জানা গিয়েছে, কোনও একটি দলের টিকিটে লড়লে জয়ের ব্যাপারে সংশয়ে ছিলেন বতি। তাই জয়ের রাস্তা পাকা করতে শ্বশুর তথা প্রাক্তন প্রধান অর্জুন প্রধানের ছকে তিনটি পথই খোলা রেখেছিলেন তিনি।

নির্বাচনি নিয়ম অনুযায়ী, একজন প্রার্থী একটি আসনে সবোচ্চ চারটি মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারলেও লড়তে পারেন কেবল একটি দলের প্রতীকে বা নির্দল হিসেবে। সেখানে স্ক্রুটিনিতে এই ত্রুটি কীভাবে নজর এড়াল এবং একসঙ্গে তিন পরিচয়ে তিনি কীভাবে ভোটে লড়লেন, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও শেষ হাসি হেসেছেন বতিই। নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হওয়ার পর বিজেপির সমর্থন নিয়ে মসনদে বসছেন তিনি!

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৮৯ সংখ্যা, শনিবার, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩

বিরোধিতার ঘূর্ণিপাক

পশ্চিমবঙ্গবাসী নিজেদের রাজনীতি সচেতন বলে দাবি করে। কিন্তু বিধানসভা ভোটের পর গত ৬ মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি যে পথে এগোচ্ছে, তা এতকালের চেনা রাজনীতির একেবারে বিপরীতমুখী। শাসক বিজেপি হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজে হিন্দুত্বের ছাপ চোখে পড়ছে। পুজো থেকে শিল্প-সংস্কৃতির আঙিনা, শিক্ষা থেকে খেলাধুলো- সব জায়গায় হিন্দুত্ববাদ কায়েমের চেষ্টা শুরু হয়েছে।

উলটোদিকে বিরোধী শিবির ছন্নছাড়া। প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল ত্রিধাবিভক্ত। এনসিপিআই আবার এনডিএ-তে শামিল হয়েছে। গণতান্ত্রিক তৃণমূল মুখে বিরোধিতার কথা বলছে ঠিকই। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের ঋত-তৃণমূলের মাথায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত রয়েছে বলে মন্তব্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

কাগজে-কলমে বিরোধী দল হলেও গত ছয় মাসে ঋত-তৃণমূলের কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি চোখে পড়েনি। নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর দুটি কর্মসূচিতে ভালো ভিড় দেখা গিয়েছিল। কিন্তু 'ডিম থেরাপি'-র জেরে সেই অর্থে দলটিকে রাজপথের আন্দোলনে দেখা যায়নি। কোনও দলের দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় রাজপথ-অনুপস্থিতি শুধু সাংগঠনিক স্থবিরতা তৈরি করে না, মানুষের মনে নেতৃত্বের কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় জাগায়।

বিরোধী পরিসরের এই শূন্যতার মাঝে সিপিএম এবং বাম দলগুলি খানিকটা আশার আলো জাগিয়েছে। তাদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের বড় অংশজুড়ে রয়েছে বুকস্টলে হামলা। বাঙালির ঐতিহ্যগত বইপ্রেম ও মুক্তচিন্তার পরিসরে আঘাত নাগরিক মহলে আলোড়ন তুললেও বৃহত্তর জনমানসে তার অভিঘাত নিয়ে সংশয় থাকছেই। কংগ্রেস এসআইআর, মূল্যবৃদ্ধি এবং জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায় নেমেছে।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি বা প্রাতিষ্ঠানিক বিতর্কের মতো বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তবুও কংগ্রেসের কর্মসূচিগুলি বাংলায় সামান্য দাগও কাটতে পারেনি। সাংগঠনিক দুর্বলতা, বুথ স্তরে কর্মীর অভাব, প্রচারের সীমাবদ্ধতা এবং জনমানসে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে না পারার কারণে এই আন্দোলনগুলো বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ হয়ে থাকছে।

এই প্রেক্ষাপটে শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর মতে, বিজেপির সামনে নতুন থ্রেট বামপন্থীরা। আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী শিবিরের খণ্ডিত ও দুর্বল অবস্থার মধ্যে এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষণীয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 'দিমাগী নকশাল'দের নিশানা করছেন। অন্যান্য বিরোধী শক্তিকে পাশ কাটিয়ে বা গৌণ করে রাজ্য সরকার ও শাসক শিবির মূলত বামেদের প্রধান আদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করছে।

আসলে ত্রিধাবিভক্ত তৃণমূল ও সাংগঠনিকভাবে দুর্বল কংগ্রেসের তুলনায় বামেদের আদর্শগত অবস্থানকে সামনে রেখে শাসক শিবির মেরুকরণকে ধারালো করতে চাইছে। অন্যদিকে, বামপন্থীদের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক পরিসরে সক্রিয়তাকে শাসকদল দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে। একদিকে সর্বস্তরে হিন্দুত্বের বিস্তার, অন্যদিকে শাসক শিবিরের আক্রমণাত্মক ভাষা- এই দুইয়ের মাঝে বামপন্থীরা এখন জটিল অগ্নিপরীক্ষার সামনে।

সুস্থ ও পরিণত গণতন্ত্রে শক্তিশালী, সংগঠিত ও বিশ্বাসযোগ্য বিরোধী পক্ষের উপস্থিতি অপরিহার্য। বিরোধী কণ্ঠস্বর দুর্বল হলে শাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহির পরিসর সংকুচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এখন শাসক শিবিরের আধিপত্য ও আদর্শগত অগ্রগতির বিপরীতে বিরোধী পরিসর নানা খণ্ডে বিভক্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্প্রভ। ত্রিধাবিভক্তি, নেতৃত্বের শারীরিক ও কৌশলগত সীমাবদ্ধতায় তৃণমূলের রাজপথে অনুপস্থিতি আর বাম ও কংগ্রেসের আন্দোলনের সীমিত অভিঘাত- সব মিলিয়ে রাজ্যে বিরোধী শূন্যতার ছবিটা স্পষ্ট।

শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য এবং মুখ্যমন্ত্রীর লাগাতার আক্রমণের প্রেক্ষিতে বামেদের কেন্দ্র করে নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত মিললেও বিরোধী শিবির নিজেদের খণ্ডিত অবস্থান কাটিয়ে উঠতে না পারলে বাংলার রাজনীতির ভবিষ্যৎ একমুখী হয়ে ওঠার আশঙ্কা থেকে যাবে। গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজপথে ও জনমানসে কার্যকর ও দায়িত্বশীল বিরোধী কণ্ঠস্বরের পুনরুদ্ধার আজ সময়ের অন্যতম প্রধান দাবি।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

উত্তরপ্রদেশ দিয়ে ভারতকে বিচার নয়

ভারতীয় রাজনীতিতে অনেক প্রবাদ প্রচলিত বহুদিন ধরে। যেসবের অধিকাংশ আর খাটে না।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য



একই কথা শুনলে পাগল পাগল লাগে। যেখানেই কথা বলি, সেখানে নির্বাচন নিয়ে কথা উঠলে প্রচুর লোককে একটা কথা বলতে শুনি। কলকাতায়, দিল্লিতে, শিলিগুড়িতে।

কী কথা সেটা? ২৭ সালই নাকি ঠিক করে দেবে, ২৯-এ কী হবে! বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম- সব পার্টির সমর্থকের এক রা। এতবার শুনতে শুনতে মনে হয়, আজকের ভারতে এই যুক্তি কতখানি খাটবে? ভারতের নির্বাচনি ব্যবস্থা ও অঙ্ক তো পালটে গিয়েছে অনেক। পালটে গিয়েছে মানুষের ভাবনা। আর আগের মতো নেই।

ভারতীয় রাজনীতিতে এমন কিছু প্রবাদ শুনবেন, যা আমরা দশকের পর দশক ধরে ব্যবহার করে চলেছি কোনও প্রশ্ন না করেই। ১) ভারতীয়রা ভোট দেন না, নিজের জাতকে ভোট দেন। ২) বিরোধীদের ভোট ভাগ হলেই শাসকের জয়। ৩) ভারতে পেঁয়াজের দাম সরকার ফেলে দিতে পারে। ৪) দক্ষিণ ভারত উত্তরের উলটো পথে হাঁটে। ৫) বিহারে উন্নয়নের থেকে জাতের অঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা প্রবাদ- দিল্লির মসনদে যাওয়ার রাস্তা উত্তরপ্রদেশের মধ্যে দিয়েই যায়। সোজা কথায়, উত্তরপ্রদেশ যার, দিল্লি তার।

শেষ আপ্তবাক্যটা কি এখনও পুরোপুরি সত্যি? নাকি ভারতীয় রাজনীতির অতীত আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে রেখেছে? আচ্ছন্নও।

উত্তরপ্রদেশের মানুষ আগামী বছর যোগী আদিত্যনাথ সম্পর্কে কী ভাববেন, তা থেকে দু'বছর পরে দেশের মানুষ নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে কী ভাববেন, সেটা বুঝে ফেলা যায়? এতই সরল ভারতের নির্বাচনি অঙ্ক?

লখনউয়ের হজরতগঞ্জের রাজনৈতিক আলোচনা, বারাণসীর অসি ঘাটের আড্ডা আর রায়বরেলির গোলচৌরাহার চর্চার চরিত্র এক নয়। গোরখপুরের রাজনৈতিক আবহের সঙ্গে মেরঠের রাজনৈতিক আবহেরও বিস্তর ফারাক। নয়ডায় উন্নয়ন বলতে যা বোঝায়, অযোধ্যা বা বুন্দেলখণ্ডের প্রত্যন্ত গ্রামে উন্নয়ন বলতে তা বোঝায় না। উত্তরপ্রদেশকে বুঝতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে, একটা রাজ্যের মধ্যে আসলে অনেকগুলো উত্তরপ্রদেশ আজ জেগে।

একসময় কেন এই রাজ্য ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যবিধাতা ছিল, সেটা বোঝা দরকার। জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধি, চরণ সিং, রাজীব গান্ধি, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, চন্দ্রশেখর, অটলবিহারী বাজপেয়ী- কত প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল রাজ্যটা! পরবর্তীকালে মণ্ডল ও কমণ্ডলের রাজনীতিও উত্তরপ্রদেশকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে বড় অভিঘাত তৈরি করেছে। অযোধ্যা বদলে দিয়েছে ভারতের রাজনীতির অভিমুখ। আজ প্রধানমন্ত্রী মোদিও উত্তরপ্রদেশের সাংসদ। তবে ফারাক ঘটে গিয়েছে অনেক। অতীতের সেই রাজনৈতিক গুরুত্ব আর ভবিষ্যতের নির্বাচনি ফল নির্ধারণের ক্ষমতা এক জিনিস নয়।

উদাহরণ চাইবেন নিশ্চয়ই! খুব বেশি পিছনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ২০২২ সালে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ২৫৫ আসন। সমাজবাদী পার্টি ১১১। মাত্র দু'বছর পরে লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশেই বিজেপিকে বড় ধাক্কা খেতে হল।



দাদরিতে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। (ডানে) গোরক্ষপুরে 'একতা যাত্রা'য় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। –ফাইল চিত্র

একই ভোটার। একই মুখ্যমন্ত্রী। একই প্রধানমন্ত্রী। অথচ আলাদা ফল।

প্রিয় পাঠক আমার, বলুন তো, ২০২৭-এর ফল যদি ২০২৯-এর ফল বুঝিয়ে দেয়, তা হলে ২০২২ সালে কেন বোঝা গেল না ২০২৪-এ কী হতে চলেছে?

২০১২ সালে ২২৪ বিধানসভা আসন পেয়ে ক্ষমতায় এসেছিল সমাজবাদী পার্টি। দু'বছর পরেই উত্তরপ্রদেশের ৮০ লোকসভা আসনে বিজেপি জিতল ৭১টিতে। ২০০৭ সালে মায়াবতীরা বিধানসভায় ২০৬ আসন জিতে ক্ষমতায় আসেন। দু'বছর পর লোকসভায় মায়াবতীর দলের চেয়েও বেশি আসন পেয়েছিল কংগ্রেস।

সাফ কথা, এই তত্ত্বকে বারবার ভুল প্রমাণ করেছে উত্তরপ্রদেশ নিজেই।

এসব দেখে মনে হয়, ভারতীয় ভোটারদের রাজনৈতিক পরিণতমনস্কতাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিই না। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যাঁকে পছন্দ, প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও মুখ্যমন্ত্রীর দলকে পছন্দ করতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। নবীন পট্টনায়েকের ওডিশা, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দিল্লিতেও এই প্রবণতা দেখেছি আমরা।

উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় আর একটা জিনিস বরাবর অদ্ভুত লাগে। উত্তরপ্রদেশে ভালো কিছু হলে যোগীর কৃতিত্ব। খারাপ কিছু হলেও যোগীর ব্যর্থতা। যেন দিল্লির সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের কোনও সম্পর্কই নেই! অথচ দেখুন, দেশের মন্ত্রীসভার সবচেয়ে প্রভাবশালী তিনজনের দুজন উত্তরপ্রদেশের সাংসদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারাণসীর, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং লখনউয়ের। রাজনাথ আবার উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

বারাণসীকে শুধু যোগীর রাজ্যের একটা শহর হিসেবে দেখলে চলবে না। বারাণসী শহরের পর্যটন পরিকাঠামো, রেল, বিমানবন্দর, যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যের ছ'টি শহরকে কেন্দ্র করে যে প্রতিরক্ষা শিল্পবলয় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গেও রাজনাথের মন্ত্রকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।

উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন বা অবনমনের খতিয়ান তৈরি করতে বসলে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের সাফল্য যদি দুটো ইঞ্জিনেরই সাফল্য হয়, তবে ব্যর্থতার সময় শুধু একটা ইঞ্জিনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো কেন বাপু?

উত্তরপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে গাড়িতে দীর্ঘ পথ গেলে চমকে দেয় রাস্তা। কত বড় বড় শহর। এই পরিবর্তনের ইতিহাস শুধু যোগীর আমল থেকে শুরু হয়নি। যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে মায়াবতীর আমলে তৈরি হতে শুরু করেছিল। আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেন অখিলেশ যাদব।

আমাদের রাজনীতিতে পূর্বসুরির অবদান স্বীকার করার সংস্কৃতি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। যেন প্রত্যেক নতুন সরকারের আমলেই নতুন করে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।

আবার ঝকঝকে এক্সপ্রেসওয়ে থেকে নেমে গ্রামের ভিতরে কয়েক কিলোমিটার ঢুকলেই উন্নয়নের অন্য সংজ্ঞা খুঁজতে হয়। রাস্তা তৈরি হওয়া আর মানুষের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন এক কথা নয়।

উত্তরপ্রদেশের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। কিন্তু জাতীয় গড়ের তুলনায় এখনও অনেক কম। নয়ডার বহুতল অট্টালিকা আর পূর্ব উত্তরপ্রদেশের পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনের মধ্যে বিপুল ফারাক।

গোরখপুরের তরুণের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন চাকরি। মুজফফরনগরের আখচাষির কাছে ফসলের দাম। বারাণসীর নৌকাচালকের কাছে পর্যটকের সংখ্যা। বুন্দেলখণ্ডের কৃষকের কাছে জল।

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন মানেই হিন্দুত্ব, জাতপাত আর মন্দিরের রাজনীতি- এমন ধারণা উত্তরপ্রদেশের বাইরের মানুষের মধ্যে অনেক বেশি। ভিতরের রাজনীতিটা আরও জটিল।

২০২৪ সালে অযোধ্যা যে লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত, সেই ফৈজাবাদেই বিজেপির পরাজয় তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। একজন মানুষ রামভক্ত হতেই পারেন, অথচ জমির ক্ষতিপূরণ, জীবিকা কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

২০২৭ সালে যোগীর আইনশৃঙ্খলার মডেল, হিন্দুত্ববাদী ভাবমূর্তি, সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প যেমন গুরুত্বপূর্ণ হবে, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ হবে কর্মসংস্থান, জাতিগত সমীকরণ এবং অখিলেশের রাজনৈতিক জোটকৌশল। মায়াবতীর ভোট কোন দিকে যাবে, সেটাও প্রশ্ন। অবশ্যই এর কোনওটা অবিকল এক রকম থাকবে না ২০২৯ সালে।

সবচেয়ে বড় কথা, আজকের ভারত আর শুধু হিন্দি বলয়ের রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি নয়।

২০২৪ সালে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ৩৩ আসন পেয়েছিল। সমাজবাদী পার্টি ৩৭। কংগ্রেস ৬। এত বড় ধাক্কা খাওয়ার পরেও দিল্লিতে তৃতীয়বার সরকার গড়তে পেরেছেন মোদি।

কী করে?

উত্তরপ্রদেশে ক্ষতি হলেও ওডিশায় বিজেপি বিপুল সাফল্য পেয়েছিল। তেলেঙ্গানায় শক্তি বাড়িয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের সব আসন জিতেছিল। সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু এবং বিহারের নীতীশ কুমার।

দিল্লির ক্ষমতার চাবিকাঠি যদি শুধু লখনউতেই থাকত, তা হলে অমরাবতী আর পাটনার দিকে এত আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকতে হত না গোটা দেশকে।

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভূগোল বদলাচ্ছে। মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওডিশা- প্রত্যেকের নিজস্ব রাজনৈতিক চরিত্র রয়েছে। উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক ঢেউ এই রাজ্যগুলোয় পৌঁছাবেই, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, উত্তরপ্রদেশ গুরুত্ব হারিয়েছে। লোকসভার ৫৪৩টি আসনের মধ্যে ৮০টি উত্তরপ্রদেশে। এত বড় সংখ্যাকে উপেক্ষা করার সাধ্য কোনও জাতীয় দলের নেই।

অখিলেশ রাজ্যে নতুন স্লোগান দিয়েছেন, 'অচ্ছে দিন আয়ে নহি, বুরে দিন জানে ওয়ালে হ্যায়'। তবে যোগী তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হলে বিজেপির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাঁরই 'অচ্ছে দিন'। অমিত শা-দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে তাঁর নামও উঠবে মোদির উত্তরসূরি হিসেবে। অখিলেশ ক্ষমতায় ফিরলে বিরোধী শিবিরে তাঁর গুরুত্ব বাড়বে। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের চরিত্রও বদলাতে পারে।

সুতরাং ২০২৭ সালের নির্বাচন ২০২৯ সালের রাজনৈতিক প্রস্তুতির অভিমুখ ঠিক করতে পারে। তবে প্রস্তুতির অভিমুখ ঠিক করা আর দেশের ভোটের ফল ঠিক করে দেওয়া সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

হতে পারে, যোগীও থাকলেন, মোদিও থাকলেন। তারপরেও মনে হয়, উত্তরপ্রদেশ নিয়ে আমাদের পুরোনো আপ্তবাক্যটায় সামান্য সংশোধন প্রয়োজন। দিল্লির মসনদে যাওয়ার একটা বড় রাস্তা এখনও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে দিয়েই যায়। তবে সেটাই আর একমাত্র রাস্তা নয়। ভারতীয় রাজনীতিতেও এখন নতুন এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি হয়েছে অনেক।

সব রাজপথই লখনউ ছুঁয়ে যায় না।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৬২



শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে'র জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৮৮



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম।

আলোচিত



ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতার পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট। দ্যাখ, কেমন লাগে। আগেই বলেছিলাম, অবৈধ সিদ্ধান্ত। হাইকোর্ট স্পিকারের নির্দেশকে খারিজ করে দিয়েছে। জালি বিরোধী দলনেতা ছিল। চিফ হুইপ আখরুজ্জামানকেও খারিজ করেছে। এই প্রথম স্পিকারের কোনও সিদ্ধান্তকে খারিজ করল হাইকোর্ট। স্পিকারের পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করল। এটা খুশির খবর নয়। কারণ স্পিকার এত অসাংবিধানিক কাজ করেছেন। স্পিকারের নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। উনি সেটায় ব্যর্থ হয়েছেন।

- কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১



ব্রাসেলসে ইউরোপীয় কাউন্সিলের সম্মেলনে যোগ দিতে ঢুকছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি। সেখানে তাঁর ব্যাগ বইছেন স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো। দৃশ্যটি শেয়ার করে মজার ছলে ফিকো লেখেন, 'ইউরোপীয় সহযোগিতার মানে মাঝেমধ্যে সহকর্মীর জিনিস বইতে সাহায্য করাও হতে পারে!'

ভাইরাল/২



মেক্সিকোর ডেলিভারি কর্মীর কীর্তি ভাইরাল। বাইরে দাঁড়িয়ে ডিএইচএলের গাড়ি। এক কর্মী দামি 'প্লে স্টেশন ৫'-এর পার্সেল বাড়ির ভিতরে ছোড়ার চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয় চেষ্টায় সফল হন। গ্রাহকের অভিযোগ, বাক্সে ভঙ্গুর লেখা থাকলেও তোয়াক্কা করেননি। পার্সেলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জনমন জনমত

রাসের ঐতিহ্য ভুলে রাজনৈতিক প্রচার

কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা প্রতি বছর সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। উত্তরবঙ্গ, অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে সার্থক হয়ে ওঠে এই সম্প্রীতির মহামিলন মেলা।

এবছর মেলা ঘোষণার দিন থেকেই বিতর্ক তৈরি করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। তিনি ঘোষণা করেন, মেলার সম্প্রসারণ করা হবে— সার্কাস বসবে এবিএন শীল কলেজের মাঠে এবং বিভিন্ন ধরনের স্টল বসবে জেনকিন্স স্কুলের মাঠে। যা নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়। শেষমেশ কোচবিহারের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের প্রতিবাদ এবং এআইডিএসও-র বিক্ষোভ-ডেপুটেশন কার্যত রাজ্য সরকারের শিক্ষা-স্বার্থপরিপন্থী পরিকল্পনাকে বাতিল করতে বাধ্য করে। কিন্তু এখন রাসমেলার হোর্ডিংকে কেন্দ্র করে ফের বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বীর বিপ্লবী, অগ্নিযুগের প্রথম শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিটি কোচবিহারের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে অবস্থিত। ১৯৯০ সালে কোচবিহারের বিশিষ্টজনদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় কোচবিহারবাসীর কাছ থেকে সাহায্য তুলে কংক্রিটের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত হয়। কোচবিহারের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই ক্ষুদিরাম স্কোয়ার উল্লেখযোগ্য। গত দু'বছরে আরজি কর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিনই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল এই স্কোয়ার। অথচ রাসমেলা উপলক্ষ্যে ঢাউস একটি হোর্ডিং এই মূর্তিটিকে প্রায় পুরোপুরি ঢেকে লাগানো হয়েছে। যাঁরা লাগালেন বা যাঁরা এই লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন, তাঁরা একবারও ভাবলেন না কোচবিহারের মানুষের আবেগ যে মূর্তিকে ঘিরে, তাকে এভাবে ঢেকে দেওয়া যায় না। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ক্ষুদিরাম কমিটি ও বিভিন্ন সচেতন রাজনৈতিক দল। অবিলম্বে এই ঢাউস হোর্ডিং খুলে ক্ষুদিরাম স্কোয়ারের পরিচ্ছন্নতা ও সার্বিক পরিবেশ বজায় রাখা হোক। দ্রুত হোর্ডিং খোলা হোক, কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

আর একটি বিষয় দেখছি— পুরসভা পরিচালিত রাসমেলার এইসব হোর্ডিংয়ে রাস উৎসবের প্রচারের থেকেও প্রাধান্য পাচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের মুখ। তাহলে কি রাসমেলাকে ব্যবহার করে দলীয় বা রাজনৈতিক নেতাদের প্রচার করাটাই প্রশাসনের আসল উদ্দেশ্য? এবছর রাসমেলার হোর্ডিংয়ে লেখা হয়েছে 'ইতিহাস, বিশ্বাস, সংস্কৃতির' উৎসব। কিন্তু আমরা সকলেই জানি রাসমেলা সম্প্রীতির উৎসব। এই মেলা শুরু হয় যে রাস ঘুরিয়ে, তা তৈরি করে বংশপরম্পরায় একটি মুসলিম পরিবার এবং তা পূজিত হয় মদনমোহন মন্দিরে। এই সম্প্রীতিই কোচবিহারবাসীর কাছে গর্বের ও ঐতিহ্যের। অথচ তাকেই ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মনে প্রশ্ন জাগে, প্রশাসন কি সত্যিই মেলাকে উৎসবে পরিণত করতে চায়? নাকি মেলাকে ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাকে প্রচার করতে চায়?

কোচবিহারের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও রাজনৈতিক সচেতন মানুষ নিশ্চয়ই এর উত্তর খুঁজে পাবেন।

আসিফ আলম
ক্ষুদিরাম সরণি, কোচবিহার।

মহাকাল মন্দিরে সম্প্রীতির অনন্য সহাবস্থান

দার্জিলিংয়ের অবজার্ভেটরি হিলে শিব আরাধনা ও বৌদ্ধ প্রার্থনায় মিলেছে দুই ধর্মের ঐতিহ্য।

বিদ্যুৎ রাজগুরু



মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের জায়গাটি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে, এমন আশঙ্কা আজ নানা ক্ষেত্রেই শোনা যায়। ধর্মীয় পরিচয়, ভাষা কিংবা সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতা অনেক সময় দূরত্বের কারণ হয়ে ওঠে। অথচ বাংলার সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে সহাবস্থান ও পরস্পরের প্রতি সম্মানের ঐতিহ্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসে পরিচয় ও মানবিকতার প্রশ্নটি নানা স্তরে উঠে এসেছে। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও তিনি মানুষের মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়েছেন। দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে গেলে সেই সহাবস্থানের একটি জীবন্ত উদাহরণ চোখে পড়ে। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাচরণের পৃথক রীতি পাশাপাশি চলেছে। কারও বিশ্বাসকে অস্বীকার না করে একই পবিত্র পরিসরে উপাসনার এই ছবি পাহাড়ের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

দার্জিলিংয়ের ম্যাল বা চৌরাস্তা থেকে অল্প হাঁটাপথে অবজার্ভেটরি হিলের উপরে মহাকাল মন্দির। পাহাড়ের এই চূড়া শহরের পরিচিত দর্শনীয় স্থানগুলির অন্যতম। মন্দিরে পৌঁছাতে সরু পথ ধরে উঠতে হয়। দু'পাশে গাছপালা, ঝুলন্ত ঘণ্টা এবং রঙিন বৌদ্ধ প্রার্থনাপতাকা পথটিকে আলাদা আবহ দেয়। পরিষ্কার দিনে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং হিমালয়ের কয়েকটি শৃঙ্গ দেখা যায়। তবে মহাকাল মন্দিরের গুরুত্ব শুধু তার অবস্থান বা দৃশ্যের জন্য নয়। এই ধর্মস্থানে হিন্দু পুরোহিতের সঙ্গে বৌদ্ধ লামাকেও উপাসনা করতে দেখা যায়। দুজনেই নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি মেনে প্রার্থনা করেন। একই চত্বরে দুই ধারার উপাসনার এই সহাবস্থান দার্জিলিংয়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সামনে আনে।



মন্দিরের মূল উপাসনাস্থলে রয়েছে শিবলিঙ্গ। তার সামনে শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি। মন্দির চত্বরে কালী, দুর্গা, গণেশ ও হনুমানের উপাসনার জন্য ছোট ছোট মন্দিরও রয়েছে। অন্যদিকে, গাছ ও মন্দিরের চারপাশে বাঁধা বৌদ্ধ প্রার্থনাপতাকা, প্রার্থনাচক্র এবং ঘণ্টা এই স্থানের বহু ধর্মীয় আবহকে স্পষ্ট করে। এখানে আসা মানুষ কেউ পুজো দেন, কেউ প্রার্থনা করেন, কেউ বা নীরবে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। উপাসনার ধরন আলাদা হলেও স্থানটিকে ঘিরে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অনুভূতি এক সূত্রে বাঁধা। মন্দিরের পরিচিতি তাই কেবল হিন্দুদের একটি শিব মন্দির হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছেও অবজার্ভেটরি হিলের ধর্মীয় ত



বালুরঘাটের রথতলার সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া শ্রেয়ানশংকর দাস ১১তম জেলা তাইকোন্ডোতে সোনা ও পুমসে বিভাগে রুপোর পদক পেয়েছে।



সিনেমাকে ঘিরে উন্মাদনা আজ শুধুই স্মৃতি

একসময় টিকিট পাওয়াকে কেন্দ্র করে হলের সামনে হত মারামারি, বোমাবাজি

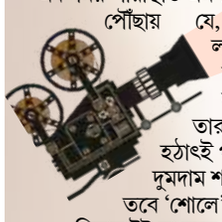
টিকিটের কালোবাজারি ঘিরে একসময় দাপট ছিল ব্ল্যাকারদের

মালদায় বন্ধ দুটি হল, বাকি দুটিতেও দর্শক কম; হারিয়েছে সিনেমা দেখার উন্মাদনা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৭ নভেম্বর : পরিণত বয়সে পৌঁছে বিখ্যাত ইতালিয়ান চলচ্চিত্রকার তথা 'দ্য গুড, দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য আগলি'-র নির্মাতা সের্জিও লিওনি বলেছিলেন, 'কচি বয়সে আমি তিনটি জিনিসে বিশ্বাস করতাম- মার্কসবাদ, সিনেমার অসীম সম্ভবনাময় ক্ষমতা ও ডিনামাইট। এখন আমি কেবল ডিনামাইটে বিশ্বাস করি!'

উক্তিটি দেওয়ার কারণ, 'শোলে'-র অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল ক্লিন্ট ইস্টউড অভিনীত ওই ছবিটি। তখন সত্তর দশকের মাঝামাঝি। সবে 'শোলে' মুক্তি পেয়েছে। পর্দায় জয়-বীরুর রসায়ন দেখতে গোটা মালদা শহর উদগ্রীব। নেতাজি সুভাষ রোডে রূপকথা সিনেমা হলের সামনে সকাল থেকেই উপচে পড়েছে মানুষের ভিড়। চারদিকে শুধু মাথা আর মাথা। টিকিটের জন্য হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। একসময় পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, টিকিটের লাইনে মারামারি লাগে।



তারপর হঠাৎই পরপর দুমদাম শব্দ! তবে 'শোলে'-র জন্য ডিনামাইট না হলেও, বোমা ফেটেছিল হলের সামনে।





নবীন সিনেমাহল (উপরে) ও রূপকথা সিনেমাহল।

পাঁচ দশক আগের সেই মালদায় সিনেমা মানেই ছিল অন্যরকম আবেগ। শহরে তখন চারটি সিনেমা হল—লছমি, রূপকথা, বিচিত্রা এবং নবীন। পছন্দের নায়কের সিনেমা মুক্তি পেলেই দর্শকদের ঢল নামত প্রেক্ষাগৃহের সামনে। টিকিটের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানো ছিল নিত্যদিনের ছবি। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সক্রিয় থাকত টিকিটের কালোবাজারিচক্র। পরিচিত ছিল 'ব্ল্যাকার' নামে। তাদের দৌরাত্ম্য, নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ, এমনকি বোমাবাজির ঘটনাও ঘটত।

মালদা শহরের প্রবীণ বাসিন্দা রমা চৌধুরীর স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল সেই দিনগুলি। তাঁর কথায়, ভালো সিনেমা এলেই একটি টিকিটের জন্য মারামারি ছিল নিয়মিত ঘটনা। টিকিটের কালোবাজারিকে ঘিরে ব্ল্যাকারদের মধ্যে সংঘর্ষও হত। প্রবীণ অমিতাভ মৈত্রর স্মৃতিতে রয়েছে আরও ভয়ংকর ছবি। তাঁর কথায়, একদল তরুণ টিকিটের লাইনে ব্লেড নিয়ে আসত। সামান্য বিবাদেই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মোতায়েন করতে হত।

সময়ের সঙ্গে বদলেছে সেই ছবি। বন্ধ হয়ে গিয়েছে লছমি ও বিচিত্রা। শহরের প্রবীণরা জানাচ্ছেন, 'শোলে' দেখাকে ঘিরে একবার উত্তপ্ত হয়েছিল রূপকথা সিনেমা হল চত্বর। হয়েছিল বোমাবাজি। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামতে হয়েছিল পুলিশকে। হয়েছিল লাঠিচার্জ। রক্তও ঝরেছিল।

একসময়ের জমজমাট প্রেক্ষাগৃহগুলির অস্তিত্ব আজ কার্যত স্মৃতির পাতায়। কোনওরকমে টিকে রয়েছে রূপকথা ও নবীন। শুক্রবার এই দুই হলে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে বাংলা ছবি 'বামাক্ষ্যাপা' চলছে। অথচ দর্শকের ভিড় নেই বললেই চলে। কয়েকজন বয়স্ক দর্শক এসেছেন সিনেমা দেখতে।

গোলাপট্টির বাসিন্দা তথা ছাপাখানার মালিক উৎপল মজুমদারের কাছেও সিনেমা হল মানে একরাশ স্মৃতি। তাঁর ছাপাখানায় একসময় সিনেমার টিকিট ছাপা হত। সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ছিল ১৯ পয়সা, আর সর্বোচ্চ ১ টাকা ২৫ পয়সা। আজ সেই টিকিটের দাম কয়েকশো টাকা। রূপকথা সিনেমা হলের বর্তমান মালিক ব্রতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বলছেন, 'ভালো সিনেমা এলে দর্শক এখনও হলে আসেন। তবে আগের মতো উন্মাদনা এখন আর নেই।'

একসময় সিনেমা দেখাকে কেন্দ্র করে যে এত কাণ্ড ঘটত, তা আজ হলগুলির সমানের শূন্যতাকে দেখে বোঝা দায়। আজ হলগুলির সামনে নেই আগের মতো দর্শকদের ভিড়। নেই টিকিটের জন্য হাহাকার বা ব্ল্যাকারদের দাপট। মোবাইলের পর্দা আর মাল্টিপ্লেক্সের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে সিনেমা হলের সেই পুরোনো দিন। মালদার সিনেপ্রেমীদের স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে শুধু একটি শব্দ, 'ব্ল্যাকার'।



পড়ন্ত বিকেল। শুক্রবার বালুরঘাটের চকভৃগুতে। ছবি : মাজিদুর সরদার

বইমেলার দায়িত্বে ফের অম্লানই

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৭ নভেম্বর : হাত ঘুরে ফের একবার মালদা জেলা বইমেলার দায়িত্বে ফিরে আসার সম্ভাবনা ইংরেজবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ির। তৃণমূলে থাকাকালীন তিনি পরপর তিনবার বইমেলার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। আর এখন তিনি বিজেপির বিধায়ক। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানও বটে। অভিজ্ঞতার নিরিখে বিজেপির আমলে আয়োজিত প্রথম মালদা জেলা বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক পদে ফের অম্লানকে দেখা যেতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শুধু তাই নয়, মূল কমিটির পাশাপাশি বিভিন্ন সাব-কমিটিতে অম্লানের অনুগামীদের প্রাধান্য বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও বইমেলা নিয়ে এখনই মন্তব্য করতে নারাজ অম্লান। তিনি জানিয়েছেন, আগামী ১ ডিসেম্বর বইমেলা নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

তৃণমূল আমলে বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অম্লান। তবে দলে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর শক্তি বাড়ায় অম্লানকে সরিয়ে বইমেলার যুগ্ম সম্পাদক করে দেওয়া হয় প্রসেনজিৎ দাসকে। তবে এখন পরিস্থিতি আলাদা। ক্ষমতার কেন্দ্রে রয়েছেন অম্লান। বিধানসভার মুখ্যসচেতক তিনি। ফলে তিনি যে বইমেলা কমিটির শীর্ষপদ পাচ্ছেন, সে ব্যাপারে একপ্রকার নিশ্চিত রাজনৈতিক মহলের একাংশ।



নতুন বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মালদা কলেজ ময়দানে বসতে চলেছে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম বইমেলার আসর। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ পান জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের ৮-১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ৩৯তম মালদা জেলা বইমেলা চলবে। তিনি বলেন, 'জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খুব শীঘ্রই বৈঠক বসতে চলেছে। আমাদের যা পরিকাঠামো, তাতে মালদা কলেজ ময়দানে বইমেলার আয়োজন করা হবে। আলোচনার মাধ্যমে বইমেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বইমেলা নিয়ে পরে জেলা কমিটি ও সাব-কমিটির বৈঠক হবে।'

কলকাতা বইমেলার পর রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম বইমেলা হিসেবে মালদা জেলার স্থান। দেশ ও বিদেশের বহু পাবলিশার্স মালদা বইমেলায় আসতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতি বছর কোটি টাকার বই বিক্রি হয়। গত বছর বুকস্টলের সংখ্যা ১৪০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করা হয়েছিল। এ ছাড়া নন-বুক স্টল ছিল ৫০টি। এ বছর সেই সংখ্যার পরিবর্তন হচ্ছে কি না, তা ওই বৈঠকে স্থির হবে। বইমেলা নিয়ে এখন থেকেই বই ব্যবসায়ী ও বইপোকাদের আগ্রহ তুঙ্গে। বই ব্যবসায়ী মহম্মদ হাবিবুল্লা বলেন, 'প্রতিবার বইমেলায় স্টল দিয়ে থাকি। শুধু রোজগারের লোভে নয়, শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে বইমেলার ভূমিকা অনস্বীকার্য।' গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র বিকাশ মজুমদারের কথায়, 'সারাবছর বইমেলার জন্য অপেক্ষা করি। মেলার সাতটা দিন কলেজ ময়দানে কাটে। গত বছর অনেক বই কিনেছিলাম। এ বছরও কিনব।'

স্কুলে উৎসব

মালদা, ২৭ নভেম্বর : নতুন ধানের চিঁড়ে, দই ও রসগোল্লা দিয়ে নবান্ন উৎসব পালন করল স্কুলের পড়ুয়ারা। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রদীপ, ফুল সহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় গোটা স্কুল চত্বর। তবে এই বছরই প্রথম নয়, গত তিন বছর ধরে মালদা শহরের মহেশপুর প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে নবান্ন উৎসব পালন করা হচ্ছে।

থানায় ডিএসপি

পুরাতন মালদা, ২৭ নভেম্বর : শুক্রবার মালদা থানা পরিদর্শনে এলেন ট্রাফিক ডিএসপি মোঙ্গেস সুব্বা। এদিন তিনি গোটা থানা চত্বর ঘুরে দেখেন। থানার যাবতীয় ফাইলপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পুলিশ ব্যারাক ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে কি না, সে বিষয়েও খোঁজখবর নেন।

বাম মিছিল

বালুরঘাট, ২৭ নভেম্বর : বর্ধমান ও ইছাপুরে বামপন্থী কর্মীদের উপর হামলা এবং দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগে প্রতিবাদে নামল সিপিএম। শুক্রবার মিছিল হয়।

বিভূতির সমালোচনা

নারায়ণ সরকার

পুরাতন মালদা, ২৭ নভেম্বর : পানীয় জল ইস্যুতে দলীয় পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তৃণমূল কাউন্সিলার। বঞ্চনার ক্ষেত্রে সরাসরি পুর চেয়ারম্যানকে নিশানা করলেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ হালদার। শুক্রবার দুপুরে ওয়ার্ডের শতাধিক বাসিন্দাকে নিয়ে পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর বক্তব্য, 'প্রতিটি ওয়ার্ডে অমৃত ২ প্রকল্পে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে পুর চেয়ারম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। যে কারণে দুই হাজার পরিবারের মধ্যে এখনও সাড়ে চারশো পরিবারকে সংযোগ দেওয়া হয়নি। চরম সমস্যায় পরিবারগুলি।' পুর চেয়ারম্যান এবং জেলা প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যা মেটেনি বলে বিশ্বজিতের অভিযোগ। দলীয় কাউন্সিলারের এহেন আন্দোলনকে অবশ্য ভালো চোখে দেখছেন না পুর চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ।

অমৃত ২ প্রকল্পে শহরের ২০টি ওয়ার্ডে ৫ হাজার ৮০০ পরিবারকে জলের সংযোগ দেওয়ার কথা। দুর্গাপুজোর আগে কাজ শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত সংযোগ দেওয়া হয়েছে ১,৬০০ পরিবারকে। পুরসভা সূত্রে খবর, লোলাবাগের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে যান্ত্রিক ত্রুটির পাশাপাশি গতিবেগ কমে যাওয়ায় বর্তমানে সংযোগ দেওয়ার কাজ বন্ধ। এদিকে,



১৯ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। যে কারণেই এদিন পুর চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী আধিকারিককে ডেপুটেশন দেন বঞ্চিত বাসিন্দারা। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে জেলা শাসক ও সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে অভিযোগ জানাবেন বলে জানান বিশ্বজিৎ। তিনি বলেন, 'যেখানে শহরের নাগরিকদের ফ্রিতে পানীয় জলের সংযোগ পাওয়ার কথা, সেখানে অনেককেই এর জন্য টাকা গুনতে হয়েছে।'

এদিন পুরসভায় ডেপুটেশন দিতে আসা ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পুষ্পা পাল বলেন, 'এই নিয়ে তিনবার পুরসভায় অভিযোগ জানানো হল। পানীয় জলের জন্য এভাবে হয়রানি হচ্ছি। পুরসভার ভাবা উচিত। পাশের বাড়িতে জল রয়েছে, আমাদের বাড়িতে নেই।' আরেক বাসিন্দা কুন্তীরানি হালদার বলেন, 'জলের জন্য খুব ভুক্তভোগী আমরা। পাশের বাড়িতে জল চেয়ে খেতে হয়। কতবার ঘুরব প্রশাসনের দরবারে? স্থায়ী ব্যবস্থা করুক।'

ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নিয়ে দলেরই কাউন্সিলার ডেপুটেশন দেওয়ায় বিষয়টিকে অন্য চোখে দেখছেন চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ। তিনি বলেন, 'কাউন্সিলার হয়ে মানুষকে এভাবে নিয়ে আসা ঠিক হয়নি তাঁর। আমরা ওই ওয়ার্ডে প্রায় ৫০টির মতো সংযোগ দিয়েছি। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আমরা বাকি সংযোগ দেওয়ার চেষ্টা করব।'

মাছ-মাংসের বাজারে মন্দা

বোল্লার টানে ফাঁকা বালুরঘাট শহর

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ নভেম্বর : বোল্লা গ্রামে দেবী রক্ষাকালীর পুজো ঘিরে ভক্তদের ঢল। আর তার প্রভাব পড়ল ১৫ কিলোমিটার দূরের বালুরঘাট শহরেও। শুক্রবার শহরের বাজারে মাছ-মাংসের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় ছিল তুলনামূলক কম। কোথাও দোকান খুললেও ক্রেতার সংখ্যা ছিল হাতগোনা। নিত্যদিনের তুলনায় রাস্তাও ছিল ফাঁকা। সব মিলিয়ে বোল্লা কালীপুজোকে কেন্দ্র করে এদিন বালুরঘাট ছিল অচেনা।

নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট মেনে শুক্রবার পূজিত হন বোল্লা রক্ষাকালী। সেই উপলক্ষ্যে শহরের বহু মানুষ এদিন সকাল থেকেই পাড়ি দেন বোল্লা গ্রামে। তার প্রভাব পড়ে শহরের আমিষ খাবারের বাজারে। সকালে পাওয়ারহাউস, তহবাজার, সাহেব কাছারি হাটখোলা সহ বিভিন্ন বাজারে মাছ ও মাংসের দোকানে ভিড় তেমন ছিল না। দোকানের সংখ্যাও ছিল কম। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত শহরের মণিমেলা বাজারে সাধারণত মাছের ভালো বেচাকেনা হয়। কিন্তু এদিন সেখানেও ছিল মন্দা। গুটিকয়েক মাছের দোকান খুললেও ক্রেতাদের আনাগোনা ছিল কম। এসপি অফিসের সামনের রাস্তার ধারে সারি সারি মাছের দোকানেও একই ছবি।



ক্রেতার দেখা নেই মাছবাজারে। শুক্রবার বালুরঘাট শহরে।

মাছ বিক্রেতা কনক হালদারের কথায়, 'বোল্লাপুজোর জন্য অনেকেই গ্রামে চলে গিয়েছেন। শহরে লোকজন কম থাকায় মাছের বিক্রিও অনেকটা কমেছে।' আরও এক বিক্রেতা মন্টু দাসের বক্তব্য, 'অন্যদিন যে পরিমাণ মাছ বিক্রি হয়, এদিন তার ধারেকাছেও পৌঁছানো যায়নি। পুজোর দিন শহরবাসীর অধিকাংশ মানুষ নিরামিষ খাবার খেতে চান। তাই ক্রেতার সংখ্যাও কম।' মঙ্গলপুরের বাসিন্দা বিকাশ বর্মন বললেন, 'বাজারে এসে দেখছি বেশিরভাগ মাছের দোকান বন্ধ। পুজোর জন্য অনেকেই হয়তো বোল্লায় গিয়েছেন। মাছ-মাংস বিক্রি কম হবে ভেবে হয়তো অনেকে দোকান বসাননি। তাই বাজারে লোকজনও কম।'

শহরের রাস্তাতেও ছিল পুজোর প্রভাব। প্রতিদিন টোটোর ভিড়ে যে শহরের একাধিক রাস্তায় যানজটের পরিস্থিতি তৈরি হয়, এদিন তা ছিল কার্যত শুনসান। শহরে টোটোর সংখ্যা ছিল কম। অনেক টোটোচালকও ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের বোল্লা মন্দিরে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। থানা মোড়, মঙ্গলপুর, বাসস্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন এলাকার ট্রাফিক পয়েন্টেও ছিল না চেনা ব্যস্ততা। অধিকাংশ সময় সিগন্যালে হলুদ বাতি দেখে নির্বিঘ্নে চলাচল করেছেন যানবাহন ও পথচারীরা। কুণ্ডু কলোনির বাসিন্দা সুশান্ত কুণ্ডুর কথায়, 'বোল্লাপুজো দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের কাছে বড় উৎসব। শহরের বহু মানুষ মন্দিরে যান। তাই বালুরঘাটও অন্যদিনের তুলনায় ফাঁকা ছিল।' শিবতলির বাসিন্দা সানু সরকার বললেন, 'প্রতিদিন শহরের রাস্তায় টোটো ও গাড়ির ভিড়ে চলাচল করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এদিন রাস্তায় বেরিয়ে একেবারে অন্য ছবি দেখলাম।'

বোল্লা রক্ষাকালীপুজোর প্রভাব যে শুধু মন্দির চত্বর বা গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়, তা শুক্রবারের বালুরঘাট শহরের ছবিতেই স্পষ্ট।



পৃথিবীর পাঠশালা

উলটো হয়ে ঝুলে চলা ট্রেন



রেললাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন ছুটবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু জামানির উপার্টাল শহরের ট্রেনটি চলে ঠিক তার উলটো কায়দায়। ১৯০১ সাল থেকে চলে আসা এই ঐতিহাসিক রেলগাড়িটি চাকায় ভর করে নয়, বরং ওপরে থাকা ইস্পাতের লাইন থেকে শূন্যে ঝুলে ঝুলে এগোয়। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ঠিক ওপর দিয়ে বাতাসে ভেসে চলে এর বগিগুলো। একবার তো প্রচারের জন্য টুফি নামের এক বাচ্চা হাতিকেও এই ঝুলন্ত ট্রেনে চড়ানো হয়েছিল। যদিও ভয় পেয়ে হাতিটি জানলা ভেঙে নীচের নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল এবং অক্ষত অবস্থায় সাঁতরে পাড়ে উঠে আসে। আজও এই ঝুলন্ত ট্রেনটি শহরের অন্যতম নিরাপদ যান।

গাছের ডালে চড়া ছাগল



মরক্কোর শুকনো অঞ্চলে গেলে চোখ কপালে ওঠার মতো এক দৃশ্য দেখা যায়। সেখানে আস্ত ছাগলের পালকে দেখা যায় বিশাল সব আরগান গাছের উঁচু ডালে অনায়াসে চড়ে বসে থাকতে। আসলে এই গাছের ফল ছাগলদের ভীষণ প্রিয়। খাবারের লোভে তারা ত্রিশ ফুট উঁচু সরু ডালেও ভারসাম্য রেখে উঠে পড়ে। তবে এতে প্রকৃতিরও বড় উপকার হয়। ছাগলেরা ফলের বাইরের নরম অংশটুকু খেয়ে ভেতরের শক্ত বীজটা নীচে ফেলে দেয়। সেই বীজ থেকেই যেমন নতুন গাছ জন্মায়, তেমনই স্থানীয় মহিলারা সেগুলো কুড়িয়ে তৈরি করেন বিশ্ববিখ্যাত দামি আরগান তেল।

কার্বন শুষে নেওয়া ছোট্ট দেশ

বিশ্বজুড়ে দেশগুলো যখন পরিবেশ দূষণ কমাতে হিমসিম খাচ্ছে, তখন প্রতিবেশী ভুটান নীরবে করে দেখিয়েছে অসাধ্যসাধন। পৃথিবীর হাতেগোনা যে ক'টি দেশ কার্বন নিঃসরণের চেয়ে বেশি কার্বন শোষণ করে, ভুটান তার মধ্যে প্রথম সারিতে। সে দেশের সংবিধানেই কড়া নিয়ম রয়েছে যে, দেশের অন্তত ষাট শতাংশ জমি সব সময় ঘন জঙ্গলে ঢাকা থাকতে হবে। বর্তমানে ভুটানের সত্তর শতাংশের বেশি এলাকা সবুজ অরণ্যে ভরা। উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে অর্থনীতির বদলে তারা গুরুত্ব দেয় মানুষের সুখ আর প্রকৃতির সুস্থতাকে। ছোট্ট এই পাহাড়ি দেশটি গোটা পৃথিবীর কাছে পরিবেশ রক্ষার এক জীবন্ত পাঠশালা।



আগ্নেয়গিরির তাপে পাউরুটি

কোনও অভেন বা গ্যাসের উনুন নয়, আইসল্যান্ডের অনেক বেকারিতে পাউরুটি সেঁকা হয় সোজা মাটির তলায়। সেখানকার উষ্ণ প্রস্রবণের আশপাশে থাকা কালো আগ্নেয় বালির নীচে প্রচণ্ড তাপ জমে থাকে। রুটি বানানোর মণ্ড বড় ধাতব পাত্রে ভরে সেই ফুটন্ত বালির প্রায় এক ফুট নীচে পুঁতে রাখা হয়। চব্বিশ ঘণ্টা পর মাটি খুঁড়ে বের করে আনলেই তৈরি হয়ে যায় মিষ্টি স্বাদের সুস্বাদু রাই পাউরুটি। এক ইউনিট বিদ্যুৎ বা গ্যাস খরচ না করে প্রকৃতির নিজস্ব উনুনে রান্না করার এই প্রাচীন রীতি আজও আইসল্যান্ডের মানুষের ভীষণ প্রিয়।

পাতাবাহার থেকে নবাঙ্কুর

পাঠ্যবইয়ের খোলনলচে বদল

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে স্কুলের বইয়ের ব্যাগে বড়সড়ো বদল আসতে চলেছে বাংলার। আগামী ২ জানুয়ারি 'বই দিবস'-এ সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোর পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হবে সম্পূর্ণ নতুন নামের পাঠ্যবই।

পূর্বতন তৃণমূল জমানায় চালু হওয়া প্রাকপ্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৭টি পাঠ্যবইয়ের নাম বদলে দিচ্ছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ও স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সিলেবাস কমিটির চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী দীর্ঘদিনের পরিচিত বহু নাম এবার বিদায় নিচ্ছে।

নতুন তালিকায় প্রাকপ্রাথমিকের জনপ্রিয় 'কাটুম কুটুম' হয়ে যাচ্ছে 'রেখাচিত্র' এবং 'মজারু'র নাম হচ্ছে 'রং ও রেখা'। প্রথম শ্রেণির 'আমার বই'য়ের নাম বদলে হচ্ছে 'নবপল্লব'। দ্বিতীয় শ্রেণিতে তার নাম হবে 'নবদিগন্ত'। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির 'পাতাবাহার' বইগুলো যথাক্রমে 'নবাঙ্কুর', 'উন্মেষ' ও 'নবদিশারী' নামে ছাপা হবে এই শিক্ষাবর্ষ থেকে।

বদলেছে উচ্চপ্রাথমিকের ইতিহাস ও ভূগোলের নামও। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির 'অতীত ও ঐতিহ্য' এবার যথাক্রমে 'প্রাচীন ইতিহাস', 'মধ্য ইতিহাস' এবং 'আধুনিক ইতিহাস' নামে পড়ানো হবে। 'আমাদের পৃথিবী' বদলে হয়েছে 'ভূ-পরিচয়'। তবে পরিবর্তনটা যে নিছক মলাটের নামে আটকে নেই, তা স্পষ্ট। অধ্যাপক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশে জানুয়ারি থেকে পাঠক্রমে আসছে গভীর আদর্শগত ও বিষয়গত রদবদল।

পূর্বতন তৃণমূল আমলে অষ্টম শ্রেণিতে যুক্ত হওয়া 'সিঙ্গুর আন্দোলন' ও ষষ্ঠ শ্রেণির 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের অধ্যায় বাদ পড়ছে। তার বদলে যুক্ত হচ্ছে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। প্রতিটি বইয়ের শুরুতে ছাপা থাকবে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম' গানটি। পাশাপাশি মোগল যুগ, ব্রিটিশ আমল ও মার্কসবাদের অংশ কমিয়ে সিনৌলি ও রাখিগড়ির সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, ভারতীয় সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

ভাষাতেও কাটছাঁট হচ্ছে। 'পানি' বা 'আব্বা'-র মতো শব্দের বদলে প্রচলিত বাংলা শব্দ এবং রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' বা 'সিরাজদ্দৌলা'-র জায়গায় 'শিবাজি উৎসব' ও 'মেবার পতন' আনার প্রস্তাব এসেছে। শাসক শিবিরের যুক্তি, দলীয় প্রচার সরিয়ে শিকড়মুখী ও আধুনিক শিক্ষায় জোর দেওয়া হচ্ছে। বিরোধীদের পালটা অভিযোগ, পাঠ্যবইয়ের গৈরিকীকরণ চলছে।

প্রথম শ্রেণির 'আমার বই'য়ের নাম বদলে হচ্ছে 'নবপল্লব'। দ্বিতীয় শ্রেণিতে তার নাম হবে 'নবদিগন্ত'। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির 'পাতাবাহার' বইগুলো যথাক্রমে 'নবাঙ্কুর', 'উন্মেষ' ও 'নবদিশারী' নামে ছাপা হবে এই শিক্ষাবর্ষ থেকে।





একটু উষ্ণতা পেতে সোনালি রোদে হরিণের দল। আদিনা ফরেস্টে। শুক্রবার। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

হেরোইন বাজেয়াপ্ত

জঙ্গিপুর, ২৭ নভেম্বর : স্কুটারে পাচারের সময় ৪ কেজি ২৪৯ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় চার কোটি টাকা। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে এই সাফল্যের কথা জানান জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ফরাক্কার এসডিপিও দীপেন্দ্র তামাং। সামশেরগঞ্জ থানার আইসি কুণালকান্তি দাসের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বাসুদেবপুর সংলগ্ন নতুন জালাদিপুর পিলকি মোড় থেকে মিনারুল নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তি লালগোলা থানার বাজুপুরের বাসিন্দা। ধৃতকে বিশেষ এনডিপিএস আদালতে তোলা হলে বিচারক ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সমর্থন মন্ত্রীর

বহরমপুর, ২৭ নভেম্বর : আসানসোলে কুখ্যাত দুষ্কৃতী প্রতাপ দাসকে ধরতে পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনায় সমর্থন জানালেন মুর্শিদাবাদে নিহত বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলের পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার তাঁরা পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করার পাশাপাশি সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

পদ খারিজ

প্রথম পাতার পর

তবে সরকার ও অধ্যক্ষের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে জিতলেও বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচনে সাংবিধানিক নৈতিকতার দায় এড়াতে পারবে না বিজেপি। মমতাপন্থী বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'বালিশ চাটার বালিশ ফেটে তুলো বেরিয়ে গিয়েছে। স্পিকার নিরপেক্ষ হলে চাটন কোনও অবস্থায় বিরোধী দলনেতা হত না।'

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল। অধ্যক্ষ এবার নতুন করে চিন্তাভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, যাতে বিধানসভার ভিতরে বিরোধী দলশূন্য অবস্থা না থাকে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বিরোধীকে নানাভাবে শাসকের অনুগত করার এই প্রচেষ্টা সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসক-বিরোধী ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে।'

অন্যদিকে, দলের নাম, নির্বাচনি প্রতীক এবং দলীয় তহবিলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মমতা ও ঋতব্রত শিবিরের আইনি লড়াই আরও জটিল হল। শুক্রবার দিল্লির নির্বাচন সদনে শুনানিতে বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল ঋতব্রত শিবিরের নতুন করে নথি ও হলফনামা জমা দেওয়ার আবেদন। নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় নতুন নথি গ্রহণে আপত্তি জানায় মমতা শিবির। কমিশন ঋত শিবিরের কাছে জানতে চায়, আরও কত দিন সময় প্রয়োজন। ঋতব্রত শিবির তিন সপ্তাহ সময় চায়। কমিশন শেষপর্যন্ত দু'সপ্তাহ সময় দিয়েছে।

সাজ বোল্লাকালীর

প্রথম পাতার পর

আকাশে হেলিকপ্টার উড়ল, ঝরল ফুলও; কিন্তু অনেক উঁচু থেকে পুষ্পবৃষ্টি হওয়ায় সেই দৃশ্য উপভোগ করতে পারলেন না ভক্তরা।

দুপুর ১২টা ৫৮ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ থেকে উত্তরে বোল্লার আকাশে একবার মহড়া দিয়ে যায় হেলিকপ্টার। দুপুর ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ উত্তর দিক থেকে ভেসে আসে হেলিকপ্টারের শব্দ। মুহূর্তে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের মধ্যে। অনেকটা ওপর দিয়ে উড়তে উড়তেই হেলিকপ্টার থেকে ছড়ানো হয় ফুলের পাপড়ি। কিন্তু আকাশ থেকে ঝরে পড়া ফুল মাটিতে পৌঁছানোর আগেই যেন মিলিয়ে যায় চোখের আড়ালে। অধিকাংশ পাপড়িই ছিল হলুদ গাঁদার। গোলাপের পাপড়ি চেনার উপায়টুকুও ছিল না। তিনবার হেলিকপ্টার আকাশ থেকে ফুল ছড়ালেও মন্দিরের চূড়ায় বা মন্দির চত্বরে পুষ্পবৃষ্টির দৃশ্য কার্যত চোখেই পড়েনি। রায়গঞ্জ থেকে আসা সুবর্ণা সরকার অবশ্য নিজের ছাদে একটি ছোট্ট গাঁদা ফুলের পাপড়ি খুঁজে পান। সেটিই সযত্নে রেখে দেন স্মৃতি হিসেবে। বোল্লার বাসিন্দা সঞ্চিতা সরকারের কথায়, 'কত দূর দিয়ে গেল! ফুল ছড়াল ঠিকই, কিন্তু এতটাই দূরে যে ধোঁয়ার মতো লাগছিল। গোলাপের পাপড়ি তো বোঝাই গেল না। মনে হল সবটাই গাঁদা ফুলের পাপড়ি।'

হিলি থেকে সকালেই এসেছিলেন কুমারেশ রায়। তাঁরও আক্ষেপ, 'মন ভরল না। মন্দিরের ওপরেও কিছুক্ষণ দাঁড়াল না। মন্দিরে তো ফুলই পড়ল না। এর থেকে না করাই ভালো ছিল।'

পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা জানান, হেলিকপ্টারটি প্রায় ৫০০ ফুট উচ্চতা দিয়ে উড়েছে। জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেন, 'আমি এবং এসপি দুজনেই হেলিকপ্টারের ট্রায়ালে ছিলাম। সবটাই ভালোভাবে হয়েছে। ঠিকঠাক সম্পন্ন হয়েছে।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, মেলায় অস্থায়ী দোকান ও প্যান্ডেল থাকায় নীচু দিয়ে হেলিকপ্টার ওড়ালে প্রবল হাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। সেই কারণেই উচ্চতা বজায় রাখা হয়।

পুজো ও মেলার নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না প্রশাসন। তিন হাজারেরও বেশি পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন রয়েছেন। পুলিশ সুপার নিজে কন্ট্রোল রুমের পরিস্থিতি তদারকি করছেন। এমনকি তিনি নিজেই ভিনরাজ্য থেকে আসা পান্ডাদের সকলকে স্কুলের প্রাঙ্গণে নিয়ে আসেন। তাঁদের সবার পরিচয়পত্র যাচাই করে নাম-ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে পুলিশ। পুলিশ সুপার বলেন, 'এখনও পর্যন্ত সব ঠিকঠাক রয়েছে। আশা করছি আগামী তিনদিনও সব ঠিকঠাক থাকবে।' মেলা কমিটির সদস্য অনির্বাণ দাসের কথায়, মন্দিরের গেটে নিরাপত্তার জন্য নেট বসানো হয়েছে। বোল্লায় বলি নিয়ে নির্দিষ্ট রীতি রয়েছে। মেলা কমিটির সদস্য তুষার দাস জানান, এ বছরও নিয়ম মেনে দুটি পাঁঠাবলি দেওয়া হবে। বাকি পাঁঠা উৎসর্গের পর ছেড়ে দেওয়া হবে, নাকি বলি দিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবেন, তা ভক্তদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।

এদিন দানের রসিদ কাটার কাউন্টারের সামনে লাইন থাকলেও তা অন্য বছরের মতো লম্বা নয়। অনেকের মতে, অগ্রহায়ণ মাসে পুজো হওয়ায় ধান কাটার ব্যস্ততা ভিড়ে প্রভাব ফেলেছে।

মেলায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলায় জলসত্র উদ্বোধন করেন তিনি।

কড়া হাইকোর্ট

প্রথম পাতার পর

এরপরই রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ দেন বিচারপতি।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও সিএমওএইচ-কে সপ্তাহে অন্তত দু'দিন শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে চিকিৎসক পাঠাতে হবে। তারজন্য নির্দিষ্ট দিন ও সময় উল্লেখ করে একটি স্থায়ী সাপ্তাহিক রোস্টার তৈরি করতে হবে। নির্ধারিত চিকিৎসক কোনও কারণে অনুপস্থিত থাকলে বিকল্প চিকিৎসক পাঠিয়ে পরিষেবা সচল রাখতে হবে। প্রতিটি বন্দির জন্য আলাদা 'হেলথ রেকর্ড' বা স্বাস্থ্য নথি রাখতে হবে, যেখানে পরীক্ষার তারিখ, রোগের লক্ষণ ও প্রেসক্রিপশন লিখে চিকিৎসককে স্বাক্ষর ও পদমর্যাদা উল্লেখ করতে হবে। এই নথি সুপারের হেপাজতে থাকবে এবং আদালত বা কর্তৃপক্ষ চাইলে তা পেশ করতে হবে। এছাড়া, চিকিৎসক কখন এলেন, কতক্ষণ থাকলেন এবং কতজন বন্দিকে দেখলেন, তার আলাদা রেজিস্টার রাখতে হবে সুপারকে। কোনও বন্দির জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরবর্তী নির্ধারিত দিনের জন্য অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন চিকিৎসক কোন দিন এবং কত সময়ে সংশোধনাগারে যাবেন, তা আগে থেকে জানাতে হবে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে। একই ব্যবস্থা রাজ্যের সমস্ত জেলা ও মহকুমার সংশোধনাগারেও কার্যকর করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে আদালত। এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার যুক্তিতে জামিন চেয়েছিলেন অভিযুক্ত। সার্কিট বেঞ্চের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটার অভ্রজ্যোতি দাস বলেন, 'অভিযুক্তের কাছ থেকে বাণিজ্যিক পরিমাণে নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার হয়েছে এবং শুধুমাত্র এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার কারণে এনডিপিএস আইনের ৩৭ নম্বর ধারার কড়া শর্ত শিথিল করে জামিন দেওয়া যায় না। রাজ্যের এই যুক্তিতে সায় দিয়ে বিচারপতি অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন এবং নিম্ন আদালতকে দ্রুত চার্জ গঠন ও সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'

তিন মাস পর মেয়ের জন্ম শংসাপত্র মেলার আশ্বাস

দিনহাটা, ২৭ নভেম্বর : গত ৮ সেপ্টেম্বর দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটামারির বাসিন্দা আবদুল হাবিবের স্ত্রী দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। এরপর জন্ম শংসাপত্র নিতে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গেলে তাঁদের রেসিডেন্সিয়াল শংসাপত্র আনতে বলা হয়। কিন্তু স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল অফিস থেকে ব্লক অফিস এবং বিধায়কের দপ্তরে গিয়েও সেই কাগজ মেলেনি। ফলস্বরূপ মেলেনি মেয়ের জন্ম শংসাপত্রও।

এ নিয়ে খবর বেরোতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বৃহস্পতিবারই আবদুল হাবিবের হাতে দেওয়া হয় রেসিডেন্সিয়াল শংসাপত্র। শুক্রবার সেই শংসাপত্র সহ অন্যান্য কাগজ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেন আবদুল হাবিব। যার রিসিভড কপিও তাঁকে দেওয়া হয়। আবদুল বলেন, 'সাত-আট দিনের মধ্যে জন্ম শংসাপত্র পেয়ে যাব বলে জানানো হয়েছে। এতদিন পর শংসাপত্র পাব ভেবে ভালো লাগছে। তবে বাবা হিসেবে আর কাউকে যাতে এভাবে হয়রানি না হতে হয়, সেটা প্রশাসনের দেখা উচিত। বিশেষ করে যাঁদের এসআইআর-এ নাম রয়েছে, তাঁদের যাতে এভাবে হয়রানির শিকার হতে না হয়, সেই বিষয়টি দেখা উচিত।'

আবদুল হাবিবকে আইনি সহায়তা দেওয়া অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ সিভিল রাইটস নামে সংগঠনের জেলা সম্পাদক সাইদুল মিয়াঁর কথায়, 'আমরা যখনই এই খবর পাই, তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আইনি সহযোগিতার জন্য আইনজীবীদের বিশেষ টিম তৈরি করি। অবশেষে আবদুল হাবিব মেয়ের জন্ম শংসাপত্র হাতে পেতে চলায় আমাদের লড়াই সার্থক হল।'

বোল্লার জন্য স্পেশাল ট্রেন

গৌতম দাস

গাজোল, ২৭ নভেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে বোল্লা কালীপুজোর মেলায় যাওয়া ভক্তদের দাবি ছিল বোল্লায় পুজো উপলক্ষ্যে স্পেশাল ট্রেন দেওয়ার। ভক্তদের সেই দাবি মেনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এবার ০৫৪৭১ আপ এবং ০৫৪৭২ ডাউন একজোড়া স্পেশাল ট্রেন দিয়েছে। বোল্লামেলা উপলক্ষ্যে শুক্র, শনি এবং রবিবার তিনদিন কোচবিহার থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত এই স্পেশাল ট্রেন চলবে। স্টপ দেওয়া হবে বোল্লামেলার কাছে বিকুচে। ফলে গাজোলের দিক থেকে দুপুরবেলা বোল্লামেলায় যাওয়া দর্শনার্থীদের অনেকটাই সুবিধা হবে।

ভোর ৫টার সময় কোচবিহার থেকে ছেড়ে গাজোল স্টেশনে দুপুর ১২টা ১২ মিনিটে পৌঁছাবে এই স্পেশাল ট্রেন। এরপর দর্শনার্থীদের নিয়ে রওনা দেবে বালুরঘাটের উদ্দেশে। বালুরঘাটে পৌঁছানোর সময় বেলা ২টো ২০ মিনিট। এক ঘণ্টা পর ৩টে ২০ মিনিটে বালুরঘাট থেকে ট্রেন ছাড়বে। বেলা ৩টে ৩০ মিনিট নাগাদ স্টপ রয়েছে বিকুচে।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, মালদা থেকে গাজোল হয়ে বালুরঘাট যাওয়ার একাধিক ট্রেন রয়েছে। প্রতিটি ট্রেনকে বোল্লামেলার কাছে স্টপ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকালবেলা গাজোল থেকে প্রথম ট্রেন রয়েছে ৬টা ১২ মিনিটে, শিয়ালদা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস। এরপর সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে নবদ্বীপধাম-বালুরঘাট এক্সপ্রেস এবং দুপুর ১২টা বেজে ১২ মিনিটে রয়েছে স্পেশাল ট্রেন। এর কিছুক্ষণ পর দুপুর ১২টা বেজে ৪০ মিনিটে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, বিকেল ৩টে বেজে ৫০ মিনিটে হাওড়া-বালুরঘাট এক্সপ্রেস এবং শেষ ট্রেন রয়েছে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে তেভাগা এক্সপ্রেস। প্রতিটি ট্রেন বোল্লা মেলায় দাঁড়াবে।

এদিন সকাল থেকেই গাজোল স্টেশনে বোল্লামেলায় যাওয়ার জন্য ভক্তদের ভিড় চোখে পড়ে। অনেকেই যাচ্ছেন হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি এবং সন্ধ্যার লেসার শো দেখার জন্য। শিলিগুড়ি থেকে সপরিবারে যাচ্ছেন মামণি কর। তাঁর বক্তব্য, 'সরকার মেলার জন্য একটি স্পেশাল ট্রেন দিয়েছে। এটি খুব ভালো উদ্যোগ। এর ফলে দর্শনার্থীদের অনেক সুবিধা হবে।' বর্ধমান থেকে এবারই প্রথম বোল্লামেলায় যাচ্ছেন জয়দেব দাস। জয়দেব বললেন, 'বোল্লা মায়ের নাম অনেক শুনেছি। এবারই প্রথম যাচ্ছি। আশা করছি ভালোই লাগবে।' অন্যান্য বছর সন্ধ্যায় বোল্লা মায়ের পুজোতে যান গাজোলের কেয়া ঠাকুর। কিন্তু এবার অনেক আগেই যাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, 'হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি হবে এবং সন্ধ্যায় লেসার শো। এগুলো দেখার জন্যই একটু আগে থেকে যাচ্ছি। রেল বোল্লামেলার জন্য স্পেশাল ট্রেন দেওয়ায় সকলেরই খুব সুবিধা হবে।'



জালে রেলকর্মী

প্রথম পাতার পর

ওই কোয়ার্টারের পাশের ফ্ল্যাটে বসবাসকারী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সকলের কাছে পান্ডেজি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা থাকলেও ক'দিন আগে তাঁরা বাড়ি গিয়েছেন। আজ সকালে দেখছি কোয়ার্টার সিল করা।'

সিবিআই সূত্রে খবর, মডিফায়েড অ্যাশিওর্ড ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন (এমএসিপি) পাইয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ছিল ওই করণিকের বিরুদ্ধে। যাঁর থেকে তিনি ঘুষ চেয়েছিলেন, তিনিই বিষয়টি সিবিআই-কে জানান। এরপর থেকেই ওই করণিকের ওপর নজর রাখছিল সিবিআই। বৃহস্পতিবার এমএসিপি পাইয়ে দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন উমাশংকর। রেল সূত্রে খবর, সিবিআইয়ের তরফে এখনও লিখিতভাবে কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে, উমাশংকর গ্রেপ্তার হতেই এমএসিপি নিয়ে ডিআরএম ভবনে ফিশফাশ শুরু হয়েছে। অনেকেই নিজেদের প্রাপ্য নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন। এমএসিপি হল রেলওয়ে কর্মীদের ১০ বছর পর ইনক্রিমেন্টের একটা সিস্টেম। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই রেলকর্মীদের লেভেল বৃদ্ধি হয়। অভিযোগ, এমএসিপি নিয়ে একটা চক্র তৈরি হয়েছে রেলে।

শুক্রবার দুপুরে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রেলকর্মী বলেন, 'তিন বছর আগে আমার এমএসিপি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমাকে বলা হয় আমার রিপোর্ট কার্ডে নাকি ভালো পারফর্মেন্সের উল্লেখ নেই। তাই আমি এমএসিপি পাব না।' একই অভিযোগ তুলে আরও এক কর্মী বলছেন, 'ছয় মাস হয়ে গেল আমার স্ত্রীর এমএসিপি আটকে রয়েছে। এখানে একটা চক্র কাজ করছে। আমরা চাই সিবিআই এই চক্রকে ভাঙুক।'

আসন বৃদ্ধি, সায় কেন্দ্রের

প্রথম পাতার পর

লোকসভায় তামিলনাড়ুর ৭.১৮ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব কোনওভাবেই কমতে দেওয়া যাবে না।

নতুন প্রস্তাবে সেই উদ্বেগের জায়গাটি বিবেচনায় আসায় ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে ডিএমকে-র অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এনসিপিও (শারদ পাওয়ার) আনুষ্ঠানিকভাবে আসন পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবকে সমর্থনের কথা জানিয়েছে। দলের নেতা জিতেন্দ্র আওহাদ শুক্রবার মুম্বইয়ে শারদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করার পর বলেন, সংবিধানের বিধান অনুযায়ী আসন পুনর্বিন্যাস হওয়া প্রয়োজন। সুপ্রিয়া সুলে এবং দলীয় সাংসদরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দল এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবে।

তবে বিলের খসড়া হাতে না পাওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত অবস্থান নিতে নারাজ 'ইন্ডিয়া' জোটের বহু শরিক। মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতা না করলেও আসন পুনর্বিন্যাসকে নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। তাদের আশঙ্কা, মহিলা সংরক্ষণের আড়ালে দেশের লোকসভা ও বিধানসভার রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সামগ্রিক কাঠামো বদলে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে। বিরোধীদের বক্তব্য, বিলের বিষয়বস্তু এবং রাজ্যগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত কি না, তা খতিয়ে দেখেই সমর্থন বা বিরোধিতা করা হবে।

শনিবার কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে বৈঠকে বসবেন 'ইন্ডিয়া' জোটের ফ্লোর লিডাররা। কেন্দ্রের প্রস্তাবিত বিলের মোকাবিলায় বিরোধীদের যৌথ কৌশল নিয়েই আলোচনা হবে। শুক্রবার সোনিয়া গান্ধির বাসভবনে কংগ্রেসের সংসদীয় কৌশল নির্ধারণ কমিটির বৈঠক বসেছিল। সেখানে রাহুল গান্ধি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমাদের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট। কংগ্রেসের হাতে সংখ্যা থাকুক বা নাই থাকুক, আমরা ডিলিমিটেশন বিলের সর্বাত্মক বিরোধিতা করব। বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থে ডিলিমিটেশন বিলটি পুনরায় আনতে চাইছে।' বৈঠকের পর দলের আরেক নেতা গৌরব গগৈ বলেন, 'আমরা গোড়া থেকে বলে আসছি, লোকসভার বর্তমান আসনসংখ্যা বজায় রাখা উচিত। এই আসনসংখ্যার ভিত্তিতেই ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ করা উচিত। লোকসভায় বিভিন্ন রাজ্যের আনুপাতিক হার আগামী ২৫ বছর বজায় রাখা উচিত।' দলের সমস্ত সাংসদকে আগামী রবিবার সকাল ১০টার মধ্যে দিল্লিতে উপস্থিত থাকার জন্য হুইপ জারি করেছে কংগ্রেস।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন। রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছে। রাহুলকে মমতা জানিয়েছেন, যে পরিস্থিতিই তৈরি হোক না কেন, বিরোধী জোটের পাশে থাকবে তৃণমূল। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন ম

নভেম্বর মাসের বিষয় : ট্রাভেল ফোটোগ্রাফি

কাজিরাঙ্গা, অসম



প্রথম : কুণাল চক্রবর্তী
(আলিপুরদুয়ার জংশন, আলিপুরদুয়ার) ক্যানন ইওএস ৭ডি মার্ক২

নুবরা ভ্যালি, লাদাখ



দ্বিতীয় : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক৪

মানস, অসম



তৃতীয় : ডঃ সৌমেন সরকার
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস ৯০ডি

কন্যাম, নেপাল



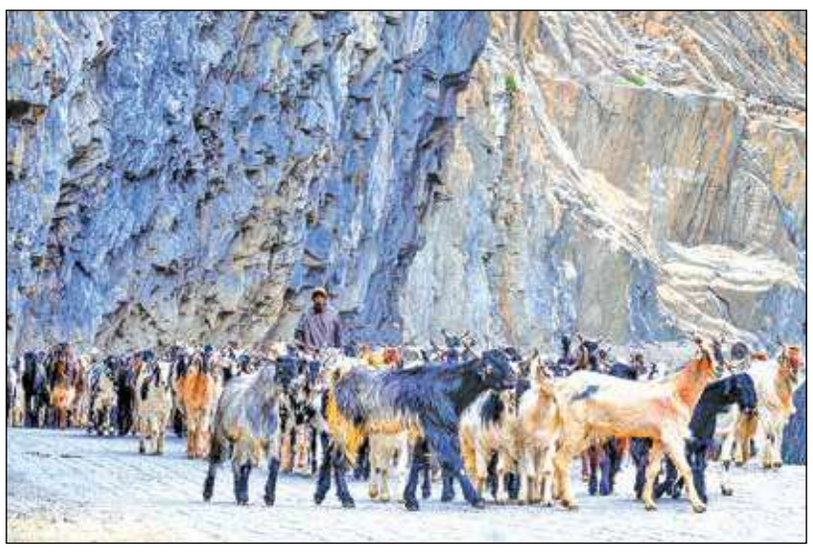
চতুর্থ : গৌরব বিশ্বাস
(শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি) সোনি এ৬৩০০

কাটরা মসজিদ, মুর্শিদাবাদ



পঞ্চম : পার্থ চক্রবর্তী
(ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি) নিকন ডি৭৫০

জোজিলা পাস, জম্মু-কাশ্মীর



ষষ্ঠ : মমি জোয়ারদার
(রথখোলা, শিলিগুড়ি) সোনি আলফা ৭সি

অযোধ্যা, উত্তরপ্রদেশ



সপ্তম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫-২

গোপালধারা টি এস্টেট, মিরিক



অষ্টম : প্রবাল সরকার
(মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার) রিয়েলমি নারজো ৭০ প্রো

রকি বিচ, পণ্ডিচেরি



নবম : ডঃ উদয়ন মজুমদার
(হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি) সোনি এ৬৭০০

চিত্র বিচিত্র

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

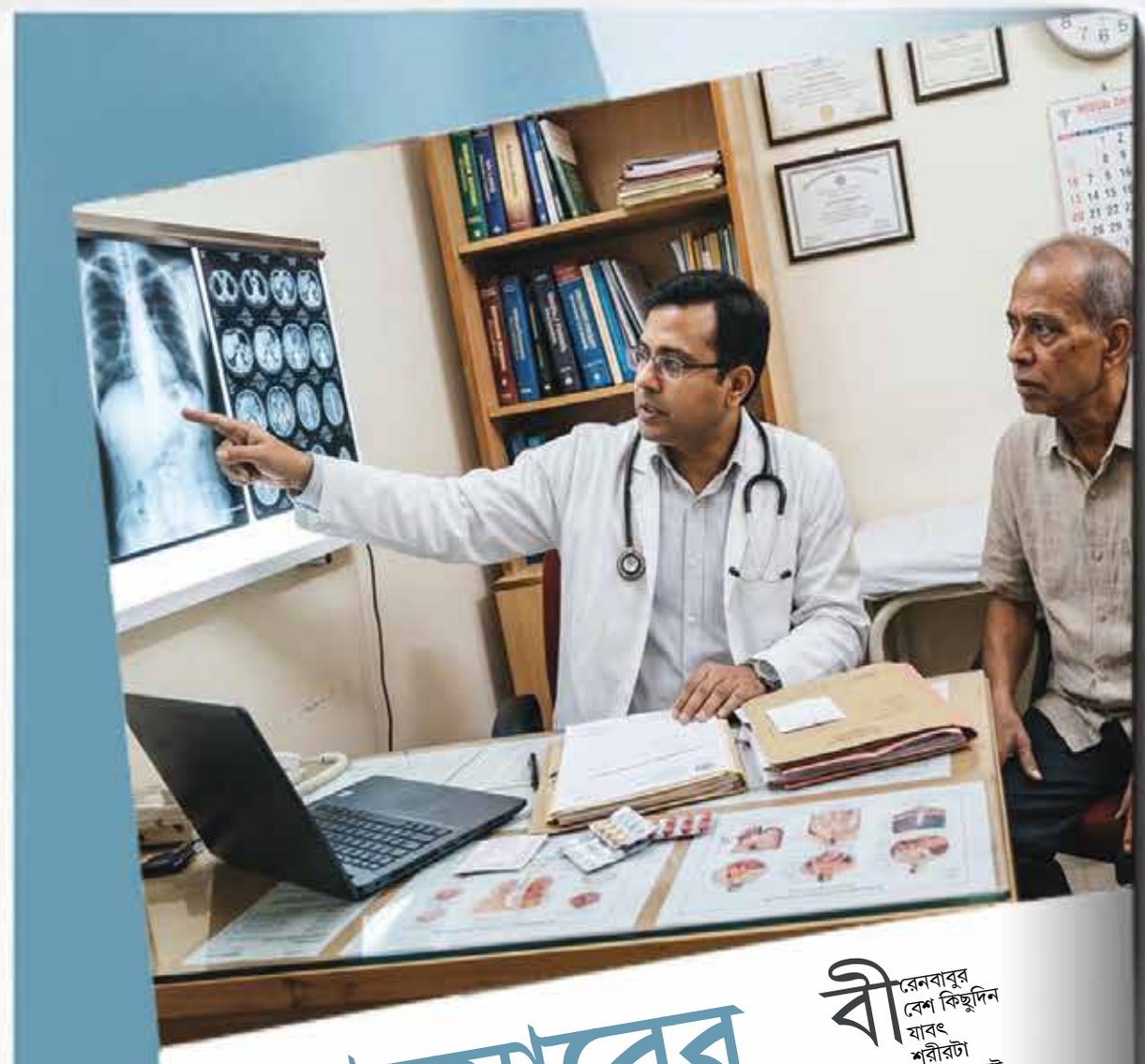
আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

ঋতুপর্ণা ধর, কোহিনুর কর, ঋত্বিকা কর, রাসেল সরকার, অভিমন্যু দাস, মৌমি সাহা, রোহিত দে, ডঃ পার্থ কুণ্ডু পোদ্দার, ইন্দ্রাণী সিং রায়, সঞ্জীব সরকার, কিশোর মজুমদার, শ্বেতা মহন্ত, চন্দ্রাণী সরকার, পারিজাত সিং রায়, অমিতাভ সাহা, সাত্যকি চক্রবর্তী, শুভাশিস রায় চৌধুরী, শান্তনু বিশ্বাস, সুমন চক্রবর্তী, প্রত্যয় রায়, ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণেন্দু আচার্য, জয়ন্ত থোকদার, অভিরূপ ভট্টাচার্য, মধুমিতা দাস, ডঃ সুশান্তকুমার দাস, অর্যমা দাস, মুগ্ধ আদিত্য, অর্পিতা গুহ মজুমদার, শাশ্বত দেব, সুচিস্মিতা সমাদ্দার, সাথী ঘোষ, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর আদিত্য, প্রমিত দাস, ইন্দ্রজিৎ সরকার, তাপস ভৌমিক, অভিজিৎ পাল ও অমিত দাস।

সার পাস, হিমাচলপ্রদেশ



দশম : সৌম্যকমল গুহ
(স্কুলপাড়া, কালিয়াগঞ্জ) নিকন ডি৫৩০০



ক্যানসারের ছদ্মবেশে বিরল অসুখ



ক্যানসারের মতো দেখতে হলেও সব অস্বাভাবিক মাংসপিণ্ড ক্যানসার নয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার এক অদ্ভুত গোলমালেও আক্রান্ত হতে পারে একাধিক অঙ্গ। লিখেছেন কলকাতার এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি ও রিউমাটোলজির কনসালট্যান্ট রিউমাটোলজিস্ট ও অ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর ডাঃ অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়।

বীরেনবাবুর বেশ কিছুদিন যাবৎ শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। পেটে কেমন একটা ব্যথা, সারাক্ষণ অস্বস্তি আর জ্বালাপোড়া। গত সপ্তাহেই ছিল তাঁর ৬০ বছরের জন্মদিনের অনুষ্ঠান। কিন্তু সেই আনন্দের পার্টিটাও ঠিকমতো উপভোগ করতে পারলেন না। মনে মনে ভাবছেন, ষাটের গণ্ডি পেরোতেই কি শরীরে কোনও বড় অসুখ বাসা বাঁধল? আজকাল যে হারে ক্যানসার বাড়ছে, তাতে ভয় পাওয়ার কারণও তো কম নেই!

দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেন। পেটের সিটিস্ক্যান হল। রিপোর্টে দেখা গেল, অগ্ন্যাশয়ের (প্যানক্রিয়াস) মাথার দিকে একটি বড় মাংসপিণ্ডের মতো অংশ বা Mass। চিকিৎসকের মনে প্রথমেই যে আশঙ্কা তৈরি হল, তা হল অগ্ন্যাশয়ে ক্যানসার (প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসার)। এ তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা! কিন্তু আরও কিছু পরীক্ষা, বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন এবং বায়োপসির পর জানা গেল, এটি ক্যানসার নয়। রোগটির নাম IgG4-Related Disease (IgG4-RD)। ক্যানসার নয় জেনে যেমন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, তেমনই এমন অচেনা রোগের নাম শুনে কিছুটা ভয়ও পেলেন বীরেনবাবু।

IgG4 কী এবং কেন হয়

IgG4-Related Disease একটি বিরল ইমিউন-মেডিয়েটেড বা রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াজনিত রোগ। এতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে প্রদাহকারী কোষ, বিশেষ করে IgG4-পজিটিভ প্লাজমা সেল জমা হতে থাকে। এরফলে অঙ্গের স্বাভাবিক গঠন ও কাজ ব্যাহত হয়। দীর্ঘদিন চলতে থাকলে সেখানে ফাইব্রোসিস বা টিস্যু শক্ত হয়ে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়।

আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অ্যান্টিবডি, যা জীবাণু ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরুদ্ধে লড়াই করে। IgG এমনই একটি অ্যান্টিবডির শ্রেণি। এর চারটি উপশ্রেণির মধ্যে IgG4 একটি।

এই রোগে IgG4-এর ভূমিকা থাকলেও শুধু রক্তে IgG4-এর মাত্রা বেড়ে গেলেই রোগটি হয়েছে বলা যায় না। আবার রোগ থাকলেও কারও কারও রক্তে IgG4 স্বাভাবিক থাকতে পারে। রোগ নির্ণয়ের জন্য উপসর্গ, রক্তপরীক্ষা, সিটি বা এমআরআই এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বায়োপসির রিপোর্ট একসঙ্গে বিচার করতে হয়।

কোন কোন অঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে

এই রোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, শরীরের একাধিক অঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে। অনেক সময় একাধিক অঙ্গে একসঙ্গে অথবা বিভিন্ন সময়ে রোগের প্রকাশ ঘটে।

অগ্ন্যাশয় : এখানে প্রদাহ হলে তাকে অটোইমিউন প্যানক্রিয়াটাইটিস বলা হয়। এতে পেটের ব্যথা, জন্ডিস, ওজন কমে যাওয়া, এমনকি ডায়াবিটিসও হতে পারে। অনেক সময় সিটিস্ক্যানে ক্যানসারের মতো Mass দেখা যায়।

লালা ও অশ্রুগ্রন্থি : চোখের নীচে বা চোয়ালের দু'পাশে ব্যথাহীন ফোলাভাব দেখা দিতে পারে। মুখ শুকিয়ে যাওয়া, চোখ শুকিয়ে যাওয়া বা চোখে অস্বস্তি হতে পারে।

চোখ ও চোখের চারপাশ : চোখের পিছনে প্রদাহ বা টিস্যু জমে চোখ সামনের দিকে বেরিয়ে আসা, চোখ নাড়াতে অসুবিধা কিংবা দৃষ্টিশক্তির সমস্যা হতে পারে।

কিডনি : কিডনির টিস্যুতে প্রদাহের ফলে কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। অনেক সময় কোনও স্পষ্ট উপসর্গ না থাকলেও রক্ত পরীক্ষায় কিডনির সমস্যার ইঙ্গিত মেলে।

ফুসফুস : কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে অস্বস্তি কিংবা ফুসফুসে বিভিন্ন ধরনের ছায়া বা গিঁট দেখা যেতে পারে।

পিত্তনালি ও যকৃৎ : পিত্তনালিতে প্রদাহ ও সংকোচন তৈরি হলে জন্ডিস, গা চুলকানো এবং লিভারের পরীক্ষায় অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে।

পেটের পিছনের অংশ ও রক্তনালি: রেট্রোপেরিটোনিয়াল ফাইব্রোসিস নামে একটি অবস্থা তৈরি হতে পারে। এতে পেটের পিছনের টিস্যু শক্ত হয়ে মূত্রনালিকে চেপে রাখতে পারে। ফলে কিডনিতে প্রস্রাব জমে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। কখনও মহাধমনীও আক্রান্ত হয়।

এছাড়া থাইরয়েড, মস্তিষ্কের আবরণ, লিম্ফ নোড এবং অন্যান্য অঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে।

কখন সন্দেহ করবেন

রোগের উপসর্গ নির্ভর করে কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়েছে তার ওপর। যেমন—

- অকারণে মুখ বা চোয়ালের দু'পাশ ফুলে যাওয়া
- চোখের চারপাশে ফোলা বা দৃষ্টির সমস্যা
- দীর্ঘদিন পেটের ব্যথা বা জন্ডিস
- অকারণে ওজন কমে যাওয়া
- দীর্ঘস্থায়ী কাশি বা শ্বাসকষ্ট
- কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া
- পেট বা শরীরের অন্য কোথাও টিউমারের মতো গিঁট দেখা দেওয়া

বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে একাধিক অঙ্গে এমন অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে এই রোগটির কথা মনে রাখা জরুরি।

চিকিৎসা কি সম্ভব

সবচেয়ে আশার কথা, IgG4-Related Disease চিকিৎসাযোগ্য একটি রোগ। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রদাহজনিত পরিবর্তন চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। কর্টিকোস্টেরয়েড সাধারণত চিকিৎসার প্রথম সারিতে থাকে। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এখন বিভিন্ন ডিজিজ-মডিফায়িং অ্যান্টিরিউমাটিক ড্রাগস (DMARDs) এবং বায়োলজিক্যাল এজেন্ট-এর মতো বি-সেল-টার্গেটেড চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণের অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সুযোগ তৈরি হয়েছে। রোগের প্রকৃতি,



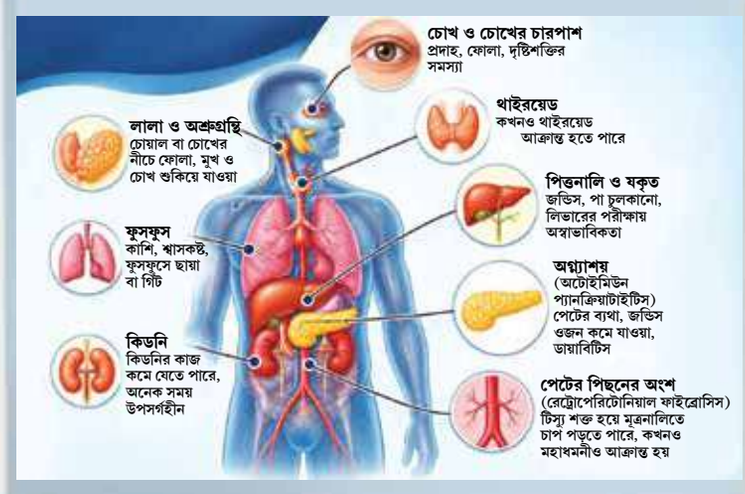
আক্রান্ত অঙ্গ এবং পুনরায় রোগ ফিরে আসার ঝুঁকি বিবেচনা করে চিকিৎসা নির্ধারণ করা হয়।

তবে রোগটি কখনো-কখনো পুনরায় ফিরে আসতে পারে। দীর্ঘদিনের ফাইব্রোসিস বা অঙ্গের স্থায়ী ক্ষতি সবসময় সম্পূর্ণ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সময়মতো চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সচেতনতা, দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং আধুনিক চিকিৎসাই পারে এই বিরল রোগের জটিলতা থেকে একজন মানুষকে রক্ষা করতে।

বিশেষ পরামর্শ

অগ্ন্যাশয় বা অন্য কোনও অঙ্গে Mass ধরা পড়লে নিজে থেকে ক্যানসার বা IgG4-RD বলে সিদ্ধান্ত নেবেন না। বিশেষজ্ঞের পরামর্শে যথাযথ মূল্যায়ন করান।



দূষণ, আলস্যে অসময়ে হৃদরোগ

ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রিনে চোখ আর বিষাক্ত বাতাসে শ্বাস— এই জোড়া ফলায় কম বয়সেই বাড়ছে হৃদরোগের প্রকোপ। দীর্ঘমেয়াদি দূষণের জেরে শরীরে জমে থাকা ক্ষত সারানোও সহজ নয়। বিপদ এড়িয়ে হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখার পথ দেখালেন গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালের রোবোটিক এবং মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জন ডাঃ নীতিনকুমার রাজপুত।





হৃদযন্ত্রের জটিল অসুখ একসময় প্রধানত বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দীর্ঘ ১৮ বছরের চিকিৎসা অভিজ্ঞতা বলছে, ইদানীং কম বয়সিদের মধ্যে করোনারি আটারি ডিজিজ সহ নানা হৃদরোগের প্রকোপ উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। কায়িক পরিশ্রমহীন জীবনযাত্রার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি বায়ু দূষণ নিঃশব্দে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করছে।

অলস যাপন ও শৈশবের অভ্যাস

কম বয়সে হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ শারীরিক পরিশ্রমহীন অলস জীবনযাত্রা। আধুনিক কর্মক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কম্পিউটারের সামনে একটানা বসে কাজ করতে হয়। হাঁটাচলা বা শরীরচর্চার সুযোগ না থাকায় শরীরের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হয় এবং কম বয়সেই ধমনীতে চর্বি জমে হৃদরোগের পথ তৈরি হয়। আরও চিন্তার বিষয়, এই অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের শুরুটা হচ্ছে শৈশব ও কৈশোর থেকেই। এখনকার শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা খোলা মাঠে খেলাধুলোর বদলে মোবাইল ফোন ও ডিজিটাল যন্ত্রের পর্দায় দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায়। ছোটবেলায় তৈরি হওয়া এই অলস অভ্যাস বড় হওয়ার পরেও থেকে যায়, যার মাশুল দিতে হয় তরুণ বয়সে হৃদরোগের শিকার হয়ে।

দূষণের প্রভাব শুধু ফুসফুসে নয়

অনেকেই ভাবেন, বায়ু দূষণ থেকে শুধু



সর্দিকাশি বা হাঁপানির মতো ফুসফুসের অসুখই হয়। কিন্তু বিষাক্ত বাতাস সরাসরি হৃদযন্ত্র ও রক্ত সংবহন তন্ত্রের ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। অলস জীবনযাত্রার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি বায়ু দূষণ যুক্ত হলে বিপদ বহুগুণ বাড়ে। প্রতিদিন দূষিত বাতাসে শ্বাস নিলে বাতাসে ভেসে থাকা ক্ষতিকর সূক্ষ্ম কণা শ্বাসযন্ত্রে ঢুকে রক্তপ্রবাহ ও হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে। এটি নিয়মিত ধূমপানের মতোই ভয়াবহ। এমনিক দীর্ঘকাল দূষণে থাকার ফলে যাঁদের ফুসফুসে সমস্যা তৈরি হয়েছে, পরবর্তীকালে তাঁদের হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিও অনেক জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

শহর বদলালেই কি ক্ষত মোছে

রোগীদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে, দূষিত শহর ছেড়ে পরিচ্ছন্ন বাতাসের শহরে চলে গেলেই এত বছরের জমে থাকা শারীরিক ক্ষতি পুরোপুরি মিটে যাবে। বাস্তবতা তা নয়। দীর্ঘ বছর দূষিত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার ফলে শরীরে যে ক্ষতি হয়, পরিবেশ বদলালেও তা সারতে দীর্ঘ সময় লাগে। যেমন— দীর্ঘদিন ধূমপান ছাড়ার পর শরীর নিজেকে সারানোর চেষ্টা করলেও পুরোনো ক্ষত পূরণ হতে অনেক সময় নেয়। অনেক ক্ষেত্রে দূষণজনিত ক্ষতি সারাজীবনেও পুরোপুরি পূর্বাবস্থায় ফেরে না। তবে দূষণের সংস্পর্শ কমালে শরীর অন্তত নতুন করে ক্ষতির মুখে পড়ে না। তাই শুরু থেকেই সাবধান হওয়া জরুরি।

কাদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি

আগে থেকে হৃদরোগ নেই এমন তরুণদের ক্ষেত্রে কেবল এক মরশুমের দূষণেই বড় কোনও হৃদরোগ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা কম। কিন্তু বছরের পর বছর খারাপ বায়ুমানের এলাকায় থাকলে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষেরও হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের জটিল রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। অন্যদিকে, যাঁদের আগে থেকেই হৃদরোগ বা ফুসফুসের অসুখ রয়েছে, তাঁদের জটিলতা দূষিত বাতাসে খুব দ্রুত মারাত্মক আকার নেয়। তাই দূষিত পরিবেশে বসবাসকারী প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট সময় অন্তর হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যকারিতা পরীক্ষা করানো জরুরি, যাতে প্রাথমিক পর্যায়েই রোগ ধরা পড়ে।

মোকাবিলার উপায়

নগরজীবনে বায়ু দূষণ পুরোপুরি এড়ানো অসম্ভব, তবে কিছু সতর্কতায় বিপদ কমানো যায়—

এন৯৫ মাস্ক : বাতাসের মান খুব খারাপ থাকলে বাইরে বেরোলে অবশ্যই এন৯৫ মাস্ক পরা উচিত। এটি বাতাসের ক্ষতিকর সূক্ষ্ম কণা ছেঁকে ফুসফুসে ঢুকতে বাধা দেয়।

এয়ার পিউরিফায়ার : ঘরের বাতাস নিরাপদ রাখতে শোয়ার ঘর বা বাড়িতে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করা প্রয়োজন। জিম বা যে সমস্ত বদ্ধ ঘরে মানুষ দীর্ঘক্ষণ শরীরচর্চা করেন বা সময় কাটান, সেখানেও এটি ব্যবহার করা উচিত।

জীবিকা ও কাজের তাগিদে দূষিত শহরে বসবাস করতে হলেও ব্যক্তিগত স্তরে সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। বাড়িতে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করা এবং যে সমস্ত জিমে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডিকেটর ও এয়ার পিউরিফায়ার রয়েছে সেখানে শরীরচর্চা করা নিরাপদ বিকল্প হতে পারে। তবে খোলা আকাশের নীচে শরীরচর্চা বা খেলাধুলো এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, বাস্তব ক্ষেত্রে মাস্ক বেঁধে ছোটাছুটি করা, খেলাধুলো করা বা ভারী ব্যায়াম করা সত্যিই বেশ কষ্টসাধ্য।

দূষিত শহরগুলিতে বায়ু দূষণ এখন আর সাময়িক সমস্যা নয়, বরং এক নিরবচ্ছিন্ন সংকট। এন৯৫ মাস্ক বা এয়ার পিউরিফায়ার শরীরে বিষাক্ত বাতাসের প্রবেশ কমালেও দীর্ঘমেয়াদে হৃদযন্ত্রের সুরক্ষায় সামগ্রিকভাবে বায়ু দূষণ কমানো জরুরি। সচেতন জীবনযাত্রা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত করার সম্মিলিত উদ্যোগই আগামীদিনে হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখতে পারে।

অ্যাকশন বদলেও উইকেটহীন বুমরাহ



ভিন্ন অ্যাকশনে জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং নিয়েই আপাতত চলছে চর্চা। শুক্রবার।

ক্রাইস্টচার্চ, ২৭ নভেম্বর : চেনা জসপ্রীত বুমরাহর অচেনা অ্যাকশন!

বুকের সামনে দুই হাতে বল নিয়ে দৌড়ের চেনা অ্যাকশন উধাও। বদলে বোলিং রানআপে শুধু ডান হাতে বল! মাথার পজিশনও কিছুটা আলাদা। রাতারাতি যে বদল নিয়ে সকাল থেকেই চায়ের কাপে তুফান। কমেন্ট্রি বক্স থেকে সামাজিক মাধ্যম, দিনভর চর্চা।

আকাশ দীপের দাবি, নিশ্চয় মাথায় অন্যরকম কিছু আছে। নেটেও এভাবে প্র্যাকটিস করেছে বুমরাহ। যদিও এদিন পরিবর্তনের লাভ অন্তত মেলেনি। একাধিক স্পেলে এদিন ১৯ ওভার হাত ঘোরালেও উইকেটহীন! প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংস ধরে সবমিলিয়ে ২৩২ বলে হাত খালি! ব্যাটারদের বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরাস্ত করলেন। ব্যাটের কানাও খুঁজে নিল। কিন্তু উইকেট আসেনি। হতাশা বাড়িয়ে দ্বিতীয় নতুন বলে খুঁজে পাওয়া যায়নি বুমরাহর 'খাড়ুশ' মেজাজ।

আকাশ অবশ্য লাঞ্চের পরই ধাক্কা দেন। অংশুল কম্বোজ ও অভিষেককারী গুরনুর ব্রারও উইকেট নেন। কিন্তু বুমরাহর 'ব্যর্থতা' ঢাকা যায়নি। ফলস্বরূপ, প্রথম দিনে সুবিধাজনক পরিস্থিতি হাতছাড়া ভারতের। ১১০/৪ থেকে দিনের শেষে হ্যাগলে ওভালের প্রাণবন্ত পিচে নিউজিল্যান্ড ২৪৬/৫। প্রথম টেস্টে জোড়া শূন্যের গেরো কাটিয়ে টম ল্যাথামের অর্ধশতরান, গ্লেন ফিলিপস-টম ব্লান্ডেলের যুগলবন্দিতে অ্যাডভান্টেজ কিউয়ি ব্রিগেড।

শুরুটা হয়েছিল গুরনুরের টেস্ট অভিষেক দিয়ে। বুমরাহ ক্যাপ তুলে দেন। সঙ্গে পরামর্শ, 'অনেক ঘাম ঝরিয়ে এই ক্যাপ অর্জন করেছো। এর মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করো।' প্রসিধ কৃষ্ণার জায়গায় গুরনুর, প্রথম টেস্টের দলে একটাই পরিবর্তন। যার অর্থ, ফের রিজার্ভ বেঞ্চে মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজা।

ওয়েলিংটনে সিরাজের বাদ পড়া নিয়ে বিতর্কের জল পৌঁছে গিয়েছিল রাজনৈতিক ময়দানেও। যদিও নিজের সিদ্ধান্ত থেকে এই টেস্টেও পিছু হটেননি গৌতম গম্ভীর-শুভমান গিলরা। ফলে, অভিষেকের পর প্রথমবার কোনও বিদেশ সফরে একটা টেস্ট না খেলেই ফিরতে হচ্ছে সিরাজকে। অপরদিকে 'রবীন্দ্র জাদেজাকে টেস্ট দলে আর দরকার নেই' সেই বার্তা আরও পরিষ্কার।

টসে জিতে বোলিং নেন শুভমান। গত টেস্টে প্রথম ওভারেই ল্যাথামকে আউট করেছিলেন বুমরাহ। এদিনের ছবিটা আলাদা। ভাগ্যের সাহায্যও পান ল্যাথাম-ডেভিন কনওয়েরা। প্রথম উইকেটের জন্য ২৬ ওভার পর্যন্ত অপেক্ষা। যা এল অভিষেককারী গুরনুরের হাত ধরে।



রাচিন রবীন্দ্রকে আউট করে উল্লাস আকাশ দীপের। শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চে।

ভরসা জোগাল আকাশের স্পেল

ম্যাজিক বলের শিকার ল্যাথাম ও রাচিন। অংশুলের ঝোলায় নিকোলস। শুরুতে ফেরার কথা ড্যারিল মিচেলেরও (৯ রানের মাথায়)। কিন্তু বুমরাহর বাউন্সারে ওঠা ক্যাচ গ্লাভস বন্দি করতে পারেননি ঋষভ পন্থ। যার সদ্ব্যবহার করে পঞ্চম উইকেটে ব্লান্ডেলের সঙ্গে ৭৪ রান যোগ করে চাপ অনেকটা কাটিয়ে দেন মিচেল (৩১)। শেষপর্যন্ত মিচেলের রক্ষণ ভাঙে ওয়াশিংটন সুন্দরের স্পিনে।

শুধু মিচেলের ক্যাচই নয়, এদিন ভারতের ফিল্ডিং প্রত্যাশিত মানে পৌঁছোয়নি। প্রথম সেশনে আকাশের বলে স্লিপে ল্যাথামের ক্যাচ ফেলেন লোকেশ রাহুল। রান আউটের একাধিক সুযোগও হাতছাড়া। ফলে মাঝের সেশনে চাপ (৫৪ রান দিয়ে তিন উইকেট) তৈরি করলেও, তা আলগা হয়ে যায়। মিচেলের পর ফিলিপসকে (অপরাজিত ৩৬) আরও ৬২ রান যোগ করেন ব্লান্ডেল (অপরাজিত ৫৩)। দিনের শেষে কিউয়ি ব্রিগেড ২৪৬/৫।

ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম দিনের স্কোরের (২৪৩/৫) চেয়ে তিন রান বেশি। সেদিন ৭০/৫ থেকে ম্যাচে ফিরেছিল নিউজিল্যান্ড। এদিন ১১০/৪ থেকে রাশ আলগা ভারতের। তবে দ্বিতীয় নতুন বলে সবে ৫ ওভার পুরোনো। শনিবার বুমরাহ ব্রিগেড যার সঠিক প্রয়োগ করতে পারলে ফের অঙ্কটা বদলে যাওয়ার সুযোগ। এখন দেখার ভারতীয় বোলাররা সেই সুযোগ তুলতে পারেন কিনা।

স্কোরবোর্ড

নিউজিল্যান্ড (প্রথম ইনিংস) (প্রথম দিনের শেষে)

ল্যাথাম ক ঋষভ বো আকাশ	৫৯
কনওয়ে এলবিডব্লিউ বো গুরনুর	৩১
নিকোলস ক আকাশ বো অংশুল	১৬
রাচিন ক ঋষভ বো আকাশ	০
মিচেল ক জুরেল বো সুন্দর	৩১
ব্লান্ডেল অপরাজিত	৫৩
ফিলিপস অপরাজিত	৩৬
অতিরিক্ত	২০
মোট (৫ উইকেট, ৮৫ ওভার)	২৪৬

উইকেট পতন : ৭৭/১, ১১০/২, ১১০/৩, ১১০/৪, ১৮৪/৫।

বোলিং : বুমরাহ ১৯-৪-৩৭-০, অংশুল ১৭-৫-৫৬-১, আকাশ ২১-৬-৫২-২, গুরনুর ১৯-৪-৫২-১, সুন্দর ৯-১-৩৬-১।

আরও ভালো বোলিং উচিত ছিল : আকাশ

'বুমরাহর মাথায় নিশ্চয় অন্য কিছু রয়েছে'

ক্রাইস্টচার্চ, ২৭ নভেম্বর : প্রাণবন্ত উইকেট। বাউন্সের সঙ্গে প্রায় সারাদিন বল মুভ করেছে। যদিও হ্যাগলে ওভালের পেস-সহায়ক প্রথম দিনের যে পিচের পুরোদস্তুর ফায়দা নিতে ব্যর্থ ভারত। মাঝের সেশনে আকাশ দীপের দুরন্ত স্পেলটুকু সরিয়ে রাখলে, বোলিং নিয়ে হতাশা আড়াল করা যাচ্ছে না।

দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে দিনের সেরা বোলার আকাশ যা একপ্রকার মেনেও নিচ্ছেন। বাংলার রনজি ট্রফি দলের তারকা স্পিডস্টার রাখঢাক না করেই বলে দিলেন, প্রথম দিনে বোলিং পারফরমেন্স খারাপ নয়। তবে আরও ভালো করা দরকার ছিল। আরও উন্নতির প্রয়োজন।

মাঝের সেশনে আকাশ-অংশুল কম্বোজের দৌলতে পরপর তিন উইকেট আসে। কিন্তু সবচেয়ে হতাশ করেছে প্রথম সেশন। ২৬ ওভার অপেক্ষার পর একেবারে লাঞ্চের ঠিক আগের বলে উইকেট। আকাশের যুক্তি, 'প্রথম সেশনে কিছুটা আর্দ্র ভাব ছিল। বল ঠিকঠাক ব্যাটে পৌঁছাচ্ছিল না। ফলে খোঁচাগুলি স্লিপ ফিল্ডারের হাত পর্যন্ত যাচ্ছিল না। শুরুতে সুইং পেলেও এই কারণে যার সুবিধা মেলেনি। মাঝের সেশনে অবশ্য আমরা ধৈর্য দেখিয়েছি। যার ফল তিন উইকেট।'

আকাশ আরও বলেছেন, 'প্রথম দিনে পিচ থেকে বোলাররা বাড়তি সুবিধা পায়। আমরাও যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি সেই সুবিধা কাজে লাগানোর। লক্ষ্য ছিল ব্যাটারদের যত বেশি সম্ভব বল খেলানোর। একটা সময় ৮০-৯০ শতাংশ বল খেলতে বাধ্য হয়েছে ওরা। কিন্তু সারাদিনে একইভাবে বল করা কঠিন পেসারদের পক্ষে। লাইন-লেংথে কিছুটা এদিক-ওদিক হয়ে যায়।'

৭৭/০ থেকে একসময় ১১০/৪। ১১০ রানে পরপর তিন উইকেট তুলে নেন আকাশ, কম্বোজ। চাপানে ১৩১/৪। কিন্তু অন্তিম সেশনে রাশ আলগা করার কাহিনী। যা নিয়ে আকাশের সাফাই, 'বল একটু পুরোনো হলে ব্যাটিং সহজ হয়ে যাচ্ছে। বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বোলারদের। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে রান আটকানোর পাশাপাশি চাপ তৈরি করতে হবে। এই ভারসাম্য রাখাটা জরুরি। কাল সেটাই লক্ষ্য থাকবে।'

এদিনের পিচ নিয়ে বলতে গিয়ে প্রথম টেস্টের কথা টেনে আনেন। আকাশের কথায়, ওয়েলিংটনেও সবুজ পিচ ছিল। কিন্তু তারপর পাটা উইকেট ছিল! পিচে এত ঘাসের পরও কীভাবে পাটা উইকেট হয়, অবাক করেছিল। তুলনায় ক্রাইস্টচার্চে ভালো উইকেট। আশাবাদী, ম্যাচ যত গড়াবে পিচ থেকে সাহায্য পাবে বোলাররা। ওয়েলিংটন টেস্টের মতো ব্যাটিং স্বর্গ হবে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে সামলাতে হয় জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং অ্যাকশন পরিবর্তন নিয়ে একাধিক বাউন্সারও। রহস্যভেদের রাস্তায় হাঁটেননি। আকাশের মতে, নেটে নতুন অ্যাকশনে বল করছে বুমরাহ। এদিন ম্যাচে তারই প্রতিফলন। বলেছেন, 'ওর নাম জসপ্রীত বুমরাহ। করছে যখন, তখন মাথায় কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। এই নিয়ে আমাদের কী বলার থাকতে পারে? আগেও এটা প্র্যাকটিস করেছে। প্র্যাকটিস ম্যাচেও এভাবে বল করেছে।'


গুরনুর ব্রারের হাতে টেস্ট ক্যাপ তুলে দিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চে।

একান্ত সাক্ষাৎকারে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী

'বৈভবের মতো ব্যাটিং শুধু ভিডিও গেমেই হয়'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : তাঁকে বলা হয় কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটিং স্তম্ভ।

তাঁর প্রতিভা ও ক্রিকেটীয় দক্ষতা নিয়ে সংশয়ের কোনও জায়গা নেই। কিন্তু তারপরও অঙ্গকৃশ রঘুবংশী এখনও তারকা হয়ে উঠতে পারেননি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারকা হওয়ার।

কথা বলার সময় দুষ্টুমিষ্টি একটা হাসি লেগেই থাকে অঙ্গকৃশের মুখে। সেই হাসিটাই আরও চওড়া হয়ে গেল শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে কেকেআরের নয়া উদ্যোগ 'নাইট প্লে পিকলবল' অনুষ্ঠানের আসরে। সতীর্থ সৌরভ দুবেকে সঙ্গে নিয়ে মিনিট দশেক পিকলবল খেললেন।

আর তারপর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশীর ৫৩ বলে ২০৪ রানের ইনিংস নিয়ে প্রশ্ন করতেই বিস্ময়ের ঘোরে ঢুকে পড়লেন তিনি। বৈভবের ব্যাটিং তাণ্ডবের ঘোরের মধ্যেই বলে দিলেন, তিনি কখনই এমন ব্যাটিং করতে পারবেন না। ভিডিও গেমে এমন ব্যাটিং করা যায় বলে মনে করেন রঘুবংশী।

> আইপিএলের এখনও দেরি রয়েছে কয়েক মাস। কেকেআরের কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যরা হয়তো এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। আপাতত আমি ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত। মুম্বইয়ের হয়ে মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ খেলছি। -অঙ্গকৃশ রঘুবংশী

আসন্ন আইপিএল ও ঘরোয়া ক্রিকেট

আইপিএলের এখনও দেরি রয়েছে কয়েক মাস। কেকেআরের কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যরা হয়তো এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। আপাতত আমি ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত। মুম্বইয়ের হয়ে মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ খেলছি।

মুস্তাকে ব্যাটে রান কম

রান কম কীভাবে বলছেন, জানি না। আমার শেষ তিন ম্যাচে দুইটি ৫০ আছে। তাছাড়া ক্রিকেটে সব ম্যাচে রান করা তো সম্ভব নয়।

বিস্ময়ের নাম বৈভব

হ্যাঁ, বৈভব অদ্ভুত একটা ইনিংস খেলল সেদিন। ও দুর্দান্ত প্রতিভা। ভারতের হয়ে দারুণ পারফর্ম করছে। আমি নিশ্চিত, আগামীদিনেও এভাবেই এগিয়ে যাবে ও।

ব্যাট লাইক বৈভব

(হোহো হাসি) বিশ্বাস করুন, এমন ব্যাটিং কেউ করতে পারবে না। কিন্তু বৈভব করে দেখিয়েছে। এমন ব্যাটিং ভিডিও গেমে হয় বলেই জানতাম। আমি পারব না ওর মতো ব্যাটিং করতে। আসলে ও ওর মতো খেলে। আমি আমার মতো খেলব। সেটাই তো হওয়া উচিত, তাই না।

সেকেন্ড হোম কলকাতা

কলকাতায় খেলতে পছন্দ করি আমি। ইডেন গার্ডেন্সে খেলাটা বরাবরই স্পেশাল আমার কাছে। কলকাতাকে সেকেন্ড হোম বলেই মনে করি। আমি আমার কাজটা করে যাব যখন যে দলের হয়ে খেলব।

কোচ অভিষেক নায়ার

অভিষেক স্যারের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে কাজ করছি। অনেক কিছু শিখেছি ওঁর থেকে। তবে আইপিএলের এখনও সময় রয়েছে। আমি এখন মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছি। আপাতত সেদিকেই আমার ফোকাস রয়েছে।



সতীর্থ সৌরভ দুবের সঙ্গে পিকলবলে মেতে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী।

টেস্ট দলেও জায়গা অনিশ্চিত

বল বিকৃতি, এবার কাঠগড়ায় লায়োন

মেলবোর্ন, ২৭ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে টেস্ট দলে জায়গা ধরে রাখা নিয়ে চাপ ক্রমশ বাড়ছে। অজি ক্রিকেটের অন্দরমহলে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, ১৪৫টি টেস্ট খেলা নাথান লায়োনকে আর টানতে রাজি নন বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্ট। সামনের দিকে তাকাতে চাইছেন তাঁরা। কিউয়ি সিরিজের প্রথম টেস্টেই হয়তো তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

টেস্ট কেরিয়ার নিয়ে টানাটানির এহেন পরিস্থিতির মাঝে শিরে সংক্রান্ত হিসেবে হাজির বল বিকৃতির অভিযোগ। স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারির মাস ছয়েক পরও বল বিকৃতির চেষ্টা চালিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান টেস্টে সুইং আদায় করতে বলে মিন্ট (মিষ্টি লজেন্স জাতীয়) লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়। দাবি, পরিকল্পনাটি নাকি লায়োনের মাথা থেকেই এসেছিল! অস্ট্রেলিয়া দলের তৎকালীন অধিনায়ক টিম পেইন ও কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার শেষপর্যন্ত যা আটকে দেন।



কয়েকদিন আগে প্রকাশিত রিপোর্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টেও বল বিকৃতি করার অজি প্রয়াসের কথা সামনে আসে। তবে কোন ক্রিকেটার এই চেষ্টা করেছিলেন, নাম সরাসরি প্রকাশ্যে আসেনি। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত যে টেস্টের যে ঘটনা সামনে এনে সাংবাদিক জেরার্ড হোয়াইটলে বিতর্ক উসকে দিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন, কে সেই ক্রিকেটার, যে বলে মিন্ট লাগানোর চেষ্টা করেছিল?

'কোড' স্পোর্টসের রিপোর্টে সেই প্রশ্নের জবাব অবশেষে সামনে এসেছে। দাবি, শেন ওয়ার্নের পর অস্ট্রেলিয়ার সফলতম স্পিনার লায়োনই (৫৭৭টি টেস্ট উইকেটের মালিক) সেই ব্যক্তি। 'কোড স্পোর্টস' জানিয়েছে, লায়োন উদ্যোগ নেন। কিন্তু অধিনায়ক-কোচের পাশাপাশি প্রবল বিরোধিতা করেন ট্রাভিস হেড। তবে রিপোর্টে পরিষ্কার নয়, মজার ছলে লায়োন এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন নাকি বল বিকৃতি করাই লক্ষ্য ছিল।

আইএফএল থেকে নাম প্রত্যাহার মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : আর্থিক দুর্দশায় জর্জরিত মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ক্লাবের পারফরমেন্স তলানিতে। এই অবস্থায় ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ (আইএফএল) থেকে নাম প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত মহমেডানের। শুক্রবার ক্লাব কর্তারা সমর্থকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। তারপরই এই সিদ্ধান্ত সাদা-কালো শিবিরের। ক্লাব সচিব ওয়াসিম আক্রাম বলেছেন, 'প্রায় ২০ কোটি টাকার দেনা। বিনিয়োগকারীর দেখা নেই। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে ম্যাচ খেলবে। তাই বাকি মরশুমে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে দল না নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি ও ক্লাব সভাপতি মিলে এতদিন দল চালিয়েছি। বিনিয়োগকারী না পেলে দল চালানো সম্ভব নয়। আপাতত কলকাতা লিগ ও যুব উন্নয়নেই জোর দেব।' এদিকে, প্রাক্তন ক্লাব কর্তা কামারুদ্দিন বলেছেন, 'সমর্থকরা চেয়েছিল বলে আমরা ক্লাব ছেড়ে ছিলাম। এবার বাকিটা নতুন কমিটি দেখুক। এই বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য করব না।'

সহজ জয়ে সিরিজে এগোল ইংল্যান্ড

ব্রিসবেন, ২৭ নভেম্বর : টি২০ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে শুক্রবার ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সহজ জয় পেল ইংল্যান্ড। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি অজিদের। দলের ১১ রানের মাথায় আউট হন অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। এরপর অজিদের কাজ কঠিন করে দেন ইংরেজ পেসার জেমি ওভারটন (১২/৫)। জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (২২) ও স্যাম হার্পারের (২৬) চেষ্টায় খানিকটা ঘুরে দাঁড়ায় অস্ট্রেলিয়া। শেষ দিকে মিচেল ওয়েনের ১৭ রানের সৌজন্যে ১০৮ রানে পৌঁছায় তারা। ওভারটনকে সংগত করেন লিয়াম ডসন (১৬/৩)।

রানতাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ঝোড়ো ব্যাটিং ইংল্যান্ডের। ২৪ রানে ফিল সল্টের উইকেট হারালেও আরেক ওপেনার আনেউরিন ডোনাল্ড ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। একপর্যায়ে ৩.৫ ওভারেই ৪৫ রানে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড। এরপর ইংল্যান্ডের স্কোর যখন ৮.৫ ওভারে ৯৩ সেই সময় বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়। তখন ফ্রিজে ছিলেন জর্ডন কক্স (৩৩) ও টম ব্যান্টন (১০)। শেষপর্যন্ত ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় ডিএলএস পদ্ধতিতে। অজিদের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে এই জয়ের সুবাদে টি২০ সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ইংল্যান্ড।

নীরজ দেশের অ্যাথলিটদের দিশা দিয়েছে : গুরিন্দারবীর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : নীরজ চোপড়াই বদলে দিয়েছেন অ্যাথলিটদের মানসিকতা। মনে করেন গুরিন্দারবীর সিং।

দেশের দ্রুততম (১০.০৯) মানব আপাতত কলকাতায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে কী এদেশের অ্যাথলিটদের মানসিকতার বদল হয়েছে নীরজ চোপড়াকে দেখে। একজন যদি পারে তখন অন্যদেরও মনে হয় যে ও পারলে আমরা নয় কেন? তাই বলতে পারেন এদেশের অ্যাথলিটকে সঠিক দিশা যদি কেউ দেখিয়ে থাকেন তাহলে সেটা নীরজ। আর শুধু আমাদের দেশই কেন, জ্যাভলিনে তো এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই রাজত্ব করছে। ভারতেই সাত-আটজন আছে। মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকার প্রাচীরটা ভেঙে গেছে।' সদ্য আইচি-নাগোয়ায় হওয়া এশিয়ান গেমসে এবার অ্যাথলিটদের পারফরমেন্স সবথেকে ভালো। আগে শুটিং, বক্সিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টনের মতো খেলাগুলিতে ভারত ভালো করলেও অ্যাথলেটিক্সে ধারাবাহিকতা সেভাবে দেখাতে পারত না। কিন্তু এবার অ্যাথলিটরাই অন্য অনেক ইভেন্টের ব্যর্থতা ঢেকে দেন। তবে নিজের ইভেন্টে তিনি ব্যর্থ হন। ৪X১০০ মিটার মিক্সড রিলেতে ব্রোঞ্জ জিতলেও ১০০ মিটারের ফাইনালে উঠতে পারেননি। এই বিষয়ে জানতে চাইলে গুরিন্দারের জবাব, 'আপনি যখন এত বড় একটা গেমসে যান আর আপনার কাছে দেশের সব মানুষের চাহিদা থাকে তখন সেটা একটা চাপ তৈরি করে দেয়। যে চাপ নিয়ে পারফর্ম করা সহজ নয়। তখন অনেক ফ্যাক্টর কাজ করতে থাকে। যার মধ্যে এক শতাংশও ভুলচুক হয়ে গেলে পদক আসে না। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ঠিকঠাক ছিল না আমার। দেশের মানুষের এত প্রত্যাশা, আমি যদি না পারি সেটা পূরণ করতে? এই রকম একটা নেগেটিভ ভাবনাচিন্তা আমার মধ্যে চলে এসেছিল বলেই হয়তো হয়নি। কিন্তু পরের তিনদিন আর ওই ধরনের ভাবনা কাছে ঘেঁষতে দিইনি বলেই শেষপর্যন্ত রিলেতে পদক পেয়েছি।' আপাতত সামনে অনেকগুলো ইভেন্ট। এশিয়ান এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবেন। অলিম্পিকের প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'এশিয়ান গেমস থেকেই তো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ভুল শোধরাতে শোধরাতেই চলবে অলিম্পিকে যাওয়ার প্রস্তুতি।'

> আপনি যখন এত বড় একটা গেমসে যান আর আপনার কাছে দেশের সব মানুষের চাহিদা থাকে তখন সেটা একটা চাপ তৈরি করে দেয়। যে চাপ নিয়ে পারফর্ম করা সহজ নয়। তখন অনেক ফ্যাক্টর কাজ করতে থাকে। যার মধ্যে এক শতাংশও ভুলচুক হয়ে গেলে পদক আসে না।
> -গুরিন্দারবীর সিং


কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে গুরিন্দারবীর সিং। শুক্রবার।

অংশ নেবেন জেবিজি ম্যারাথনে

বাবা কমলজিৎ সিং ছিলেন ভলিবল খেলোয়াড়। তিনিই আদর্শ গুরিন্দারের। এখনও ছেলের প্রতিদিনের রুটিনে কড়া নজর রাখেন। তবু কখনও রুটিন ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পেলে আর পাঁচজন পাঞ্জাবীর মতো 'আলু কা পরাঠা'-ই তাঁর প্রিয়। কলকাতায় এলে বাকি সবার মতোই মিষ্টি টানে তাঁকে। এদেশের দ্রুততম মানব গুরিন্দারবীর আপাতত অবশ্য নিজের প্রস্তুতি ছেড়ে জেবিজি ম্যারাথনের জন্য কলকাতায়। ফ্ল্যাগ অফ অর্থাৎ ম্যারাথনের শুরু করাবেন তিনিই। আগামী রবিবার রেড রোডে তাঁর সঙ্গে অল্প কিছু রাস্তা দৌড়ানোর সৌভাগ্যও হতে পারে বাকি প্রতিযোগীদের। এদিন তিনি ছাড়াও একঝাঁক আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় অ্যাথলিট উপস্থিত ছিলেন মিলনমেলা প্রাঙ্গণে। এবারই প্রথম জেবিজিতে পূর্ণ ম্যারাথন হচ্ছে। মোট ১৫ হাজার প্রতিযোগী অংশ নেবেন এই ম্যারাথনে।

মুম্বইয়ের নেতৃত্বে ফিরলেন হিটম্যান

মুম্বই, ২৭ নভেম্বর : সরতে হয়েছিল কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে। মাথা নীচু করে।

ফিরলেন তিন বছর পর। মাথা উঁচু করে।

বাকি আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। গতকাল বিকেল ঠিক ৫.৪৫ মিনিটে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সমাজমাধ্যমে এভাবেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর শুক্রবার বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি দল মুম্বইয়ের তরফে ২০২৭ সালের আইপিএলে তাদের নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করে দেওয়া হল। প্রত্যাশিতভাবেই যাবতীয় জল্পনা শেষ করে দিয়ে মুম্বইয়ের নেতৃত্বে ফিরলেন সবচেয়ে সফল অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, মুম্বই মোট পাঁচবার আইপিএল খেতাব জিতেছে। আর প্রতিবারই দলের অধিনায়ক ছিলেন হিটম্যান।

২০২৩ সালে গুজরাট টাইটান্স থেকে মুম্বইয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল হার্দিক পান্ডিয়াকে। রোহিতকে সরিয়ে হার্দিককে মুম্বইয়ের নেতা করা হয়েছিল। মুম্বই ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্তে ক্রিকেটপ্রেমীরা যেমন বিরক্ত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই

আইপিএল ২০২৭

মুম্বই দলের অন্দরেও 'বিদ্রোহের' মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। যার ফল পড়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পারফরমেন্সে। হার্দিকের নেতৃত্বে খেতাব জেতা তো দূরের কথা, শেষ তিন বছরে মুম্বইয়ের সাফল্যের ভাঁড়ার শূন্য। শেষ আইপিএলে মুম্বই সবার শেষে শেষ করেছিল।

কিছুদিন আগে অধিনায়ক হার্দিককে ট্রেডে পাঞ্জাব কিংসের হাতে তুলে দেয় মুম্বই। বদলে অর্শদীপ সিংকে দলে নিয়েছে মুম্বই। হার্দিককে ছেড়ে দেওয়ার পরই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ২০২৭ সালের আইপিএলে মুম্বই শিবিরে নতুন অধিনায়ক দেখা যাবে। নয়া নেতার দৌড়ে রোহিতের পাশে মাঝের সময়ে নাম শোনা গিয়েছিল সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরাহদেরও। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু হয়নি। আজ মুম্বইয়ের অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের নাম সরকারিভাবে ঘোষণার পর হিটম্যান তাঁর দলের সমাজমাধ্যমে বলেছেন, 'আমার জীবন ও ক্রিকেট কেরিয়ারের সঙ্গে প্রবলভাবে জড়িয়ে রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। দুর্দান্ত একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে নেতৃত্ব দিতে পারাটা সবসময় আমার জন্য গর্বের। ফের সেই সুযোগ এসেছে। ২০তম আইপিএল মরশুমে মাঠে নামার জন্য এখন থেকেই অপেক্ষা শুরু করে দিয়েছি।' উল্লেখ্য, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নয়া অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের নাম ঘোষণার পর সমাজমাধ্যমে দলের ফের খেতাব জয় নিয়েও স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গিয়েছে।

> আমার জীবন ও ক্রিকেট কেরিয়ারের সঙ্গে প্রবলভাবে জড়িয়ে রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। দুর্দান্ত একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে নেতৃত্ব দিতে পারাটা সবসময় আমার জন্য গর্বের। ফের সেই সুযোগ এসেছে। ২০তম আইপিএল মরশুমে মাঠে নামার জন্য এখন থেকেই অপেক্ষা শুরু করে দিয়েছি।
> -রোহিত শর্মা



রোহিত শর্মা অধিনায়ক হওয়ার পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে এই ছবি পোস্ট করা হল।



তৃতীয় গেমে দাবার বোর্ডে মনোযোগী ডোম্মারাজু গুকেশ।

ড্রয়ের হ্যাটট্রিকেও চাপে নেই গুকেশ

জুরিখ, ২৭ নভেম্বর : প্রায় পাঁচ ঘণ্টার ম্যারাথন লড়াই। তারপরেও শেষ হাসি হাসা হল না ভারতীয় দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশের। বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় রাউন্ডেও তিনি প্রতিপক্ষ জাভোখির সিন্দারভের বিরুদ্ধে ড্র করলেন।

প্রথম দুইটি গেম শেষ ৪০টি চালের মধ্যেই শেষ হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় গেম গড়াল ৬০ চাল পর্যন্ত। এই গেমে কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন গুকেশ। প্রথম গেমের মতো এদিনও তিনি শুরু করেন বার্লিন ডিফেন্স দিয়ে। তবে ওপেনিংয়ে বিরল রিও ডি জেনেইরো ভ্যারিয়েশন ব্যবহার করে সবাইকে চমকে দেন তিনি। শুধু তাই নয়, প্রথম ১৫টি চাল মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে দিয়ে সিন্দারভকে চাপে ফেলে দেন গুকেশ। যদিও শেষপর্যন্ত উজবেক দাবাড়ু ম্যাচে ফিরে আসেন এবং ম্যাচটি ড্র রাখতে সমর্থ হন।

তৃতীয় গেম ড্র হলেও গুকেশের আগ্রাসী মনোভাব নজর কেড়েছে দাবা মহলে। ভারতীয় দাবাড়ু নিজেও বেশ আত্মবিশ্বাসী। টানা তিনটি গেম ড্র হলেও চিন্তিত নন তিনি। গুকেশের কথায়, 'প্রতি ম্যাচেই চাপ থাকে। টানা তিনটি গেম ড্র, বড় কোনও ঘটনা হতে পারে। তবে ১৪ গেমের প্রেক্ষাপটে আমরা এখনও অর্ধেক পথ পৌঁছায়নি। এটা দীর্ঘ লড়াই। তবে দুইজনেই জেতার চেষ্টা করছি। যে কোনও একটি গেমে জয় তুলে নেওয়া সহজ নয়।'

উলটোদিকে গুকেশের পরিকল্পনা দেখে চমকে গিয়েছিলেন সিন্দারভ। তিনি বলেছেন, 'আজকে গুকেশ ভালো প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে নেমেছিল। আমি বেশ চমকে গিয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত ড্র করতে পেরে ভালো লাগছে।'

রক্ষণ নিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে ইস্টবেঙ্গলে



সাফ কাপের ফাইনালে গোল করার জন্য ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডার সন্দীপ মান্ডিকে সংবর্ধনা দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ড. ইন্দ্রনীল খাঁ। শুক্রবার কলকাতায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : আইএসএল ডার্বির আগে দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে ইস্টবেঙ্গলে। রক্ষণ নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে লাল-হলুদ শিবির। দল সাজাতে গিয়েও হিমসিম খাচ্ছেন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

চোটের জন্য নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি মাঠের বাইরে। কবে ফিরবেন, এখনও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে সন্দীপ মান্ডি, লালচুংনুঙ্গাদের সঙ্গে দিয়েগো জিভুলিচকে রেখেই লড়াইয়ের বীজ বুনছিলেন হাবাস। তবে বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে মূল অনুশীলনে ছিলেন না তিনি। তারপরই বড় ম্যাচে জিভুলিচের খেলা নিয়ে আশঙ্কার মেঘ দেখা গিয়েছিল। শুক্রবারও দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা গেল না তাঁকে। অল্প রিকভারির পরই মাঠ ছাড়লেন ইস্টবেঙ্গলের ক্রোয়েশিয়ান ডিফেন্ডার। ডার্বির আগে হাতে আর আটচল্লিশ ঘণ্টাও নেই। এই পরিস্থিতিতে মূল মহড়ায় দলের গুরুত্বপূর্ণ কোনও ফুটবলারের অনুপস্থিতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার অনুশীলনের মাঝে আচমকাই হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তি অনুভব করেন জিভুলিচ। যে কারণে তাঁকে বিশ্রাম দেন হাবাস। এখনও সেই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারেননি ক্রোট ডিফেন্ডার। তবে বড় ম্যাচে জিভুলিচের খেলা নিয়ে ম্যানেজমেন্ট আশা ছাড়ছে না। সূত্রের খবর, তাঁকে খেলানোর বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শনিবার বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন হাবাস। একান্তই জিভুলিচকে খেলানো সম্ভব না হলে

বাজছে ডার্বির ঘণ্টা

ডার্বিতে লাল-হলুদ রক্ষণে দুই নতুন মুখ দেখা যেতে পারে। সুযোগ পেতে পারেন নরেন্দর গেহলট ও বরিস সিং থাংজাম। এদিন তাঁদের রেখেই রণকৌশল সাজালেন হাবাস। বরিসের সঙ্গে স্প্যানিশ কোচকে আলাদা করে কথা বলতেও দেখা গেল।

বড় ম্যাচে আরেক বিদেশি ফ্রিস ইকোনোমিডিসকেও পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার তাঁর চোটের জায়গায় স্ক্যান করা হয়েছে। রিপোর্ট না এলেও চিকিৎসকদের আশঙ্কা, কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে ইকোনোমিডিসকে।

জয়ের হ্যাটট্রিক লাল-হলুদের : ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক ইস্টবেঙ্গলের। গাড়ওয়াল ইউনাইটেড এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল লাল-হলুদ প্রমীলা বাহিনী। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে অ্যাম্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন সৌম্যা গুগুলোথ। ৮০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল সুলঞ্জনা রাউলের।

একাদশ নিয়ে ধোঁয়াশা রাখছেন প্যানোস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : ডার্বির আগে দল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন প্যানাজিওটিস ডিলপেরিস। সম্ভাব্য সব রকম পরিকল্পনা তৈরি রাখছেন তিনি।

মহারণে অনিশ্চিত অভিষেক সিং টেকচাম। শুক্রবারও অনুশীলন করলেন না। শোনা যাচ্ছে, হালকা চোট থাকায় তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। যা পরিস্থিতি, প্রথম একাদশে থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে রিজার্ভে থাকতে পারেন অভিষেক। তবে ডার্বির আগে বাগান শিবিরে অস্বস্তি বাড়িয়েছেন আলবার্তো রডরিগেজ। পুরো সময় অনুশীলন করলেন না বাগানের মনস্টার। পরে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ঘাড়ে অস্বস্তিবোধ করায় আলবার্তো অনুশীলন করেননি। তবে বিষয়টি গুরুতর নয়। ডার্বিতে আলবার্তো খেলবেন বলেই দাবি ম্যানেজমেন্টের।

ডার্বিতে প্রথম একাদশ নিয়ে বেশ ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন মোহনবাগান কোচ প্যানোস। গোলে বিশাল কেইথ নিশ্চিত। চার ডিফেন্ডার কারা হবেন, তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে আলবার্তোর সঙ্গে রাহুল ভেকের জুটি বাঁধার কথা। কিন্তু স্প্যানিশ ডিফেন্ডার একান্তই না খেললে অ্যালেক্স সাজি বাগান কোচের ভাবনায় রয়েছেন। দুই সাইডব্যাকে শুভাশিস বসু ও মেহতাব সিং একপ্রকার নিশ্চিত।

চার্চিল ম্যাচে দলে ফিরেছেন আপুইয়া। ডার্বিতে বাগান মিডফিল্ডের চাবিকাঠিও তাঁর হাতেই থাকবে। তবে আপুইয়ার সঙ্গী হিসেবে কে খেলবেন তা নিশ্চিত নয়। প্রতিপক্ষ দলের মিডফিল্ডে ড্যানি র‍্যামিরেজ ও মহম্মদ বসিম রশিদ রয়েছেন। এই দুই ফুটবলার আটকে গেলেই অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে। তাই মিডফিল্ড সাজানো নিয়ে বেশ ভাবনাচিন্তা করছেন বাগান কোচ প্যানোস। তাঁর হাতে বিকল্পের অভাব নেই। অনিরুদ্ধ থাপা ভালো ছন্দে রয়েছেন। আবার সামির জেলকোভিচকেও তৈরি রাখছেন। আইএফএ শিল্ড ফাইনালে বেশ ভালো খেলেছেন দীপক টাংরি। প্রতিপক্ষের মাঝমাঠের ছন্দ নষ্ট করতে সিদ্ধহস্ত তিনি। তবে দীপকের কার্ড দেখার প্রবণতাও রয়েছে। ফলে তাঁকে নিয়ে ধন্দে খোদ বাগান কোচ প্যানোস।

ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরা ফিট। কিন্তু ডার্বিতে তাঁর প্রথম একাদশে না থাকার সম্ভাবনা বেশি। বরং এদিন অনুশীলন দেখে মনে হল, বরং দেজান ড্রাজিচকে আরও একবার নম্বর নাইন হিসেবে দেখা যেতে পারে। আপফ্রন্টে কোচের ভরসা জেমি ম্যাকলারেন। গত ম্যাচে জোড়া অ্যাসিস্ট করে বাগান জনতার মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গল বধে তিনিই প্যানোসের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হতে চলেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।



> ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট আক্রমণের প্রধান ভরসা হতে চলেছেন জেমি ম্যাকলারেন।

ভারতকে কড়া বার্তা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির

শুধু ক্রিকেটে নয়, অন্য খেলাতেও দাপট চাই

মুম্বই, ২৭ নভেম্বর : ২০৩৬ সালে প্রথমবার দেশের মাটিতে অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্ন দেখছে ভারত। কিন্তু সেই দৌড়ে নামতেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বা আইওসি-র ফিউচার হোস্টস কমিশনের মুখোমুখি হয়ে এক মোক্ষম প্রশ্নের মুখে পড়ল ভারত। ভার্চুয়াল উপস্থাপনায় দেশের টালমাটাল ক্রীড়া প্রশাসন কিংবা ডোপিংয়ের দুর্নাম নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন এড়ানো গেলেও, কমিশনের সোজাসাপ্টা জিজ্ঞাসা- ক্রিকেট-পাগল ভারত কি আদৌ 'এক খেলার দেশ'-এর গণ্ডি ভেঙে বহুমুখী ক্রীড়াশক্তি হয়ে উঠতে পারবে?

প্রশ্নটা কিন্তু শুধু পদকতালিকার অঙ্ক নিয়ে নয়- একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ঝুলিতে মাত্র দুটি অলিম্পিক সোনা, প্যারিসে ছয়টি পদক। আইওসি-র আসল কৌতূহল, ক্রিকেটের একচ্ছত্র দাপটের বাইরে অন্যান্য অলিম্পিক খেলায় সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও পরিকাঠামো কতটা ছড়ানো সম্ভব? ক্রোয়েশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কলিন্দা গ্রাবার-কিতারোভিচের নেতৃত্বাধীন নয় সদস্যের কমিশনের সামনে দশ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য, আইওসি সদস্য নীতা আম্বানি ও গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাঙ্ঘভি। জবাবে ভারতীয় কর্তারা বৈঠকে উপস্থিত দুই কিংবদন্তি- বিদায়ি আইওএ সভাপতি পিটি ঊষা ও শাটলার পিভি সিন্ধুর উদাহরণ টেনে আনেন। আইওএ সিইও রঘুরাম আইয়ারের কথায়, 'আমরা বোঝালাম, ঊষা বা সিন্ধুর মতো নায়ক তৈরি হলে তবেই সেই খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ে। পাশাপাশি খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচি এবং অন্যান্য খেলার পেশাদার লিগ গড়ে ওঠার ছবিও তুলে ধরেছি।'

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠকে মূলত কারিগরি পরিকাঠামো, অর্থসংস্থান ও ভেন্যু মাস্টারপ্ল্যান নিয়েই আলোচনা হয়। ভারতের ব্লু-প্রিন্টের কেন্দ্রবিন্দু আহমেদাবাদ ও গান্ধিনগর, যেখানে সাতটি ক্লাস্টারে ছড়িয়ে থাকবে ক্রীড়াঙ্গন। আহমেদাবাদের মোতেরায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভেই গড়ে উঠবে অলিম্পিক ভিলেজ। নির্বাচিত কিছু ইভেন্ট হতে পারে মুম্বই, পুনে, ভোপাল ও গোয়াতেও। ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের পরিকাঠামোই যে ২০৩৬ অলিম্পিকের শক্ত ভিত গড়ে দেবে, তা জোর দিয়ে জানিয়েছে ভারত। এমনকি আইওসি না তুললেও ডোপিংয়ের দুর্নাম কাটাতে জাতীয় ডোপিং বিরোধী আইন ও নাডার কড়া নজরদারির কথা নিজেরাই তুলে ধরেছে প্রতিনিধিদল। প্যারালিম্পিক ও বিশেষভাবে সক্ষম অ্যাথলিটদের জন্য শহরকে আরও সুগম করার প্রতিশ্রুতিও মিলেছে।

তবে লড়াইটা মোটেই সহজ নয়। ২০৩৬ সালের দৌড়ে ভারতের পাশাপাশি রয়েছে জার্মানি, কাতার, হাঙ্গেরি, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্কের মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। আগামী বছর মার্চে আইওসি-র কার্যনির্বাহী বোর্ড ঠিক করবে কারা 'স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ' পর্বে এগোবে। সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে ২০২৮ সালের ডিসেম্বরে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা এবং ২০২৯-এর মাঝামাঝি ঘোষিত হবে আয়োজক দেশের নাম। তার আগে ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় অগ্নিপরীক্ষা শুধু ঝাঁ চকচকে স্টেডিয়াম গড়া নয়- ক্রিকেটের ছায়া থেকে বেরিয়ে সত্যিকারের অলিম্পিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

২০৩৬ সালে আহমেদাবাদে অলিম্পিকের স্বপ্ন

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE



ম্যাচের সেরা হয়ে বিশাল বিশ্বাস। ছবি : রাহুল দেব

বড় জয় ফ্রেন্ডসের

রায়গঞ্জ, ২৭ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার রায়গঞ্জ ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাব ৬৯ রানে অজয় সংঘকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে টসে হেরে ফ্রেন্ডস ৩২ ওভারে ৯ উইকেটে ২২১ রান তোলে। প্রীতমকুমার মণ্ডল ৭৭ ও বিশাল বিশ্বাস ৩৬ রান করেন। দেবাশিস রায় ৪৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে অজয় ৩২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫২ রানে আটকে যায়। সৌম্যদীপ দাস ও দেবাশিস ৩৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা বিশাল ২৩ রানে নেন ২ উইকেট।

বক্সিং দল রওনা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ নভেম্বর : কলকাতার নিউটাউনে তিনদিনের রাজ্য বক্সিং শনিবার শুরু হবে। প্রতিযোগিতার জন্য ৬ জনের আলিপুরদুয়ার জেলা দল শুক্রবার রওনা হল। দলে রয়েছেন- রাজীব রায় (৫০ কেজি), কৌশিক রায় (৫৫ কেজি), সৌগত কুণ্ডু (৬০ কেজি), পরিমলা বর্মন (৬৫ কেজি), দেবানন্দ সাহানি (৭০ কেজি) এবং তুষার রঞ্জন সরকার (৯০ কেজি)। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে রকি মল্লিক এবং বিকাশ মেচ।



রাজ্য প্রতিযোগিতার জন্য কলকাতা রওনা হওয়ার আগে আলিপুরদুয়ার বক্সিং দল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা



18.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46A 49644 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটা বলা প্রাসঙ্গিক যে, জীবনের গতিপথ যে কোনো মুহূর্তে কোনো পূর্বসূচনা ছাড়াই বদলে যেতে পারে। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য এটি যে কারও জন্য একটি আদর্শ মাধ্যম হতে পারে যা আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা মাধব মন্ডল - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।



চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে মা লক্ষ্মী একাদশ। ছবি : অনুপ মণ্ডল

চ্যাম্পিয়ন মা লক্ষ্মী একাদশ

বুনিয়াদপুর, ২৭ নভেম্বর : বুনিয়াদপুরের পীরতলায় বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ১৬ দলীয় মোদি কাপ দিবারাত্রি ফুটসলে চ্যাম্পিয়ন হল মা লক্ষ্মী একাদশ। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-০ গোলে কালরাত্রি একাদশকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা বাপী সরেন।

সেরা রামকৃষ্ণপুর

কুমারগঞ্জ, ২৭ নভেম্বর : দিওর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল রামকৃষ্ণপুর ক্রিকেট দল। ফাইনালে তারা পোড়াঝাড় দলকে হারিয়েছে।

উত্তরের খেলা

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে গ্রুপ 'এ'-তে উল্কা ক্লাব ১ উইকেটে রবীন্দ্র সংঘকে হারিয়েছে। সিয়ামের মাঠে প্রথমে রবীন্দ্র ৩৭.৫ ওভারে ১৪১ রানে অল আউট হয়। মহম্মদ সিরাজ ৪৪ ও অজিত ছেত্রী ২৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা অনিকেত উপাধ্যায় ১২ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। জবাবে উল্কা ২৫.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪২ রান তুলে নেয়। কুমার রায় ৪১ রানে অপরাজিত থাকেন। স্বর্ণ সাহার অবদান ৩২। তন্ময় পাল ১৯ ও অংশকুমার পাসোয়ান রানে নেন ২ উইকেট। শনিবার গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও বিবেকানন্দ ক্লাব।

বজরং কাপ শুরু আজ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ নভেম্বর : ইউনাইটেড অরবিন্দনগর বেলতলার বজরং কাপ ৮ দলীয় ক্রিকেট শনিবার শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, অরবিন্দনগর মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে বি বি মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

সাইকেল র‍্যালি কাল

জলপাইগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : সুস্থ শরীর ও দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার বার্তা দিতে ভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষর জলপাইগুড়ি স্পোর্টস ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগে ৫ কিলোমিটার সাইকেল র‍্যালি রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, সকাল সাড়ে ৭টায় জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ২ নম্বর গেট থেকে র‍্যালির সূচনা হবে।

